সূচীপত্র।

অশুদ্ধ শোধন।

(গ্রন্থখানি তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করাতে গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ নির্ভুল করিতে পারা গেল না। তন্মধ্যে তাড়াতাড়ি পড়িতে যতগুলি চক্ষে পড়িল সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল।)

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৭	তরু সূত্র-ধরে	তরু-সূত্র ধরে
২৩	৮	ভাতৃ-প্রাণে	ভ্রাতৃ-প্রাণে
৪৩	২০	তুলিলাম	ভুলিলাম
৪৪	১৪	সত্য-তুমি	সত্য-ভূমি
৪৬	১৯	যাহারা বন্ধনে	যাহার বন্ধনে
ঐ	২০	সকলে এখনি বাঁ।	সকলে এমনি বাঁধা
১৩১	১৪	জকপোল-গিয়া	জকপোলে গিয়া
১৪১	৮	কি কথা ধুটিছে	কি কথা যুটিছে

হিমাদ্রি-কুসুম

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্ম-মিশন্ প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

এবং

৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ব্রাহ্মাব্দ ৫৭। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ-পত্র।

হেম !

—প্রিয় পুত্রি ! আমি পাহাড়ে যখনি
যাই,—"বাবা ! পাতা ফুল আনিতে ভুলনা"
বলি অনুরোধ কর। কুসুম এমনি
ভাল বাস, ফুল যদি দেয় কোন জনা,
যেন সে অমূল্য নিধি, তারে বাঁচাইতে
কি প্রয়াস ! হিমাদ্রিতে আসিয়া এবার
তুলেছি চারিটী ফুল ; এ ফুল তুলিতে
ঘুরেছি অনেক বন ; মনেতে আমার
এই ছিল, হেন ফুল করিব চয়ন
যাহা পেলে খুসী হবে, যাহার সুঘ্রাণ
না শুকাবে, না ফুরাবে ; সে আশা পূরণ
হ'লো কি না নাহি জানি। যা হৌক এ দান
লও বৎসে ! ফুল কটী হৃদয়েতে ধরি,
প্রেম-শান্তি-গন্ধ তুমি পাবে আশা করি।

তোমার পিতা।

বিজ্ঞাপন।

বিগত গ্রীষ্মের শেষ ভাগে আমরা চারিজন বন্ধু হিমালয় শিখরে এক মাস কাল বাস করি। কার্য্যের ব্যস্ততা, ও সহরের উত্তেজনা হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া, নির্জ্জনে ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে আত্ম-সমর্পণ করাই আমাদের হিমালয়ে যাইবার উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে অবস্থান কালে আমরা অনন্য-কর্ম্মা হইয়া দিনের অধিকাংশ ভাগ উপাসনা, আত্মচিন্তা, প্রকৃতি-চিন্তা, পাঠ ও সদালাপে যাপন করিতাম। এই এক মাস কাল এইভাবে যাপন করিয়া আমরা অনেক ফল লাভ করিয়াছি। তাহার একটী ফল এই আকারে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। প্রতিদিন উপাসনা ও চিন্তা দ্বারা প্রাণে যে সকল ভাব পাইতাম, তাহা একখানি পুস্তকে লিখিয়া রাখিতাম; তাহারই কয়েকটী ভাব সেই সময়েই কবিতাতে নিবদ্ধ করিয়াছি।

পাঠক পাঠিকা একটু নিমগ্ন-চিত্তে পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে সকল কবিতারই মূলে এক একটী বিশেষ সত্য নিহিত আছে। তদ্ব্যতীত আরও অনেক অবান্তর লক্ষ্য আছে। সে সমুদায় চিন্তাশীল পাঠক আপনিই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন সুতরাং সে গুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। "দীক্ষা" নামক কবিতাতে প্রধান প্রধান কয়েকটা ঘটনা পরম-ভক্তি-ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের কয়েকটী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণিত। উক্ত মহাত্মার জীবনে দেখা যায় যে নক্ষত্র-খচিত আকাশের বিষয় নিমগ্ন-চিত্তে আলোচনা করিয়াই তাঁহার প্রাণে প্রথমে ঈশ্বর-চিন্তার উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৭।৫৮ সালে তিনি যখন হিমালয়-শিখরে বাস করেন, তখন একদিন একটী নির্ঝরিণীর

গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইল, যে এই নির্ঝরিণী যেমন জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্য নামিয়া যাইতেছে, আমার প্রীতিও কি সেইরূপ নামিয়া যাইবে না। এই চিন্তা হৃদয়ে প্রবল হইয়া তাঁহাকে আর গিরি-শৃঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দিল না; তিনি আবার উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতরণ করিলেন। উক্ত দুইটী ভাব আমি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী ব্যাখ্যান-মালাতে এক স্থানে বলিয়াছেন;—"প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা কি জ্যোতি!" এই মহাসত্যই আমি দীক্ষা নামক গ্রন্থে যথাকথঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক হীনাবস্থানিবন্ধন পারিয়া উঠি নাই। মানবের প্রীতি আমাদিগকে অনেক সময়ে সত্য স্বরূপে লইয়া যায়, তাঁহাকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া সেই প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া আবার বসুধাকে ধৌত করিতে থাকে, এই সত্যটী প্রদর্শন করাই উক্ত গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্যই ভগিনীর প্রীতিকে ভ্রাতার নবজীবন লাভের সেতুস্বরূপ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভাই ভগিনীর প্রগাঢ় প্রীতি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হয়ত এদেশের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবে। চিন্তাশীল পাঠক চিন্তা করিলেই ইহার স্বাভাবিক অনুভব করিতে পারিবেন। ইহার আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, যাহা এখন প্রকাশ করা গেল না। এতদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

৮ই মাঘ ১২৯৩
কলিকাতা।

শ্রী শিঃ—

হিমাদ্রি-কুসুম।

দীক্ষা।

ভূমিকা।
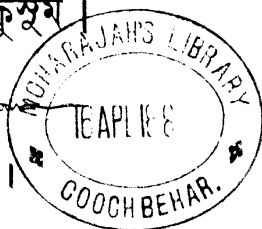
ছিল বঙ্গে এক ধনীর সন্তান ;
সহরের দূরে গ্রামে তার স্থান।
নির্জ্জন পল্লীতে মনোসুখে বসে ;
সম্পদের সুখ ভুঞ্জে সে হরষে।
সুপ্রশস্ত-চিত্ত, অতি সদাশয়,
পর-দুখে দুখী কোমল-হৃদয়,
উচ্চ নীচে তার সমান ব্যভার,
দীনে বড় দয়া, সবে সদাচার,
সদালাপে মতি, জ্ঞান-লাভে রুচি,
নিজ-পত্নী-রত, অন্তরেতে শুচি,
গুণিগণে মানে, তোষে ধন দানে,
কাব্যামোদে শ্রেষ্ঠ সুখ বলি জানে ;
কাব্যরসে যত সুরসিক জন,
সদা তার সঙ্গী ; আনন্দে মগন

থাকে সদা যুবা শাস্ত্র-আলাপনে ;
শ্রান্তি নাহি সেই রস আস্বাদনে ;
গুণিগণ সনে বসিয়া বসিয়া,
বহু শাস্ত্র-মর্ম্ম লইল শিখিয়া ;
যদি পায় কোন শিক্ষিত সুজন,
প্রিয়-বন্ধু ভাবি করে আলিঙ্গন ;
শাস্ত্রার্থ-বিচার করে প্রাণ খুলি,
উচ্চ নীচ ভাব যায় তবে ভুলি ;
হাসি-ভরা মুখ, প্রাণ-ভরা সুখ,
পরের কল্যাণে কভু না বিমুখ ;
যা কিছু দেশের কল্যাণ-সাধনে
করে কোথা কেহ, আনন্দিত মনে
নিজ হতে অর্থ পাঠায় সাদরে ;
আয় ব্যয় নিজ গণনা না করে ;
পর দুঃখে কাঁদে, নারে ফিরাইতে
দ্বার হতে অর্থী শকতি থাকিতে ;
এরূপে সে সাধু যুবা সদা
বিমল আনন্দে যাপিত সময়।

দোষ মধ্যে দেখি ভালবাসে যারে,
সমগ্র হৃদয় সঁপে দেয় তারে !
সন্দেহ বিতর্ক তার মনে স্থান,
কভু নাহি পায়। কত সাবধান
করেছে স্বজনে ; বলেছে সংসার
বিঘ্ন-ময় স্থান ; মুখে মধু যার

হয় ত তাহারি হৃদে হলাহল,
ফুলবনে ফণী অমৃতে গরল!
হেথা স্বার্থ আর ইন্দ্রিয়-পিপাসা
করিছে সংগ্রাম; নাহি হেথা আশা
সুখেতে বসিবে; সতত আপনা,
বাঁচায়ে চলিতে পারিবে যে জনা,
সেই সে বাঁচিবে; যে করে বিশ্বাস
সহজে অপরে তারি সর্ব্বনাশ।
এইরূপ কত সংশয়ের কথা,
প্রতিদিন যুবা শুনে যথা তথা।
কিন্তু বিধি তারে এমনি গড়িল,
কথা কানে তার বৃথাই পড়িল।
যারে ভালবাসে তারে দেয় প্রাণ;
হয় বশীভূত নারীর সমান।
ধন দিয়ে পোষে, প্রাণ দিয়ে তোষে,
শত অপরাধে কভু নাহি রোষে।
কিন্তু রে! মানব হেন দুরাচার
আছে দেখি, যারা এই সাধুতার
পাইয়া সুযোগ আত্ম-কাজ সারে;
এ হেন পরাণে তীক্ষ্ণ ছুরী মারে।
কোলে রাখি মাথা যে শিশু ঘুমায়,
দিতে পারে ফাঁসী তাহারি গলায়!
সরল বিশ্বাসে যে আছে জড়ায়ে,
মারিবারে পারে তাহারে পোড়ায়ে।

যথা গ্রীষ্ম-দিনে গোখুরার ভয়,
নরকুল ত্রাসে কভু স্থির নয়,
এই সব জীব নরের কলঙ্ক,
যদি কাছে থাকে সতত আতঙ্ক।
সদাশয় যুবা সরল পরাণে
এই সব তত্ত্ব কিছু নাহি জানে।
ভাল বেসে ঠকে, ঠঁকে ভাল বাসে,
প্রেমের খাতিরে পড়ে সর্ব্বনাশে।
বন্ধু সাজে সাজি এল কত জন,
কত শত মুদ্রা করিল হরণ।
হইলে প্রণয় জানে না সংশয়,
অপরের ঋণ নিজ শিরে লয়।
স্বকার্য্য সাধিয়া নাহি দেয় দেখা,
কে করে আদায় নাহি লেখা জোখা।
গেলে রাজদ্বারে খেলিয়া চাতুরী
ঠকাইয়া যায় করি বাহাদুরী।
পরঋণে ঋণী ধনে প্রাণে [illegible]া
নিজ দশা ভাবি চক্ষে বহে ধারা।
স্বভাবেতে মানী, তাই মনোদুখে
অন্দরেতে সদা থাকে ম্লান-মুখে।
বাহিরে না আসে, সমাজে না মিশে,
জর্জ্জর অন্তরে অপমান-বিষে।
সঙ্গী তথা তার বিধবা ভগিনী,
বয়সে কনিষ্ঠা নাম বিনোদিনী।

দাদার সমান প্রেমিক সে প্রাণ,
ম্লান মুখে হেরে তারো মুখ ম্লান।
নড়ে চড়ে আর কাছে কাছে থাকে ;
এ কথা সে কথা ভুলায় তাহাকে।
আর ছিল পত্নী। জুড়াবার স্থান
লোকে বলে জায়া। সে কোমল প্রাণ
পাইয়ে আঘাত কপট সংসারে,
সব ভালবাসা সঁপিল তাহারে।
ভাঙ্গে যদি বৃক্ষে লতিকা তাহার,
কাছে যাহা পায় ধরে যে প্রকার।
সে রূপ সে হৃদি পুন জড়াইল,
রাখিয়ে বিশ্বাস জুড়াবে ভাবিল।
কিন্তু রে ! সে নারী করাল ভুজঙ্গী
ঈর্ষ্যা কুমন্ত্রণা সদা তার সঙ্গী।
ধনের পিপাসা অসীম তাহার,
প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা ভক্তি, সদাচার,
সকলি তাহার ধনের অধীন ;
ধনাভাবে সেই হৃদয় কঠিন।
পেয়ে দুঃসময় বাক্যবাণ হানে ;
উঠিতে বসিতে লজ্জা দেয় প্রাণে।
বলে—"কাপুরুষ ! পুরুষ-অধম !
ঘরে বসে থাক কেন নারী-সম ?
খোয়ায়েছ যদি এ হেন বিভব
মাটী কাট গিয়ে ; বেশ অভিনব

দেখুক্ সকলে ; দিক্ টিট্‌কারী,
সেই সমুচিত সাজা যে তোমারি।”
বাক্য-বিষে দহে, প্রাণে ব্যথা পায় ;
জানে না যুবক পলাবে কোথায়।
যদি ক্রোধ করে দাবানল জ্বলে
সে ঘোর রসনা উগরে গরলে।
গুমে গুমে পোড়ে, দমে দমে ফাটে ,
দারুণ সন্তাপে দিন তার কাটে।
অবশেষে তারে একাকী ফেলিয়া,
কুল-কলঙ্কিনী গেল পলাইয়া।
সে হেন সম্ভ্রম পঙ্কে ডুবাইল ,
শাদা প্রাণে তার গরল ঢালিল।
কি যাতনা তার কে বর্ণিতে পারে !
একান্তেতে শুধু ভাসে নেত্রাসারে।
এত যে বিশ্বাস ছিল নর-কুলে,
সব গেল ; ঘৃণা আসি তার স্থলে
ঢালিল গরল ; মানব সংসারে
শ্বাপদ-সঙ্কুল বন সম হেরে।

একি হলো প্রাণে বিষ কে ঢালিল তার রে ;
সাধের সংসার তার হলো কারাগার রে !
বিরস, বিষয়-কাজে আর মন বসে না ;
যে হাসিত দিবানিশি আর সেতো হাসে না !

স্বজনের মিষ্ট-ভাষা বিষ-সম লাগিছে;
উদাস উদাস মন কোন দেশে ভাগিছে!
দশ জনে যথা বসে তার ধারে যায় না;
কি যেন কি ভাবে ডাক শুনিবারে পায় না।
অন্ধকারে থাকে ভাল; কারে যেন ডরিছে;
কি যেন বলিবে বলে ভগিনীরে ধরিছে;
বলে না, মুখের কথা মুখে যেন ফোটে না,
যদি বা ফুটিতে চায় ভাষা যেন জোটে না!
বিনোদিনী কেঁদে সারা ভ্রাতৃপাশে বসিয়া,
মা নাই ছুটিয়া যায় আনে তাঁরে ডাকিয়া!
শৈশবে বিধবা হয়ে পিতৃ-ঘরে রয়েছে,
সে নব যৌবনে তার বহু শোক সয়েছে।
গিয়াছে সবাই ফেলে, একাকিনী সংসারে,
ভাই মাত্র বাতি তার এই ভব-আঁধারে।
তাইতো রে এ বিপদে নেত্র তার ঝরিছে।
একা পেলে অভাগিনী দুটী হাতে ধরিছে;
বলে,—"দাদা কথা কও, ফের মুখ চাহিয়া,
সংসার-মরুর মাঝে আছি সব সহিয়া।
নিদয়া নিদয় হলো মরি নাই আমি তো,
কত ভালবাসি দাদা জান সব তুমি তো।
বোন বলে মুখ তুলে দুটী কথা কও গো,
বিদরে হৃদয় যদি ম্লান-মুখে রও গো।"

ভগিনীর অশ্রুবারি মুছাইয়া দেয়
কিন্তু কোন কথা নাহি কয় !
চেয়ে থাকে মুখ-পানে, বলি—বলি—রোধে প্রাণে,
দুটী নেত্রে দুটী ধারা বয়,
ভগিনী সে অশ্রুধারা অঞ্চলে মুছায়।

দারুণ মর্ম্মের ব্যথা ক্রমেতো জুড়ায় !
ভাঙ্গা প্রাণ পুন জোড়া লাগে।
স্মৃতির গভীর রেখা কালে নাহি যায় দেখা,
হৃদয়ের অন্ধকার ভাগে ;
এই ত বিধির বিধি তাঁহারি কৃপায়।

সামালি উঠিল যুবা ধৈরয ধরিল
দেশে দ্বেষ হইল বিষম।
থাকিব বিজন বনে, চরিব পশুর সনে
তাও ভাল ! যমালয় সম
এ গৃহে রবনা বলি প্রতিজ্ঞা করিল।

যা কিছু বিষয় ছিল হইল বিক্রয়
দাস দাসী কাঁদিয়া আকুল।
পাষাণে বেঁধেছে প্রাণ ত্যজিবারে সে শ্মশান,
দেশে নাম করিতে নির্ম্মূল ;
ছাড়িতে জন্মের মত পাপ লোকালয়।

পল্লীর সকলে কাঁদে নিবারিতে নারে
ডুবেছি ত ডুবিব এবার।

বিজনে মাটীর সনে, মিশাব এ দেহ মনে,
কেহ নাহি পাবে সমাচার;
কেহ না ফেলিবে অশ্রু এ পাপ সংসারে।

যাইতে ঝুঁকেছে মন; একটী ভাবনা
জাগে শুধু সতত হৃদয়ে;
ঘরে বিনোদিনী আছে, তারে রাখে কার কাছে
কে দেখিবে আপনার হয়ে;
তার কথা যত ভাবে বাড়য়ে যাতনা।

বিশ্বাস থাকিলে তারে করিত সঙ্গিনী,
কিন্তু নরে সে বিশ্বাস নাই।
হোক্ না সোদরা, মনে কিযে আছে সংগোপনে
কেবা জানে! জানেন গোঁসাই।
কে জানে ভগিনী নয় কাল-ভুজঙ্গিনী!

দারুণ সংশয়ে তারে লইতে না চায়,
অভাগিনী আকুল কাঁদিয়া।
নিজের কি গতি হবে একবার নাহি ভাবে
কিন্তু দাদা যায় যে ভাসিয়া,
কোথা যাবে, কে দেখিবে, কে সেবিবে তাঁয়।

তাই বালা পায়ে ধরে করিল মিনতি;
"দাদা মোরে ছাড়িয়ে যেও না;
লয়ে চল দাসী করে, তুমি বিনা এ সংসারে
কেহ নাই, নিদয় হও না,
তুমি না রাখিলে দাদা নাহি অন্য গতি।"

শৈশব হইতে ভাল বাসিত তাহারে,
তাই হাত ছাড়ান কঠিন।
অবশেষে সঙ্গে করি, চলে দেশ পরিহরি
প্রতিবাসী শোকেতে মলিন!
হায়! হায়! রব পড়ে রহে ঘরে ঘরে।

প্রথম দল।

নর-দ্বেষ।

কোথা গেল ভাই বোনে? বসিল উড়িয়া
কোন্ শৃঙ্গে? কোন্ বনে? যথা শর-বন
ছাড়িয়া বিহগ দুটী যায় পলাইয়া,
যবে ক্রূর-মতি নর, দলিয়া কানন,
পাখিকুলে গুলি করে; প্রাণ বাঁচাইয়া
উড়ে উড়ে, ঘূরে ঘূরে এ বন সে বন,
বিজন অরণ্য মাঝে শেষে গিয়ে বসে,
যথায় মানব-অরি ভ্রমে নাহি পশে।

(২)

সেরূপ সে পাখী দুটী সোদর সোদরা,
সংসার-শ্মশান ছাড়ি ওই চলে যায়!
রোগ-শোক-পাপ-পূর্ণ দেখে বসুন্ধরা
ঘৃণাতে হেলিয়া যায়, ফিরিয়া না চায়!
কপালে যা থাকে থাক্! প্রবঞ্চনা-ভরা
সংসার-নরক! তোরে বিদায়! বিদায়!

নর-সহবাস হ'তে ভাল বন-বাস ;
নর-শঙ্কা হতে শ্রেয় শ্বাপদের ত্রাস !

(৩)

কুসুম-কোমল প্রাণ বজ্রে বাঁধিয়াছে
ঘৃণামন্ত্রে কর্ণ-দ্বয় করেছে বধির !
বন্ধুতা, স্বজন-প্রেম, সব কাটিয়াছে
কঠোর প্রতিজ্ঞা-অস্ত্রে। না হয় অস্থির
নিমেষের তরে প্রাণ ; শুধু ছুটিয়াছে
একি পথে ; একি চিন্তা, বাঁধিয়া কুটীর
ঘোর বনে, দুই জনে থাকিব তথায়
যত দিনে পাপদেহ ধূলিতে মিশায়।

(৪)

প্রাণ-ভয়ে করি-রাজ বন পরিহরি
ধায় যবে, লতা যদি জড়ায় চরণে,
গভীর আক্রোশে তারে খণ্ড খণ্ড করি
দূরে ফেলে ; সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনে
ছিঁড়ে ফেলি ধায় তারা, বারেক না স্মরি,
কিরূপে তাদের শোকে অনেক নয়নে
বহিতেছে অশ্রুধারা। যে প্রাণে গরল
সহজ নাইতো তাহা ঘৃণাতে পাগল।

(৫)

নরেন্দ্রের এই ভাব। কিন্তু বিনোদিনী
যায় যায় ফিরে চায় ; আধ-খানা প্রাণ
পিছে যেন পড়ে আছে ; সরলা কামিনী,

প্রাণ-ভরা প্রেম তার ; করি প্রেম দান
সুখ দিত, সুখ পেত ; যতেক সঙ্গিনী
ছিল তার, কোথা আজ ! করিছে প্রস্থান
জনমের তরে বালা জানে না কোথায়,
বিষাদ-সাগরে মন তাই ডুবে যায়।

(৬)

মন ডোবে তবু ধৈর্য্যে বাঁধিয়া হৃদয়
মিষ্ট-ভাষে তুষ্ট করে ; কত কথা দিয়া
ভুলায় সোদরে ; বলে দাদা আর নয়,
এসেছতো সব ছাড়ি, হাসিয়া খেলিয়া
চল যাই ভাই বোনে, হইবে যা হয় ;
ভাবিওনা আর বৃথা, দেখোনা ফিরিয়া ;
কি হলে সুখেতে রও বল কৃপা করি ;
আমি যে প্রাণের ভাই ! তোমার কিঙ্করী।

(৭)

দাব-দগ্ধ মৃগ যবে ছুটি ঊর্দ্ধশ্বাসে,
অবশেষে আসি পড়ে বিশাল প্রান্তরে
তরুহীন পত্রহীন, যেখানে বাতাসে
সে করাল দীপ্ত শিখা, তরু সূত্র-ধরে,
নারিবে আসিতে আর ; সে প্রান্তর-পাশে
আসি দেহে পুন যথা জীবন সঞ্চারে,
সেরূপ—"ছেড়েছি এবে পাপ লোকালয়"
ভাবিয়া নরেন্দ্র কিছু প্রফুল্ল-হৃদয় ;

(৮)

কিন্তু যে বিষাক্ত শো ফুটেছে সে প্রাণে,
হৃদি-যন্ত্রে সেই বিষ যেন রে সঞ্চারি,
হরষে বিষাদ-কালি মাখায় সঘনে !
বিনোদ ভুলাতে চায় ; কথায় তাহারি
যদিও বা হাসে কভু, দেখি পরক্ষণে
সে হাসি বিষাদে ডোবে ; কুয়াসাতে বারি
ঢাকে যবে হেমন্তেতে, সেই বারি-পারে
খসিয়া প্রসন্ন শশী ডোবে যে প্রকারে।

(৯)

ভাই-বোনে রাত্রিবাস পথে পান্থ-শালে।
বিনোদিনী জাগি রহে শয্যা পাতি পাশে ;
আসে যদি তন্দ্রা, তবে দেখে ক্ষণকালে
কি যেন স্বপনে দেখি ডরি উঠি বসে ;
কভু বা গভীর শোকে হৃদয় উথলে,
ফুটিতে না পায় রব কাঁদে নিরাশ্বাসে ;
বিনোদিনী উঠে বসি ধরে আলিঙ্গিয়া,
নিজে কাঁদে আর অশ্রু দেয় মুছাইয়া।

(১০)

কি গভীর প্রেম তার নরেন্দ্র না জানে ;
জানে না যে তারি তরে ছাড়িল সকল !
দাদার বিরস মুখ দেখিয়া পরাণে
কত যে পেয়েছে ব্যথা ! নয়নের জল
কত যে ফেলেছে একা ! যদি প্রাণ-দানে

দাদার প্রাণের শেল, দারুণ গরল,
দূর হয়, দিতে পারে প্রাণ বিনোদিনী ;
এ প্রতিজ্ঞা করি আজ চলেছে কামিনী।

(১১)

আহা বয়ঃক্রম কিবা ! নিজে তো নরেন
ত্রিংশ বর্ষ হয় কি না। বিনোদিনী তার
ঢের ছোট। দুটী ভাই যোগেন সুরেন
অকালে মিলায়ে গেছে। কনিষ্ঠা সবার
বিনোদিনী। দ্বাবিংশতি বোধ হয় হেন।
প্রস্ফুটিত-ফুল-সম মুখখানি তার
মিলায়েও এত শোকে যেন না মিলায় ;
বিমল লাবণ্য-রাশি সঙ্গে লয়ে যায়।

(১২)

বিনোদিনী মা বাপের আদরের মেয়ে ;
শৈশবে বিধবা হয়ে ছিল পিতৃ-ঘরে ;
প্রেমিক নরেন্দ্র তারে আপনি না[illegible]য়ে
খাওয়াইত ছেলেবেলা ; ভাবিত কি করে
দুঃখিনী ভগিনী তার সুখ শান্তি পেয়ে
ভুলিবে নিজের দশা ; সদা তারি তরে
করিত উপায় কত। আজ সেই প্রাণ,
হায় রে তাহারি প্রতি এত সন্দিহান !

(১৩)

কিরূপে এমন প্রাণে ঢালিল গরল !
ধিক্ ধিক্ ! ভাষা তোর নাহি কি শকতি ?

দে না শব্দ ; হেন প্রাণে যারা হলাহল
ঢালিয়াছে, ঘৃণা-বৃষ্টি তাহাদের প্রতি
করি আমি। দে গো বাণি ! শত-বজ্র-বল ;
অগ্নিময় ভাষা প্রাণে জ্বেলে দে গো সতি !
পোড়াই সে বাক্যানলে নারকী অধমে,
এমন হৃদয়ে যে বা ভেঙ্গেছে মরমে।

(১৪)

যদিও অবলা তবু বেঁধেছে কোমর ;
ধৈর্য্য-বর্ম্মে দৃঢ় করি বেঁধেছে হৃদয় ;
ডুবিবে প্রতিজ্ঞা মনে, বিপদ-সাগর
দেখিয়া ডরে না তাই ; অন্ধকার-ময়
ভবিষ্যত ; এক পদ ফেলে ততঃপর
অন্য পদ কোথা ফেলে, তাহারি নিশ্চয়
কিছু নাই ; ভ্রাতৃ-সেবা লইয়াছে ব্রত,
বিনোদিনী আজ তাই ভাবিছে না তত।

(১৫)

সংগ্রাম-চত্বরে ঘোর কামানের মুখে
যে দাঁড়ায়, ধীর স্থির যে পারে শুনিতে
মৃত্যুর সে অট্টহাস, আলিঙ্গিতে সুখে
যে পারে সে রণে মৃত্যু, এই পৃথিবীতে
সেই পায় বীর-যশ ; কিন্তু আজ বুকে
যে বর্ম্ম বাঁধিয়া বালা চলেছে ডুবিতে
বিপদ-সাগরে, তার গুরুত্ব কে জানে ?
নারীর বীরত্ব-কথা কে কোথা বাখানে ?

(১৬)

রোগ-শোক-পাপ-দৈন্য, এ বিপত্তি ভারে
ভ:া-প্রায় নরকুল ; শক্তি পরাহত !
কিন্তু এ বিপত্তি-ভার কে বহে সংসারে ?
সে তো নারী। রব-হীন সে বীরত্ব কত,
যাহে বাঁধি প্রাণ নারী দিয়ে আপনারে
লঘু করে সেই ভার প্রেমেতে নিয়ত ?
ক্রোড়েতে মানব-জাতি, পৃষ্ঠে গুরুভার,
নির্ভরে সবল নারী চলে কি প্রকার !

(১৭)

নির্ভরে সবল আজি যায় বিনোদিনী ;
যা'হয় তা'হবে। আর বৃথা ভবিষ্যত
ভাবিছে না। "কি বিপত্তি" ভাবিছে কামিনী—
"আছে হেন, সবে না যা। মরণের মত
কিছু নাই, আসে মৃত্যু আসুক ডরিনি ;
মরিব দাদার পাশে। ভ্রাতৃ-সে· ব্রত
করেছি যখন সার কি কাজ ভাবিয়া,
সুখ দুঃখ দুই লব হৃদয় পাতিয়া।"

(১৮)

তাইত প্রসন্ন আজ সে মুখ-মণ্ডল ;
নয়নে স্পর্দ্ধার জ্যোতি ; আজ ওষ্ঠ-দ্বয়ে
দারুণ প্রতিজ্ঞা বসি ; সে দৃষ্টি উজ্জ্বল
আজ যেন হৃদয়ের সে বৈরাগ্য লয়ে
ছড়ায় সে ভাব বিশ্বে ; মুখ নিরমল

কেহ যদি স্থির-চিত্তে নিকটে দাঁড়ায়ে
পড়ে দেখে, বর্ণে বর্ণে বুঝিবে হৃদয়,
বিপদে জিনিতে নারী করেছে নিশ্চয়।

(১৯)

লাবণ্যের রাশি বালা কিন্তু কি পবিত্র
প্রাণ মন! সেই তার ভাব চিত্ত-হারী;
করেছে সংসারে বাস কিন্তু সে চরিত্র
ছোঁয় নাই মসী যেন। স্বভাব-কুমারী
স্বভাব-সুন্দর আছে। সে মুখের চিত্র
পায় যদি চিত্রকর যায় বলিহারি!
নয়ন সারল্য-প্রেম-সাধুতা-জড়িত;
পবিত্র প্রাণের আভা মুখেতে ফলিত।

(২০)

কত গ্রাম জনপদ নগর প্রান্তর
ছাড়াইয়া ভাই-বোনে কোথা চলি যায়!
অবশেষে উপনীত যথা গিরিবর
হিমাদ্রি লুকায়ে শির জলদ-মালায়,
রয়েছে গভীর ধ্যানে। সুশ্যাম সুন্দর
কান্তি তার দূর হতে মেঘরাশি-প্রায়;
চরণে অরণ্য-মালা চৌদিকে বিস্তৃত;
শান্তিময় নির্জ্জনতা চির-বিরাজিত।

(২১)

বিজন অরণ্যে এক ঝরে নির্ঝরিণী,
কুলু কুলু রবে ঘোরে পথ হারাইয়া;

সুরম্য সে গিরি-কুঞ্জে, দিবস যামিনী
প্রশান্ত প্রকৃতি সতী রেখেছে খুলিয়া
নিজের লাবণ্য-ভার। ভ্রাতা ও ভগিনী,
যুক্তি করি, তারি পাশে কুটীর বাঁধিয়া
বসিল সংসার পাতি অরণ্য-মাঝারে;
লুকাল হিমাদ্রি-কোলে ভুলিল সংসারে।

(২২)

সে ধামের সঙ্গী বৃক্ষ প্রকাণ্ড সুন্দর
সুগম্ভীর বনস্পতি, কত লতা তায়
আদরে জড়ায়ে আছে; ফুল মনোহর
ফুটে ফুটে মিলাইছে, তাহার ছায়ায়
বসি বন-শোভা দেখ, চাবে না অন্তর
উঠিবারে; মন প্রাণ ডুবিয়া শোভায়
ঘন-নির্জ্জনতা-মাঝে এমনি পশিবে।
অনন্তেতে অন্তরাত্মা ক্রমে মিশাইবে।

(২৩)

আর তথা সঙ্গী পাখী, যাহার সুস্বর
ঘুচায় সংসার-তাপ হৃদয়ে জাগায়;
নানা জাতি কত পাখী নির্ভয় অন্তরে
যথা ইচ্ছা বসিতেছে, যাহা ইচ্ছা গায়,
ক্ষুদ্র অঙ্গ যে বিহঙ্গ, যদি গান ধরে
বনে বনে প্রতি-ধ্বনি এমনি নাচায়,
কুঞ্জে কুঞ্জে বহে যেন সুধা-রাশি তার!
ক্ষণে ক্ষণে হয় প্রাণে অমৃত-সঞ্চার।

(২৪)

এ নির্জ্জন গিরি-কুঞ্জে জুড়াতে হৃদয়,
কতই সৌন্দর্য্য আছে ! হিমানী-মণ্ডিত
তুঙ্গ-শৃঙ্গ পঞ্চ-শৃঙ্গ, * বর্ণনা কি হয়
শোভা তার, প্রাতে যবে আলোক-রঞ্জিত,
করি তারে,নব রবি করে শোভাময় ?
রজত-মুকুট-প্রান্তে সুবর্ণ-নির্ম্মিত
কলকা দিয়েছে যেন ! সে গিরি সুন্দর
দেখিলে সৌন্দর্য্য-হ্রদে নিমগ্ন অন্তর !

(২৫)

দাঁড়াইয়া সানু-পৃষ্ঠে বন-রাজি প্রতি
চেয়ে দেখ, উপত্যকা সুদূর বিস্তৃত ?
তার মাঝে প্রবাহিণী নামে মন্দগতি,
ফিরে ঘুরে ; সেকি দৃশ্য ! যেন রে চিত্রিত
করেছে সুচিত্র-কর ! নব পল্লবিত
সুশ্যামল তরুদল, নয়ন প্রোথিত
হয়ে থাকে ; সে সৌন্দর্য্য-সুধারস-পানে,
চিত্তের উত্তাপ হরে স্নিগ্ধ করে প্রাণে ।

(২৬)

গভীর কাননে পশ, যাও হারাইয়া
পশি পশি ঘন-ঘনে, নির্জ্জন-নির্জ্জনে,
এমনি সে নির্জ্জনতা, আপনা হেরিয়া,

---

* হিমালয়ের যে তুহিনময় শিখরের নাম কাঞ্চনশৃঙ্গ, তিব্বতদেশীয় ভাষাতে তাহাকে কিন্‌চিন ঝিঙ্গা বলে ; তাহার অর্থ পঞ্চ-শৃঙ্গ পর্ব্বত ।

আপনি সন্ত্রাস লাগে হয় ক্ষণে ক্ষণে
সর্ব্ব-তনু কণ্টকিত ; উঠি শিহরিয়া
যেন পদ-শব্দ শুনি ; আরণ্য পবনে
কে কি বলে চুপে চুপে ! সে নিশ্বাস আসে ;
একাকী পাইয়া মনে যেন কেহ গ্রাসে !

(২৭)

বসিয়া উপলাসনে নির্ঝরিণী পাশে,
চেয়ে থাক জল-পানে, ঝর ঝর ঝর,
রাত্রি নাই দিন নাই, সে নির্জ্জন দেশে
জলধারা নামিতেছে নির্ম্মল সুন্দর ।
ফেণা ফোটে রেণু রেণু ; হরিয়া উল্লাসে
গিরীচারী সমীরণ সে জল-শীকর
সিঞ্চিতেছে লতাদেহ ; যেন সে সোহাগে
কুসুম-যৌবনা লতা হাসে অনুরাগে ।

(২৮)

যা দেখিবে তাহে শান্তি । কি নরেন্দ্রের,
প্রাণের বিষম কালি আছে মর্ম্মস্থানে ।
ভুলাতে বিনোদ যুক্তি করেছে তো ঢের,
ছায়া-সম সঙ্গে থাকে ; যখন যেখানে
যাহা করে, চক্ষু দুটি সদা সোদরের
পাশে রাখে ; রাত্রিকালে তারি সন্নিধানে
নিদ্রা যায় ; সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে
সদা ঘোরে পায় পায়, কভু নাহি ছাড়ে ।

(২৯)

নরেন্দ্র বিরস থাকে ; আহারে বিহারে
মতি নাই ; যথা তথা পড়ি পড়ি রহে।
বিনোদ কতই সাধে ; বহুক্ষণ পরে
উঠে যায় ; বিনোদের নেত্রে ধারা বহে :
মুছিয়া সে ধারা, দুঃখ ঢাকিয়া অন্তরে,
পদ-সেবা করে বসি ; কত কথা কহে :
শুনিতে শুনিতে কথা সে যবে ঘুমায়,
শ্রান্ত দেহ-যষ্টি বালা রাখয়ে শয্যায়।

(৩০)

দুজনে আহারে বসে, শূন্য শূন্য মনে
কিখেতে কি খায় যুবা : কতই কল্পনা
ভুলাতে ভগিনী করে ; শোনে না শ্রবণে।
হায় রে ! জানে না যুবা কি ঘোর যাতনা
পাইছে সে ; কিন্তু দেখি সে বিধু-বদনে
চির-প্রসন্নতা মাখা ! বারেক বলে না
একটী ক্লেশের কথা ; গভীরে পুতিয়া
নিজ দুঃখ, হাসি-মুখে রাখে ভুলাইয়া।

(৩১)

একটী বিষয় আছে, যাহার চিন্তনে
নরেন্দ্র বাঁচিয়া উঠে, যে কথা বলিতে
উৎসাহে প্রফুল্ল মুখ, পুন সে নয়নে
আসে দীপ্তি, যাহে মজি পারে সে ভুলিতে
ক্ষুধা তৃষ্ণা ; ভাই বোনে যে কথা কীর্ত্তনে

কাটায় অর্দ্ধেক রাতি। ঘৃণার তুলিতে
নর-জঘন্যতা চিত্র আঁকিয়া আঁকিয়া,
দুজনে আনন্দে ভাসে সে চিত্র দেখিয়া।

(৩২)

শুধু পাপ শুধু দুঃখ শুধু হাহাকার
নর-রাজ্যে; জোর যার, যে রাখে স্ববলে
অন্যে বশ, তারি জয়; পাপ অত্যাচার
নরের স্বভাব-ধর্ম্ম। দরিদ্রের গলে,
পা দিয়ে পিষিছে ধনী। শুষিছে প্রজার
ধন-প্রাণ রাজ-কুল। পাপ ধরাতলে
কে আছে নরের সম শঠ প্রবঞ্চক,
স্বার্থ-পর, দয়া-হীন, বিশ্বাস-ঘাতক।

(৩৩)

বিনোদিনী সুশিক্ষিতা। ভাই-বোনে মিলে
নর-ইতি-বৃত্ত পড়ে। পাপ-মাখা চিত্র
যত পায় খুঁজি দেখে। কোথাও দেখিলে
কোন সাধুতার কথা, ঘটায় বিচিত্র
অর্থ তাতে; শাদা নামে কালিমা পড়িলে
যেন সুখী! হায়! হায়! উদার, পবিত্র,
মানব কুলের রত্ন যত সাধু-জন,
সবারে করিয়া হীন আনন্দে মগন।

(৩৪)

হায় রে বিনোদ নয় এত তো কঠিন!
প্রেম-পূর্ণ প্রাণ তার! ভাল যে বাসিত

নর-কুলে ; ঘোর দুঃখে পড়ি কোন দিন
নিন্দেনি মানবে ; নিজে প্রেম বিলাইত,
করিত না পর-চর্চ্চা ; যাপিত সে দিন
পর-সেবা সুখে কত ; সুখে সে ভাসিত
অপরে দেখিলে সুখী ; হায় সেই প্রাণে
নর-দ্বেষ-বিষ হেন পশিল কেমনে !

(৩৫)

সে যে নারী ; প্রাণ তার রয়েছে জড়ায়ে
ভাতৃ-প্রাণে ; নরেন্দ্রে সে পূজে মনে মনে ;
পুরুষ-প্রধান ভাবে ; এমনি মিশায়ে
প্রেম তার আছে প্রাণে, ভ্রাতার বদনে
যাহা শোনে, চুপে চুপে পশিয়া হৃদয়ে
সে কথা বিশ্বাসে জিনে ; তাহারো চিন্তনে,
সেই চিন্তা মিশে যায় ; ভ্রাতা-ময় প্রাণ
তাইতো সে বিষ বালা করিয়াছে পান।

(৩৬)

মাপ কর, মাপ কর এই দুর্ব্বলতা !
সহস্র সবল হলে নারী প্রেমময়ী
বল-হীন সেই স্থলে প্রেম তারে যথা
করিয়াছে পরাধীন। ঘোর রণে জয়ী
যে রমণী, দেখ তার শূরতা বীরতা
প্রেমাগুণে গলে যায়, যথা অগ্নিময়ী
কোমল বর্ত্তিকা গলে। তাই বিনোদিনী
ভ্রাতৃ-প্রেমে ডুবে হায় নর-বিদ্বেষিণী।

(৩৭)

এরূপেতে দিন যায়, নরেন্দ্র ভুলিছে
পূর্ব্ব কথা; প্রসন্নতা আসিছে জীবনে;
প্রকৃতি চিন্তনে সুখী; ক্রমশ খুলিছে
হৃদয়-কবাট তার; বিনোদের সনে
হাসে খেলে প্রতিদিন; নিত্য না তুলিছে
নর-জঘন্যতা কথা; একাকী কাননে
যায় এবে; শয্যা-পাশে পাতিয়া শয়ন,
আর না বিনোদ করে নিশি জাগরণ।

(৩৮)

ক্রমে সে প্রাণের মেঘ প্রসাদ [illegible]নে
কেটে যায়; হাসে পুন ভ্রাতা ও ভগিনী;
নিজ হাতে বিনোদিনী সাজায় ভবনে;
যথা যেটী সাজে তথা তাহারে ক[illegible]মিনী
রাখিয়াছে। লতা পাতা কুসু[illegible] [illegible]কমনে
স্বর্গ হয় দেখায়েছে। দিবস [illegible]মনী
কোমল অঙ্গুলি তার এটী ওটী করে,
করিছে ভ্রাতার সেবা প্রসন্ন-অন্তরে।

(৩৯)

বিনোদিনী পশু-ভক্ত; যবে ছিল দেশে,
কুকুর, বিড়াল, পাখী, ছাগল, বানর,
কত কি যে পুষেছিল; মনের হরষে
প্রতি দিন খাওয়াইত; প্রফুল্ল অন্তর
হ'তো তার খেলা দে'খে। সবে ভাল বেসে

করেছিল এত বশ, শুনি তার স্বর,
সকলে আনন্দে যেন হইত পাগল,
ডাকে ছাগ, নাচে পাখী, বানর চঞ্চল।

(৪০)

বিনোদ শুইত রেতে, বিড়ালটী তার
বালিশে মাথাটী দিয়ে আরামে থাকিত ;
যেন দুটী সখী, যেন দোহাঁতে দোহাঁর
আলিঙ্গনে বাঁধা আছে। কুকুর রহিত
সেই ঘরে, মাঝে মাঝে এক এক বার
সাড়া শব্দ শুনে কিছু ডাকিয়া আসিত
ছাদে গিয়া ; যেন বলি আসে অন্ধকারে,—
'সাধের পুতুলি ঘুমে, উঠায়ো না তারে।'

(৪১)

সাধের পুতুলি বটে ! কি যে ভালবাসা
ছিল তার ! মুখপানে চেয়ে চেয়ে বসে
থাকিতে বাসিত ভাল ; যেনরে পিপাসা
মিটিত না ; চক্ষে চক্ষে হইলে হরষে,
যেত গলি ; মাঝে মাঝে করিয়ে তামাসা
বিনোদে মারিলে কেহ, গর্জ্জি তারে রোষে
অমনি তাড়িয়া যেত ; ঘুমালে জাগিয়া,
সে ধনে পাহারা দিত নিকটে থাকিয়া।

(৪২)

বিলাতি কুকুর সেটী, নাম প্রাণধন,
মামাবাড়ী গিয়ে তারে বিনোদ আনিল

অতি শিশু ; কোলে করি, করিয়ে যতন,
শৈশব হইতে তারে আপনি পালিল।
সব ছেড়ে বিনোদিনী আসিল যখন,
ছাড়িতে নারিল তারে, সঙ্গেতে লইল।
এ সুরমা গিরি-কুঞ্জে সঙ্গে সে এসেছে,
সাধের পুতুলি পাশে এখানে বসেছে।

(৪৩)

সে এক বড়ই সঙ্গী ! আসিয়া নির্জ্জনে
বেড়েছে আদর তার ; নিজে অন্ন পান
বিনোদ যোগান তারে ; থাকেন রন্ধনে
তার সঙ্গে হয় কথা ; হবে অনুমান
অন্য গৃহ হতে কেহ শুনিলে বচনে,
দুজন মানুষ বুঝি তথা বিদ্যমান !
প্রাণধন, মনচোরা, মাণিক, রতন,
কত কি সুমিষ্ট নামে হয় সম্ভাষণ।

(৪৪)

প্রাণধন গৃহ-কর্ম্ম কিছু কিছু করে ;
কলমটী লয় ব'হে দাদার নিকটে ;
পুঁটুলিটী রেখে আসে ভাঁড়ারের ঘরে ;
যত টুকু বুদ্ধি আছে তার সেই ঘটে,
বেচারা খরচ করে তুষিবার তরে ;
আসি সে বনের মাঝে পড়েছে সঙ্কটে,
দিন রাত্রি থাকে তাই বিনোদিনী পাশে ;
মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে গিরি দেখে আসে।

(৪৫)

বাবুজী লাঙ্গুল পাতি সুগম্ভীর-ভাবে
বসিয়া প্রকৃতি-শোভা করেন চিন্তন;
বিনোদ কৌতুক পায় দেখিয়া সে ভাবে;
'কি দেখিছ পোড়া-মুখ!' বলিয়া চুম্বন
করে ধ'রে; সে চুম্বনে সুখ-নীরে ডোবে;
কি করিয়ে সে আনন্দ প্রকাশে তখন
জানে না; শুইয়া পড়ে, ঘন লেজ নাড়ে,
লাফায়ে পাগল হয়ে কোলে আসি চড়ে।

(৪৬)

কোলে উঠি বিম্বাধর চাটিয়া জানায়
প্রেম তার; বিনোদিনী হৃদয়ে চাপিয়া
করেন সোহাগ কত; কোলেতে তাহায়
লইয়া দাদার পাশে, বলেন হাসিয়া,—
"দেখ দাদা! প্রাণধন আসিয়া হেথায়,
বুঝি কবি হয়ে পড়ে! নির্জ্জনে বসিয়া,
মাঝে মাঝে মগ্ন থাকে যেন কোন ধ্যানে;
প্রকৃতির শোভা যেন ডুবেছে পরাণে"!

(৪৭)

নরেন্দ্র পড়েন বসি, মাঝে মাঝে এসে
সেথা কত রঙ্গ করে; লাফায়ে চেয়ারে
উঠি বসে; গ্রন্থখানি খুলিয়া হরষে
নরেন্দ্র ধরেন মুখে; কভু বা তাহারে
তোলেন দেরাজ-মাথে, সেথা ব'সে ব'সে,

বড়ই বিভ্রাট গণে, নারে নামিবারে,
আঁচড় পাঁচড় করি শেষেতে ক্রন্দন,
বিনোদিনী ছুটে আসি করেন চুম্বন।

(৪৮)

ভাই বোনে কি কৌতুক লয়ে প্রাণধনে!
নরেন্দ্র তাড়িয়া গিয়া বিনোদেরে ধরে
প্রকাশি কপট ক্রোধ; বিনোদ বদনে
ঢাকিয়া কপটে কাঁদে; প্রাণধন মরে
মনস্তাপে, কি যে করে, বাঁচায় কেমনে!
নরেন্দ্রে রাগিয়া তাড়ে, প্রহারের ডরে
পারে না দংশিতে তাঁরে, হেথা হোথা ছোটে,
চীৎকারে ফাটায় ঘর, বুদ্ধি নাহি জোটে।

(৪৯)

প্রাণধন সঙ্গী আছে; আর বিনোদিনী,
হেথা আসি, শ্বেতবর্ণ নধর সুন্দর,
দুইটী মেষের শিশু পুষিছে কামিনী।
নিরীহ পবিত্র ভাব অতি মনোহর,
দেখিতে বাসেন ভাল; যবে একাকিনী
রন বসি পুষ্পোদ্যানে, ক্রোড়ের ভিতর
মস্তক রাখিয়া তাঁর একটী ঘুমায়;
অন্যটী লাফায়ে পিঠে উঠিবারে চায়!

(৫০)

দুটীর অপূর্ব্ব কান্তি! উজ্জ্বল নয়নে
সুন্দর নিরীহ-ভাব! কিঙ্কিণী-শোভিত

গলেতে ঘুঙ্গুর মালা ; যবে দুই জনে
খেলা করে, রুণু রুণু হয় নিনাদিত
মধুর কিঙ্কিণী রব। চরণে চরণে
বিনোদের সঙ্গে ফেরে। তরু-পত্রাবৃত
বিনোদ হারালে বনে, সে কিঙ্কিণী-ধ্বনি
শুনিয়া নরেন্দ্র জানে কোথায় ভগিনী।

(৫১)

তারা যদি বনে যায়, তবে প্রাণধন
রক্ষী হয়ে আগুলিয়া লইয়া বেড়ায়,
ভগিনী দুটীকে ভাই রক্ষয়ে যেমন ;
যদি তারা দূরে যায়, ডাকিয়া তাড়ায়
মুখে গিয়া ; যবে লম্ফ দেয় দুই জন,
লম্ফ ঝম্প সেও করে, যেনবা শিখায়
বিচিত্র লম্ফন-বিদ্যা ! তাহারে উভয়ে ;
প্রাণধন বড় সুখী সে দুজনে লয়ে।

(৫২)

বাহু পাশে বাঁধি দোহে, বিনোদ যতনে
ধরেন দুধের বাটী, সন্তানে জননী,
যেরূপ পিয়ায় দুধ ; তারাও দুজনে,
মাতৃ-সম হেরে তাঁরে ; পোহালে রজনী,
ভাই বোনে বেড়াইতে যান যবে বনে,
যেতে চায় ; কভু যদি বহু কষ্টে ধনি
রেখে যায় বুঝাইয়ে, পিছু প'ড়ে থাকে,
যত দূর যায় বালা মা মা করে ডাকে।

(৫৩)

আর এক সঙ্গী আছে এ গিরি কান্তারে ;
সেটী ভৃত্য পাহাড়িয়া নাম শ্রীদয়াল ।
দুই ক্রোশ দূরে এক নির্ঝরের পারে
ঘর তার ; সুস্থদেহ ; উন্নত, বিশাল,
বক্ষ তার ; বাহু যুগ মাংসল ; তাহারে
দেখিলে আনন্দ হয় ; কপটতা-জাল,
নগর-কলঙ্ক যাহা, এরা নাহি জানে ;
বিশ্বাস-সাহস, সত্যে প্রাণাধিক মানে ।

(৫৪)

শ্রীদয়াল সত্য-প্রিয়, সরল, সাহসী,
বিনোদ গভীর শ্রদ্ধা করে সে কারণে।
বিনোদে সে দিদী বলে ; সদা কাছে বসি
শুনে সে অমৃত-বাণী , বিনয়ে বদনে
নাহি কথা, কিন্তু ব্যস্ত থাকে দিবানিশি
অপূর্ব্ব প্রেমের ধার শুধিবে কেমনে !
বেতনের ভৃত্য বটে গুণে ভুলিয়াছে,
প্রেমেতে হয়েছে কেনা আপনা দিয়াছে ।

(৫৫)

বিনোদিনী নিজ ঘরে থাকে ঘুমাইয়া,
শ্রীদয়াল কোন কাজে যদি ঘরে আসে,
কত যে সে মুখখানি দেখে দাঁড়াইয়া ।
হাসি হাসি মুখ-শশী দেখে আর ভাসে
অপার আনন্দ-নীরে ; উঠে উথলিয়া

হৃদয়ের ভাব তার ; জানুপাতি শেষে
চরণে চুম্বন করি যায় নিজ কাজে ;
জাগে যদি বালা তবে মরে বুঝি লাজে।

দ্বিতীয় দল।

নব-জীবন।

(১)

এরূপেতে দিন যায় লয়ে সে সংসার,
বিনোদিনী দিন দিন উঠিছে ফুটিয়া।
প্রেম দিয়ে প্রেম পেয়ে প্রাণ-পদ্ম তার
দলে দলে ফুটিতেছে ; সৌরভ ছুটিয়া
ধায় যেন ! বন-মাঝে নরের সঞ্চার
নাহি যথা, বন-ফুল তথা লুকাইয়া
থাকে যথা, সেইরূপ এ গিরি-প্রান্তরে
আকুল সুবাসে যেন করিতেছে ঘরে।

(২)

প্রাণ-ভরা প্রেম তার, মুখ-ভরা হাসি !
নির্জ্জন কুটীর আলো করিছে সুন্দরী।
ছায়া-সম ভ্রাতৃপাশে আছে দিবানিশি,
উঠিতে বসিতে তার সদা সহচরী।
দিন দিন দুটী প্রাণ যায় যেন মিশি ;
একেলা নড়িতে নারে অন্যে পরিহরি।
এক বৃন্তে দুটী ফুল, দুইটী হৃদয়
চুপে চুপে এক অন্যে হইতেছে লয়।

(৩)

প্রভাত হইলে নিশি ভাই বোনে মিলে
গভীর অরণ্য-মাঝে ভ্রমিবারে যায় ;
অঞ্চল ভরিয়া আনে বন-ফুল তুলে ;
বিনোদিনী ফুলরাশি যতনে সাজায় ;
কভুবা দুজনে বসি নির্জ্জন উপলে
প্রকৃতির শোভা হেরি নয়ন জুড়ায়।
ভাই বোনে কত কথা খুলিয়া পরাণে.
তরুরা সে ভাষা যেন কাণ পাতি শুনে।

(৪)

আসিয়া রন্ধনশালে যায় বিনোদিনী,
মিশিতেছে দুটী প্রাণ এমনি বন্ধনে,
দুই ঘণ্টা পাকশালে থাকিবে ভগিনী,
সহে না ভেয়ের প্রাণে, গিয়া সে ভবনে
নরেন্দ্র আসন পাতি, কতই কাহিনী
বলে তারে, কত তর্ক হয় দুইজ ,
কভুবা সুগ্রন্থ কিছু পড়িয়া শুনায়,
নিমেষে রন্ধন শেষ কথায় কথায়।

(৫)

দুজনে আহারে বসে, আহা সে সময়ে
যে সুন্দর দৃশ্য হয় কে করে বর্ণনা।
ভাই বোনে পরস্পর খাদ্য দ্রব্য লয়ে
সাধা সাধি পীড়া পীড়ি। এরূপে দুজনা
পরস্পর সেবা করে, যেন রক্ষী হয়ে।

নরেন্দ্র ভুলিছে ক্রমে প্রাণের যাতনা।
ফুটে যথা ফুলরাশি নিশার শিশিরে,
ফুটিছে হৃদয় তার সেই প্রেম-নীরে।

(৬)

প্রেমের বাতাসে থাকি প্রেমের বিকাশ।
নিশার আঁধার দেখি, যে তরু ঝাঁপিয়া
পত্রের কবাট ছিল, উষার প্রকাশ
না হতে উদয়াচলে দিক উজ্জলিয়া,
সেবি মাত্র সুপ্তোত্থিত ধরার নিঃশ্বাস,
যেমন সে খোলে দ্বার, সেরূপ সেবিয়া
সে পবিত্র সমীরণ হৃদয় খুলিছে ;
দারুণ মর্ম্মের ব্যথা ক্রমে পাশরিছে।

(৭)

সাধুতা এমনি বটে ! চুপে প্রাণে পশি
ফিরায় দুরন্ত মনে। বহু উপদেশে
খোলেনি যে জ্ঞান-চক্ষু, সাধু সঙ্গে বসি
দেখেছি খুলেছে তাহা। প্রেমের বাতাসে
কি যে আছে ! যার গুণে উদ্ধতা বিনাশি,
স্নিগ্ধ করি মন-প্রাণে, লয় অবশেষে
সেই পথে ; মন্ত্র-মুগ্ধ করি লয় প্রাণে ;
যেমন চুম্বকে লৌহ চুপে চুপে টানে।

(৮)

স্বভাবে প্রেমিক যুবা, সে প্রেম তাহার
মর্ম্মাঘাতে প্রাণ—মাঝে ছিল লুকাইয়া ;

যেরূপ লুকায় কূর্ম্ম দেহ আপনার,
দুরন্ত মানব তারে যবে প্রহারিয়া
দেয় ব্যথা ; পেয়ে প্রেম সে প্রেম আবার
বাহিরিছে ; জানে না সে কিরূপে বাঁচিয়া
উঠিছে সদ্ভাব-রাশি ; এই মাত্র জানে,
দেখে বিনোদের মুখ বড় সুখী প্রাণে।

(৯)

আগেতো বাসিত ভাল, কিন্তু বিনোদিনী
নব-ভাবে হৃদয়েতে মিশিছে তাহার।
তারো যেন নবজন্ম ! কখনো কামিনী
এরূপ বাসেনি ভাল ; কেহ এ প্রকার
পরাণে মিশেনি তার ; আর একাকিনী
থাকিয়া না হয় সুখী ; নিকটে দাদার
যত থাকে, প্রাণ-ফুল যেন ফুটি উঠে ;
যুগ যুগ রাখে যদি ধৈর্য্য নাহি টুটে।

(১০)

পরাণ খুলিয়া কথা, কিছু ঢাকা নাই ;
ভাবে ভাবে দুই জনে অপূর্ব্ব মিলন।
প্রেমের প্রভাবে আজ দেখিবারে পাই
সজাগ দোঁহার প্রাণ ; উৎসাহিত মন
সৎপ্রসঙ্গে, সদালাপে ; আনায়াছে তাই
রাশি রাশি ভাল-গ্রন্থ ; পাঠেতে মগন
থাকে দোঁহে এক সনে ; জ্ঞানের পিপাসা
দিন দিন বাড়ে প্রাণে, পলায় নিরাশা।

(১১)

প্রেম দিল নব চক্ষু ; সেই সে ভূধর,
সেই সে সুরম্য বন, সেই পাখিকুল,
নব বেশ পরি যেন দ্বিগুণ সুন্দর !
যাহা দেখে তাহে সুখ ! পরাণ আকুল
শুনিয়া বিহঙ্গ-ধ্বনি ; সামান্য প্রস্তর
কথা কয়, নির্ঝরিণী করে কুল কুল,
আনন্দে অধীর প্রাণ মিশিয়া তাহায়,
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গে যেন লাফাইয়া যায়।

(১২)

তারা যদি পথে হাঁটে তৃণ কথা কয় ;
তরু করে সম্ভাষণ ; পুষ্প প্রাণ কাড়ে ;
অরণ্য-বিহারী বায়ু মধুরতা বয় ;
যথা যায় যাহা দেখে প্রেমানন্দ বাড়ে ;
আনন্দ ধরে না প্রাণে ; যেন সুধাময়
দশদিক্ ; সুধা ক্ষরে কাননে পাহাড়ে ;
জড় সচেতন যেন হয় পদার্পণে ;
বিমল আনন্দে সদা ভাসে দুইজনে।

(১৩)

নরেন্দ্র বনের মাঝে ভগিনীরে লয়ে,
উপলে বসায়ে, ফুল যতনে তুলিয়া,
বলে,—"বোন বস দেখি, বন-দেবী হয়ে,
নানা ফুলে মনসাধে দিব সাজাইয়া ;"
সাজায় আপন মনে, দেখে মুগ্ধ হয়ে

কভু পাশে, কভু দেখে দূরে দাঁড়াইয়া,
সেই শোভা , একে দেহ লাবণ্যে গঠিত
তাহে বন-ফুলরাশি কিবা সুশোভিত !

(১৪)

প্রেম রে ! পরশমণি যদি কিছু থাকে,
তুই তাহা ! যে পরাণ জ্বলিয়া গরলে
গিয়েছিল, চির-দুঃখী ভাবি আপনাকে,
যে মন ডুবিতেছিল নিরাশে অতলে,
কি জানি কি যাদুমন্ত্রে বাঁচাইলি তাকে !
আনিলি জীবন-নদী যেন মরু-স্থলে ।
ধন্য গুরু ! তব দীক্ষা পেয়েছে যে জন,
জীবন-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ সে দেখে ভুবন ।

(১৫)

প্রেমেতে করিল কবি ভাবুক উভয়ে ;
যে যাহা রচনা করে অপরে শুনায় ।
বিনোদিনী পড়ে যবে, পশ্চাতে দাঁড়ায়ে
নরেন্দ্র কুন্তল তার লইয়া খেলায়।
কভু বা চিবুক তুলি. চাপিয়া হৃদয়ে,
আদরে কপোলে মারে ; বলে—"লো কোথায়,
পাইলি এহেন ভাব !" এইরূপে দিন
কেটে যায়, নিত্য সুখ উথলে নবীন ।

(১৬)

দুজনে বাঁচিল বটে প্রেমের পরশে,
নরকুলে কিন্তু প্রেম না হয় উদয় ।

গত জীবনের কথা যদি কভু আসে,
দারুণ ঘৃণাতে প্রাণ হলাহল-ময়।
কীট-সম হেরে নরে; মনের হরষে
নরের দুর্গতি কথা দুইজনে কয়।
নরকুলে দুটী রত্ন সেই দুইজন;
মলিন পঙ্কেতে জন্ম পদ্মের যেমন।

(১৭)

নরের দারিদ্র্য-দুঃখ, পাপের যাতনা,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ইন্দ্রিয়-বিকার,
স্মরিয়া তাদের প্রাণে না লাগে বেদনা;
নরের লাঞ্ছনা ভাবি আনন্দ অপার।
পাপিষ্ঠ মানব-কুলে শুধু প্রবঞ্চনা।
স্বার্থপর, ক্ষুদ্রাশয়, নীচ, দুরাচার,
মানব-সংসারে সবে; যদি সিন্ধু জলে,
ডুবায় মানব-কুলে, ডুবুক অতলে।

(১৮)

এক রোগ নর-দ্বেষ, অন্য অহঙ্কার,
দুই রোগে রোগী দোঁহে। উভয় উভয়ে
নিরখি মোহিত যেন। সমান দোঁহার
ধরা-ধামে নাহি দেখে। পাপ লোকালয়ে
কে আছে এহেন সুখী হেন সদাচার!
বিজনে একাকী ভাবে পুলকিত হয়ে।
আপনা নেহারি মুগ্ধ; আপনা বাখানে;
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি এ উহারে জানে।

(১৯)

এক দিন খাট পাতি গৃহের প্রাঙ্গণে
নরেন্দ্র চিন্তায় মগ্ন। বসি বিনোদিনী
নিজ কোলে পা-ছুখানি লইয়া যতনে
বুলাইছে পদ্ম-হস্ত। তামসী যামিনী ;
অগণ্য তারকা-ফুল ফুটেছে গগণে !
সে নির্জ্জন গিরি-পৃষ্ঠে সেই নিশিথিনী
সহজে ডুবায় চিত্ত গভীর ধেয়ানে,
অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য-রস উথলিছে প্রাণে।

(২০)

অন্য দিন ভাই বোনে নানা কথা চলে,
কিন্তু আজ নরেন্দ্রের ভাবাসক্ত মন।
রাখি দৃষ্টি তারাময় সেই নভস্তলে
কি জানি কি সূত্র ধরি চিন্তায় মগন।
এমন কি ভগিনী যে বসি পদতলে
চরণে বুলায় হাত, না হয় স্মর ;
বিনোদিনী সে চিন্তার ব্যাঘাত না করে,
না কহে একটী কথা চুপ নাহি সরে।

(২১)

আজি নরেন্দ্রের মন চলেছে কোথায় !
অসীম অনন্ত রাজ্যে একাকী পশিছে !
জীব-পূর্ণ ধরা-ধাম স্মৃতিতে মিলায় !
কি এক নূতন তত্ত্ব প্রাণে প্রকাশিছে !
জড় চেতনের পারে, নাহিক যথায়

দেশ কাল ব্যবচ্ছেদ, ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে
যে সত্তার পারাবারে বুদ্বুদ মতন,
সে নীরব সত্তা-নীরে ডুবিতেছে মন।

(২২)

বিনোদিনী দেখে দেহ হয় কণ্টকিত,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে তনু, উঠে শিহরিয়া,
দেখে ঘন বহে শ্বাস, যেন আকুলিত
অপরূপ দৃশ্য হেরে! ভাবে সম্বোধিয়া
ভাঙ্গিবে সে ধ্যান তার, হয় সঙ্কুচিত
ভ্রাতার সে সুগম্ভীর ভাব নিরখিয়া।
গভীর অস্ফুট সেই কি এক বিকার,
তারো প্রাণে কি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার।

(২৩)

পাক-পাত্রে পাক-দ্রব্য তলায় যেমন,
জল স্থল সে আঁধারে তলাইয়া যায়!
গায়ে ঠেকে অন্ধকার! যেন কোন জন
দাঁড়ায়ে রহেছে পাশে! যেন তার গায়
লাগিছে নিঃশ্বাস বায়ু! না দেখে নয়ন
প্রকৃতির শোভা আর, ডুবেছে নিশায়!
আঁধারে আবরি দেহ শুধু গিরিবর,
সুগম্ভীর আবির্ভাবে পুরিছে অন্তর।

(২৪)

এ ভাবে যুবতী বসে, একি হেন কালে!
ডুকরে আচ্ছাদি মুখ কাঁদিল ফুলিয়া।

আস্তে ব্যস্তে বিনোদিনী উঠি, নিজকোলে
লয়ে মাথা, প্রেম ভরে ধরে আলিঙ্গিয়া।
বলে—"দাদা কাঁদ কেন ?" ভেয়ের কপোলে
দুটী অশ্রু পড়ে তার ; আকুল হইয়া
"দাদা ! দাদা ! দাদা"—ডাকে, ডাক্ সে শুনে
ফুলে ফুলে কাঁদে শুধু প্রবোধ মানে না।

(২৫)

বহুক্ষণ পরে হাত খুলিয়া বলিল ;—
"বিনোদ ! প্রাণের বোন ! পুছনা আমারে
আজ কিছু ; কালি শুন।" বলিয়া চলিল
উঠিয়া শয়ন-ঘরে। সুন্দরী তাহারে
ধরিয়া লইয়া যায়, কিছু না বলিল
শোয়াইল শয্যা ঝাড়ি ; চায় বসিবারে
পদতলে, ভাই বলে,—"প্রিয় বিনোদিনি !
রাত হলো শোও গিয়ে প্রাণের ভগিনি !

(২৬)

"বিনোদ ! ভেব না বোন, কি আছে আমার
তোমারে যা বলিব না ? আজ কিন্তু নয়।
ভেব না প্রাণের বোন ! তোমার দাদার
এতদিন পরে বুঝি সৌভাগ্য উদয় !
আজি সে পরম নিধি, সন্ধানে যাহার
বহুদিন কাটায়েছি—পেয়েছি নিশ্চয় !"
এত বলি ভাবাবেশে টানি নিজ কোলে
হৃদয়ে সবলে চাপি চুম্বে দু-কপোলে।

(২৭)

মুখ তুলি নেত্রজল দিল মুছাইয়া।
হায় রে! এতই প্রেম আজি কেন প্রাণে!
আজ বিনোদের মুখ হৃদয়ে ধরিয়া,
বাঁধি আলিঙ্গন পাশে কার গুণগানে
মত্ত যুবা? প্রেমসিন্ধু আজ উথলিয়া
ভাসাইছে ভগিনীরে। সে বিধু-বদনে
আনন্দে বিভোর হ'য়ে কেন মত্ত-প্রায়
ঘন ঘন চুম্বে আজ? চুম্বিয়া কাঁদায়।

(২৮)

"স্বর্গের দুহিতা! তুমি তারিতে আমারে
এনেছ কি?" বলে কাঁদে আবার ফুলিয়া।
কাঁদে ভাই, কাঁদে বোন, আজ সে সংসারে
কি এক তরঙ্গ নব যায় রে বহিয়া!
"না না আজ আর নয়"! ছাড়িল তাহারে
"যাও বোন! রাত্রি হ'লো কিছুই ঢাকিয়া
রাখিব'না, তুমি মোর জীবন-দায়িনী!
তোমাকে লুকাতে কিছু পারি কি ভগিনি!"

(২৯)

বিনোদিনী মৃদু-গতি শয়নের ঘরে
গিয়ে দ্বার দিল। যুবা শুইয়া শয়নে,
প'ড়ে প'ড়ে কত কাঁদে কে আর নিবারে?
কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রা আসিল নয়নে;
স্বপনে দেখিল যেন তাহার শিয়রে

স্নেহময়ী মাতা তার সহাস্য-বদনে
স্নেহে হাত দিয়ে শিরে বলেন,—"যে ধন
পেয়েছ কুড়ায়ে রেখ করিয়ে যতন।"

(৩০)

নিদ্রা-ভঙ্গে দেখে দিক হয় সুপ্রকাশ ;
হেন ভাবে চক্ষু যুবা খোলেনি কখন।
আজি কি অপূর্ব্ব শোভা ! মৃদুল বাতাস
ঝলকে ঝলকে করে অমৃত সিঞ্চন,
যারে দেখে সে নূতন ; পরি নব-বাস
প্রকৃতি আজিকে প্রাণ করিছে হরণ।
প্রভাত দেখেছে ঢের হেনতো দেখেনি,
এ হেন অমৃত কেউ প্রাণেতো মাখেনি।

(৩১)

হেন কালে বিনোদিনী খুলিছে দুয়ার।
কি যে সে দেখিল আজ নরেন্দ্রের মুখে !
কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি, বর্ণনা যাহার
হয় না, পড়েছে তথা ; জানি না কি সুখে
ভাসিছে হৃদয় তার ! শোভা এ প্রকার
দেখেনি বিনোদ কভু মানবের মুখে।
দরশনে সসম্ভ্রমে সমুন্নত প্রাণ,
আজি সে দাদাকে দেখে দেবের সমান।

(৩২)

দাদাগো ! কেমন আছ ? ভেবেছিল ক'বে
সে মুখ দেখিয়া ভাষা মুখেতে রহিল ;

আসিয়া দাদার পাশে দাঁড়াল নীরবে।
"বিনোদ প্রাণের বোন"—বলিয়া ধরিল
হাতে তার—"চল আজ যদি লো শুনিবে
কে কাঁদাল অভাগারে ; কে যে ভাসাইল
সুধা-সিন্ধুনীরে মন ; নির্ঝরের পারে
বসে সুহাসিনি ! সব বলিব তোমারে।"

(৩৩)

ভাই বোনে সে বিপিনে পুনরায় পশে,
যায় যথা কুলু কুলু বহে নির্ঝরিণী ;
বিনোদে বসায়ে পাশে, মনের হরষে
আলিঙ্গিয়া কণ্ঠ তার, আরম্ভে কাহিনী।
ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে আজ সে আনন্দ রসে !
আজি সে অপূর্ব্ব কথা গাইছে তটিনী !
নব রবিকর তাই পশে কুঞ্জবনে
আনন্দে বিহ্বল বিশ্ব সে কথা শ্রবণে।

(৩৪)

"শুন বোন ! কাল আমি যবে খাটে শুয়ে
দেখিতেছিলাম তারা, ক্রমেতে পশিল
মন যেন তারা-কুঞ্জে, মগ্ন হ'য়ে হ'য়ে
তলাইয়া অবশেষে অনন্তে ডুবিল।
ভুলিলাম এই বিশ্ব, এ দেহ আলয়ে
ভুলিলাম ; এই প্রশ্ন প্রাণেতে জাগিল
চঞ্চল, ঘটনা-পূর্ণ এবিশ্ব-মাঝারে
আছে কি সান্তের ভূমি পারি ধরিবারে ?

(৩৫)

ছাড়িয়া তারকারাজি, কাল-সূত্র ধরি
সৃষ্টির প্রারম্ভে গেনু; যবে তারা-দল
নাহি ছিল, মহাকাশ যবে পূর্ণ করি
অগ্নিময় বাষ্পরাশি, খেলিত কেবল!
ভাবিলাম সে কি শক্তি, লক্ষ যুগ ধরি
ফুটায়ে তুলিল যাহা বিচিত্র কৌশল?
দেশে কালে সেই শক্তি দেখিনু ব্যাপিয়া,
জড়ের বিচিত্র শোভা তুলিছে গড়িয়া।

(৩৬)

জড় চেতনের পারে, ডুবিতে ডুবিতে,
কি যেন ঠেকিল প্রাণে! ডুবুরি যেমন,
অগাধ সলিল ভেদি নামিতে নামিতে
পায় ভূমি; আমি তথা হইয়া মগন
দেখিনু অতল তলে যেন আচম্বিতে
সত্য-ভূমি। সেই শক্তি কূটস্থ চেতন,
এ বিশ্ব যাহারি লীলা, অদ্ভুত-প্রকাশ,
নিমেষে ভগিনি তার! দেখিনু আভাস।

(৩৭)

যতই ডুবিল মন এ তত্ত্ব-সাগরে,
ভুলিলাম দেশ কাল; যেন প্রাণাকাশে
মিশাইল প্রাণ মোর! বাহিরে অন্তরে
যেই সত্তা বিরাজিত, উজ্জ্বল বিশ্বাসে
ধরিনু সে সত্তা বোধ। তনু থর থরে

কেঁপে গেল; মন প্রাণ পূরিল উল্লাসে;
উথলিল সান্দ্রানন্দ হৃদয় গভীরে;
ডুবিল পরাণ সেই পুণ্য-শান্তি-নীরে।

(৩৮)

দেখিনু যে মহা-শক্তি জগত মাঝারে
ভাঙ্গিছে গড়িছে সদা; নিজে এক হয়ে
বিবিধ শক্তির খেলা বিবিধ প্রকারে
দেখাইছে; যুগে যুগে অদ্ভুত উপায়ে
শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, পুণ্য বিতরে সংসারে;
দেখিনু সে শক্তি বোন! মানব-হৃদয়ে
লুকায়ে করিছে কাজ, না জানি সন্ধান,
সেই শক্তি নর-রাজ্যে বিতরে কল্যাণ।

(৩৯)

ভেবে দেখি এই আত্মা নিয়ত শায়িত
তাঁরি ক্রোড়ে! অভেদ্য সে যোগ দৃঢ়তম!
এ জীবন, আদি অন্ত যার লুক্কায়িত
এ ক্ষুদ্র নয়ন হতে, এ নির্ঝরিণী সম,
জনমিল এই উৎসে; হইছে ধাবিত
ইহাঁরি সঙ্গম আশে! একি নিরুপম
লীলা বোন! প্রাণে তিনি, অথচ না জেনে,
চলেছি তাঁহারি দিকে যেন কোন টানে।

(৪০)

তিনিই সংসার-সেতু, এই সত্য কথা;
দেখ বোন! নর-হৃদে ভাব যে সকল

গূঢ় থাকি, চালাইছে মানবে সর্ব্বথা,
ঊর্ণনাভি নিজ হতে তন্তু অবিরল
সৃজে যথা, সেইরূপ প্রণয়, মিত্রতা,
বাণিজ্য, বিগ্রহ, সন্ধি, বিজ্ঞান-কৌশল,
সকলি সৃজিছে নর যে ভাব প্রভাবে,
রোপিলা সে বীজ প্রভু নরের স্বভাবে।

(৪১)

তাতেই সমাজ-সৃষ্টি, সমাজের স্থিতি;
ভেবে দেখি প্রেম তাঁর এত হীন নরে,
দিয়ে মাত্র অগ্নি বায়ু জল আর ক্ষিতি
নহিলা সন্তুষ্ট বিভু; জুড়াতে অন্তরে.
মানব-পরাণ-মাঝে সুকোমল প্রীতি
রাখিলেন কৃপা ক'রে; আপনা পাশরে
যার গুণে ডোবে নর অপরের সুখে,
যার গুণে পরদুঃখে ধারা বহে মুখে।

(৪২)

শুনেছি নক্ষত্র মালা পরস্পরে টানে,
সূত্রে সূত্রে বাঁধা হয়ে গগণে খেলায়।
ডুবে দেখ, নর-রাজ্যে কিসে প্রাণে প্রাণে
বাঁধিয়াছে? এক অন্যে মিশিবারে চায়
কার গুণে? কি সে রজ্জু, যাহারা বন্ধনে
সকলে এখনি বাঁধা, সতত পোড়ায়
বিদ্বেষ-বিরোধ-পাপে মানব-সংসারে,
প'ড়ে থাকে, কাঁদে কাটে, নারে ছাড়িবারে।

(৪৩)

দেখিলাম মূঢ় আমি। এই ধনে ভুলে
মোহে পড়ে কি করেছি! রেখেছিনু আশা
ছার ধনে, গিরি-শৃঙ্গে ওই মেঘ চলে
ও হতে চঞ্চল যাহা! আমি ভালবাসা
মোহের কুহকে পড়ে কার পদতলে
দিয়েছিনু! তাই শান্তি তাইতো নিরাশা!
শক্রতো সে নারী নয় প্রাণের ভগিনি!
চিনায়ে পরম ধনে দিল যে কামিনী।

(৪৪)

"ছেড়ে গেছে, সেই শান্তি বিধি দিল মোরে
ফিরাইতে মোহ হতে; আমি দুরাচার,
তাতেও চেতনা নাই, তাই বুঝি তোরে
বিনোদ!—বিনোদ" !—হায় পারিল না আর
ভাঙ্গিতে মনের কথা কাঁদছে অধীরে!
"দাদা!—দাদা!"—ডাক ছেড়ে করি হাহাকার
বলে;—"ওরে নরাধম! কেন চিনিলি না;
আগে এ প্রেমের লীলা কেন দেখিলি না।"

(৪৫)

"তাই বুঝি তোরে বোন! প্রতিনিধি করে
দিলা সঙ্গে, নরাধমে স্বর্গের মাধুরী
দেখাইতে, জুড়াইতে এ তপ্ত অন্তরে?
চাহিনি লইতে সঙ্গে তোরে ঘৃণা করি;
হায়, হায়! যেই যায় দূরে পরিহরে,

তাতেই ডুবিতে চাও আপনা পাসরি !
এ কার প্রেমের লীলা ? একি তোর কাজ ?
দেখ্‌লো পরাণে তোর সেই ধর্ম্মরাজ !

(৪৬)

বলিতে উথলে প্রেম ; প্রাণে তারে চাপে,
প্রেমানন্দে ঘন ঘন চুম্বে ছুকপোলে ;
কাঁদিয়া আকুল বালা থর থর কাঁপে ;
একি দীক্ষা আজ তার হয় বন স্থলে !
আধ প্রস্ফুটিত ফুলে, লতার মণ্ডপে,
রবিকর চুম্বে যবে, ফুটে দলে দলে ;
সেরূপ এ প্রেম মন্ত্রে হৃদয় তাহার
খুলে গেল। এ কি উৎস খুলিল দুয়ার !

(৪৭)

কে যেন পরশে প্রাণে, ধরিতে না পারে,
অঙ্গ-যষ্টি তাই কাঁপে ; সহসা খুলিয়া
যেন কোন আবরণ, প্রেমের পাথারে
কে যেন ডুবাল মনে। সে প্রেম স্মৃতি ;
পরাণ আকুল করে, ভাসে নেত্র ধারে।
ভাই বোনে কাঁদে আজ সে প্রেমে গলিয়া।
কবি বলে ওহে প্রভু ! ওহে প্রাণারাম !
হেন দীক্ষা দেও মোরে এই মনস্কাম।

(৪৮)

পরাণে কি ভাব আজ বহে বহে আসে !
উঠি উঠি প্রাণ যেন উঠিতে চাহে না।

ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি সেই সহবাসে!
অন্যদিন একস্থানে যে চিত্ত রহে না
আজ সে থাকিতে চায় সেই জল-পাশে!
নির্ঝরিণী যাহা বলে, আজ তা কহে না;
ধীরি ধীরি যায় আর হেসে হেসে বলে,
জীবনের উৎস আছে লুকান অচলে।

(৪৯)

ভগিনীরে ছেড়ে দিয়ে নরেন্দ্র গিয়েছে;
ভাবিতে ভাবিতে একা পশেছে নিবিড়ে।
সুন্দরী জানে না তাহা, নিজে হারায়েছে,
একাকিনী প্রকৃতির সেই ক্রোড়-নীড়ে
বসিয়া ধেয়ানে আছে। উড়িছে ডাকিছে,
পাখী কত! কত ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে!
নির্জনতা ভঙ্গে মন গভীরে ডুবিয়া,
যেন সে পরম রত্ন বেড়ায় খুঁজিয়া।

(৫০)

বসিয়াছে বিনোদিনী যুড়ি দুই কর,
মুদিয়া বিশাল নেত্র; দুটী অশ্রুধার
ধীরে ধীরে গড়াইছে; শ্রীমুখ সুন্দর,
কি দেখায় কে বর্ণিবে! লাবণ্যের ভার
প্রেমালোক পড়ি আজ কিবা মনোহর!
দরশনে ভক্তি-রস মানসে সঞ্চার!
কুঞ্চিত কুন্তল-জাল পবন দোলায়,
মুখচন্দ্র, যেন চন্দ্র জলদ-মালায়।

(৫১)

আছে ধ্যানে হেন কালে নরেন্দ্র ডাকিল,
"বিনোদ ঘরেতে চল,"—চলিল নামিয়া
সুন্দরী উপল হতে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছিল
কত কথা, কত হাসি, আজিকে উঠিয়া
ধীরে চলে, ক্রমে আসি দুজনে মিলিল;
পায় পায় ঘরে যায় সে ভাবে ডুবিয়া;
আজ আর বন-ফুল না করে চয়ন,
তালি দিয়ে প্রতিধ্বনি করে না শ্রবণ।

(৫২)

আত্মস্থ উভয়ে আছে; যে ভাব পেয়েছে,
মনে মনে তাই ভাবে; কোথা দিয়া যায়
যেন তাহা নাহি জানে; যে সুধা পিয়েছে
তাহাতে বিভোর, কথা মুখেতে মিলায়।
ফুল তোলে নাই বটে, যে ধন লয়েছে
প্রাণে পুরে, তাহে মগ্ন; রাখিবে কোথায়
সেই ধন! ধীরে ধীরে কুটীরে পৌঁছিল;
নূতন দুয়ার আজ জীবনে খুলিল।

(৫৩)

দরিদ্রে মাণিক পেলে, ভিক্ষুকে রাজত্ব,
মৎস্যেতে পাইলে জল, বিহঙ্গে আকাশ,
সেরূপ দুজনে পেয়ে সে পরম তত্ত্ব
কি যেন পেয়েছে ধন, মিটিয়াছে আশ;
বুঝেছে কিরূপে হয় নরের নরত্ব;

পরাণে পেয়েছে তারা স্বর্গের বাতাস !
কি জানি কোথায় হতে আসিছে সুঘ্রাণ,
যত পায় তত বাঁচে, তত জাগে প্রাণ।

(৫৪)

থাকেনা ঝড়ের ভয় পর্ব্বতের আড়ে
যে রূপ বাঁধিলে ঘর, কুকুর যেমতি
প্রভুকে পাইলে বাঁচে যবে তারে তাড়ে
দুরন্ত কুকুর দলে, যথা বাঁচে সতী
নর-পিশাচের হাতে যদি কভু পড়ে,
পুরুষ-প্রধান বীর আসে যবে পতি,
তেমনি তারাও আজ পেয়েছে কাহারে,
নির্ভয় নিশ্চিন্ত প্রাণ পাইয়া যাহারে।
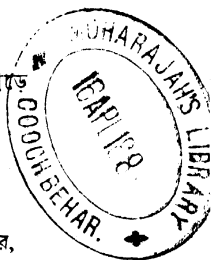
(৫৫)

বিদেশে পথিক একা পড়ি দস্যু-দলে,
হারায়ে সর্ব্বস্ব ধন বিপথে পড়িয়া,
ঘুরে ঘুরে প্রাণ-দায়ে প্রান্তরে, জঙ্গলে,
অবসন্ন দেহ মনে শেষেতে আসিয়া,
শৈশবের বন্ধু কোন পায় সেই স্থলে,
নারীর অমূল্য স্নেহ মিলে যথা গিয়া,
তাহার যে ভাব হয়, সে অপূর্ব্ব ধনে
পাইয়া সেরূপ ভাব বুঝিছে দুজনে।

(৫৬)

মরুতে উড়িছে পাখী, উড়ে উড়ে উড়ে
বসিতে না পায় স্থান, যাইছে ভাবিয়া

পাখা দুটী, ত্রাসে প্রাণ যেন ধড় ফড়ে,
অবশেষে বহু পথ আসি উত্তরিয়া,
মরু-মাঝে যদি তরু পায় জল-পাড়ে,
যে রূপ সে লভে প্রাণ সে শাখে বসিয়া,
সে রূপ সে পাখী দুটী এ মরু-সংসারে,
বসেছে বসেছে আজ কোনো তরু-পরে।

(৫৭)

সাগরে জাহাজ ডুবি নাবিক তাহার
কাষ্ঠ-খণ্ড মাত্র ধরি ভেসেছে অকূলে,
গর্জ্জিয়া দুর্জ্জয় সিন্ধু আসে বার বার,
দাপটে ডুবাতে চায় তাহারে অতলে,
কাষ্ঠ-খণ্ড! তাও গেল, দিতেছে সাঁতার,
হাবু ডুবু খায়, ডোবে বুঝি বা সে জলে,
হেন কালে গিরি-শৃঙ্গে ঠেকিলে চরণ
যাহা পায়, তাই আজ পেয়েছে দুজন।

(৫৮)

অনাবৃষ্টি দেশে, কূপ খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে
কতই গভীর হ'লো, মিলিল না বারি,
কৃষকের হাহাকার শস্য যায় পুড়ে,
সে কূপে সবার আশা, শত নর নারী
শুস্ক-কণ্ঠে নিরাশেতে বসে আছে পাড়ে,
সহসা খুলিল উৎস, জল স্নিগ্ধকারী
যত লয় তত উঠে, সে রূপ দোঁহার
প্রাণেতে প্রেমের উৎস খুলেছে এবার।

(৫৯)

স্বরগ তাদের ঘরে প্রেমে হয়েছিল,
আজি তাহে প্রেমচন্দ্র হলেন উদয় ;
প্রাণ দুটী এক অন্যে এমনি মিশিল,
এমনি আনন্দ-শান্তি-পবিত্রতা-ময়,
কে যেন সে দুটী ফুলে উড়ায়ে লইল,
স্বর্গের নন্দন যথা দেবের আলয়,
সেথা যেন পুঁতে দিল ; দোঁহার বাতাসে
দোঁহার ফুটিছে প্রাণ, দুটী যেন হাসে।

(৬০)

হায় ! কবি অপারগ সে ভাব বর্ণনে।
ভারতি ! ভারতি ! আমি পড়েছি সঙ্কটে ;
কোথায় সে তুলি হায় এ তিন ভুবনে,
কোথা সেই রঙ্গ, যাহা কল্পনার পটে
ঢালিয়া দেখাতে পারি, পরাণে পরাণে
মিশে কি তরঙ্গ উঠে ! চিত্রিয়াছি বটে
বহু চিত্র, এবারে যে ঠেকিয়াছি দায়,
করিতে অধ্যাত্ম-চিত্র রঙ্গে না কুলায় !

(৬১)

বিশ্ব-গুরু ! বিশ্ব-বন্ধু ! প্রাণ, জগৎ-পতি !
কৃপা কর ; আমি মূঢ় অধম পাতকী,
প্রেমহীন, ভক্তিহীন, আমি হে দুর্ম্মতি !
তোমার মহিমা প্রভু আমি তা কব কি !
দেও ভাষা, দেও ভাব, দেও হে শকতি ;

তব বলে বলী হলে, যে ঘোর নারকী
সেও পারে চিত্রিবারে স্বরগের ছবি,
হও'হে উদয় তবে প্রাণে প্রেম-রবি !

(৬২)

বিনোদিনী নরেন্দ্রের আছিল সোদরা ;
প্রেমালোকে পুণ্যালোকে আজি সে ভগিনী,
জ্যোতির্ম্ময় বপু যেন ! তারে যেন ধরা
ধরেছিল গর্ব্বে, যাতে হইয়ে সঙ্গিনী,
লইবে অনন্ত-ধামে, শোক-দুঃখে ভরা
সংসার-মরুতে হয়ে প্রেম-প্রবাহিনী
জুড়াইবে ; মুখপানে যত তার চায়
নরেন্দ্রের প্রাণ যেন আলোকে ডুবায়।

(৬৩)

নারী-প্রেমে সে প্রেমাংশু হায় রে পড়িলে,
কি হয় জানে না তাহা এ পোড়া সংসার !
সুনির্ম্মল অয়স্কান্তে ভানু বিরাজিলে
অগ্নি উদ্গীরণ যথা, নারী সে প্রকার,
নিজ প্রেমে সেই প্রেম বারেক ধরিলে,
বিস্তারে পুণ্যের জ্যোতি, হয়ে অন্ধকার ;
কিন্তু রে সে জ্যোতি-রাশি মধুরতা-ময়,
পরশে পবিত্র করে, জুড়ায় হৃদয় !

(৬৪)

ধিক্ ধিক্ স্থূল-মতি, ইন্দ্রিয়ের দাস,
পুরুষ চেনে না নারী কোন উপাদানে

গঠিত! বিধাতা তারে কি প্রেম প্রকাশ
করিবারে, এ সংসার-নন্দন-উদ্যানে
পুতিয়াছে! সে সৌরভে কে পায় উল্লাস?
রিপু-সেবা হতে সুখ নাহি যার ধ্যানে,
সেই নীচ, সে বর্ব্বর, জড়-বুদ্ধি নরে
বুঝে কি, বিহরে নারী কি উচ্চ শিখরে?

(৬৫)

থাক্ হেথা একথার নাহি প্রয়োজন।
নরেন্দ্র চিনেছে ওই নারী-শিরোমণি
বিনোদিনী কি যে তার। সমুন্নত-মন
সঙ্গে থাকি! প্রাণে তার কি রত্নের খনি,
যত ভাবে, তত ছোটে প্রীতি-প্রস্রবণ।
যা বলে, যা ভাবে তার কাছে তুচ্ছ গণি।
"বিনোদ! বিনোদ!" ব'লে মুখ-পানে চায়,
হেরে হেরে মুখ-খানি যেন ডুবে যায়।

(৬৬)

শুনিলে পায়ের শব্দ জাগয়ে পরাণ,
দেখেছ কি কেহ হেন? শত কাজ ফেলে
অমনি ফিরিয়া চায়; সর্ব্বেন্দ্রিয় কাণ
হয়ে যেন শুনে! সে যে দুটা কথা বলে,
তাহাতে কি থাকে যেন সৌরভ-সমান!
গেলে বালা যায় যেন সে সৌরভ ফেলে;
নরেন্দ্র বসিয়া ভাবে, এ পাপ-সংসারে,
কিরূপে এমন বিধি গড়িল তোমারে।

(৬৭)

নরেন্দ্র ভাবুক বড়; মাঝে মাঝে তার
কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া বসি কত কথা বলে।
মধু-মাখা সেই কথা, অমৃত সঞ্চার
করে প্রাণে; নাহি জানে আকাশে, ভূতলে,
জলে কিম্বা স্থলে বালা; হৃদয় তাহার
বর্ণে বর্ণে ডুবে যেন প্রেম-সিন্ধু-জলে!
সে প্রেমে অনন্ত প্রেম পায় দেখিবারে;
যেন কে আলোক-রাজ্যে লুকায় তাহারে।

(৬৮)

দুজনে বিপিনে পশে; উপলে বসিয়া
দুই কণ্ঠ মিলাইয়া বিভু-গুণ গায়;
বায়ু লয়ে প্রতিধ্বনি বেড়ায় ঘুরিয়া,
কুঞ্জে কুঞ্জে যেবা আছে সবারে জাগায়;
গিরি যেন গ'লে যায় সে রসে রসিয়া;
তরুদের অশ্রু ঝরে পাতায় পাতায়,
বিহগে মিলায়ে তান সেই গান ধরে
বিভুনাম-ধ্বনি জাগে কন্দরে কন্দরে।

(৬৯)

কভুবা স্বতন্ত্র পশে নির্জ্জন নির্জ্জনে,
প্রকৃতিতে ডুবি করে বিভু-আরাধনা।
এমনি নিস্তব্ধ, ফুল ফুটিতেছে বনে
তাও যেন শুনা যায়; সেখানে সাধনা
করে বসি; কি সৌরভ প্রভাত-পবনে

ব'হে আসে ; কোথা হতে জানে কোন জনা !
সে সৌরভ ধ্যানে মিশি মিষ্টতা বাড়ায়,
ডুবে ডুবে মন শেষে অনন্তে মিশায়।

(৭০)

ধ্যানে মগ্না বিনোদিনী, মুকুতা গলিয়া
বহে যেন দুকপোলে। বায়ু দিবাকর
উভয়ে ঝগড়া করে, সে মুখ চুম্বিয়া
কে আগে শুখাবে অশ্রু। ভক্তিতে সুন্দর,
প্রস্ফুটিত মুখ-পদ্ম দেয় ছড়াইয়া
কি এক অপূর্ব্ব ভাব ! বনের বানর
বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে সেই মুখ হেরে ;
বন-পশু যায় আর চায় ফিরে ফিরে।

(৭১)

যে যাহা সাধনে পায়, ঘরে আসি করে
পরস্পর বিনিময় ; ভাবে ভাবে মিলে
প্রেমের লহরী উঠে ; জাগয়ে অন্তরে
আত্ম-দৃষ্টি ; গূঢ় তত্ত্ব, অনেক খুজিলে
তবুও মেলেনা যাহা, দিব্য-চক্ষে হেরে।
সংযম, বৈরাগ্য, প্রেম, একই শৃঙ্খলে
বাঁধা দেখে ; আর তারা নরের আইনে
নীতি না খুঁজিতে যায়, দেখে তা নয়নে।

(৭২)

সেই কি সংযম, তারা যে ভাবেতে আছে ?
তাই যদি হয় হোক, তারা তা জানে না ;

জল বায়ু তাপে যথা পালে ফুল-গাছে,
সেরূপ বাড়িছে তারা ; আরত মানে না
আপনারে বড় বলে ; প্রাণে যা পেয়েছে,
তারি রসে বাঁচে যেন ; মুখেতে আনে না
আর নর-দ্বেষ দোঁহে ; যে যা করিয়াছে,
দেখিয়া প্রেমের লীলা ভুলিয়া গিয়াছে।

(৭৩)

আগে আগে পাখী-দুটী মাটীতে বসিত ;
মাটীর পতঙ্গ কীট করিত আহার,
পার্থিব ধুলায় ব'সে সে গান গাইত !
প্রভু হে ! বিচিত্র লীলা কি দেখি তোমার !
উড়ালে দুটীকে তুমি, করিলে তৃষিত
স্বর্গের শিশির তরে ; ছাড়িয়া সংসার
তাই তারা নবালোকে আকাশে খেলায়,
উড়ে উড়ে গায় আর আলোকে মিশায়।

(৭৪)

শিশির খাইয়া বাঁচে, এমন বিহঙ্গ
দেখেছ কি কেউ ? যদি নাহি দেখে থাক
হেলায় হ'য়ো না কাল কর সাধু-সঙ্গ।
আমাদের পাখী দুটী দেখ, দেখ, দেখ,
প্রভাতে সুবর্ণ-দ্রবে মাখাইয়া অঙ্গ,
পান করে সেই জ্যোতি ; তুমি পড়ে থাক,
ওলো ধরা ! পড়ে থাক্ ওলো নির্ঝরিণি !
না চায় তোদের বারি নর-বিনোদিনী।

(৭৫)

ফের বিনোদিনী এল ! কবি কি প্রণয়ে
পড়ে গেল ? তাই হবে, বিনোদ নেশায়,
করেছে আচ্ছন্ন মন ; ভুলে লোকালয়ে
তারি পাশে পড়ে আছি ; নির্জ্জন চিন্তায়
বিনোদ মিশিয়া গেল ; ঘুমায়ে ঘুমায়ে
বিনোদ স্বপন দেখি ; এত বড় দায় !
পড়িলে প্রেমের কূপে নাইরে নিস্তার ;
কল্পনে ! লইয়া চল দেশে একবার।

তৃতীয় দল।

নর-প্রীতি।

(১)

দেশে গিয়ে দেখি যথা জলের তরঙ্গে
করিলে আঘাত বাড়ি, যেমন লহরী
উঠে উঠে চলে ছুটে, পবনের সঙ্গে
মিলি ধায়, ক্ষণমধ্যে চৌদিকে প্রসারি
ক্ষণে পুন পায় লয় সরসীর অঙ্গে,
সেরূপ তাহারা গেলে দেশ পরিহরি,
উঠেছিল যে তরঙ্গ পাইয়াছে লয় ;
প্রাচীন কাহিনী সেই অল্প লোকে কয়।

(২)

অথবা অস্ত্রেতে হাত কেহ যদি কাটে
ঝরে নব রক্ত-ধারা, সবাই শিহরে,
কিহলো কিহলো ধ্বনি, যেন ঘর ফাটে,
ডাকাডাকি ছুটাছুটি করে পরস্পরে,
কিছুদিন থাকে ক্ষত, দুঃখে দিন কাটে,
পুন কাটা জোড়া লাগে, পুন কাজ করে
সেই হাতে, সেইরূপ তাদের বিরহে
কেঁদেছিল, থামিয়াছে, দাগ-মাত্র রহে।

(৩)

দাঁড়াতে না দেয় কাল ঠেলিয়া লইছে ;
নদীর বালুকা মত, সদা পদতলে
যেন মাটী সরে যায় ; জন্মিছে মরিছে
জীব কত ; দাঁড়াবে যে হাসি কাঁদি বলে,
তা হবে না ; কেবা হেথা বসিতে পাইছে ?
ছোট আর হাস কাঁদ ; দেখ ভূমণ্ডলে
কালচক্রে দিন রাত এক দুই ক'
ঘুরে যায়, হাসি কান্না ডোবে পরস্পরে।

(৪)

কার বিশ্ব, মূঢ় নর ! তোমার গৌরব
সাজে কোথা ? যারে তুমি এত ভালবাস
সে জীবন তোমার কি ? এই শক্তি সব
ভাঙ্গিছে গড়িছে যারা, যাহাদের ত্রাস
তোমার পরাণে প'শে করিছে নীরব,

তারা কি তোমার? নর! দেখ তুমি ভাস
যে শক্তির পারাবারে, সেই শক্তি কার?
ভাঙ্গিছে চূর্ণিছে দর্প সতত তোমার!

(৫)

যেন কোন চক্রে পড়ি ঘুরি রে সকলে!
যেন সামালিতে নারি! না নিতে নিঃশ্বাস
ঘুরায় প্রবল বেগে, সামালিব বলে
যুক্তি আঁটি, গুঁড়া করে, দেখে লাগে ত্রাস!
আমার ইচ্ছার মত কিছু নাহি চলে।
এ কে শক্তি? জোরে মোরে করিতেছে দাস!
আশার প্রাসাদ মোর স্রোতে ভাসাইছে;
পাষাণ-শিলায় মৃত্যু বাসনা পিশিছে।

(৬)

টেনে ফেল্ সিন্ধু-জলে নাস্তিক বিজ্ঞান,
কাণা-মাছি * খেলা সে যে, ভাল তো লাগে না।
হায় রে! খাঁচার পাখি! হাত-মাত্র স্থান,
তাতেই রাজত্ব তোর! দিনে ও ভাগে না
খাঁচার আঁধার যার, আঁধারেতে গান
ভাগ্য যার, তার গানে ব্রহ্মাণ্ড জাগে না!
কেবা তোর তত্ত্ব লয়? কাল-স্রোতে টানে,
তিষ্ঠিতে পারে না কিছু যায় কোন খানে!

---

* বালকেরা খেলিবার সময় একজনের চোক বাঁধিয়া দেয়, অন্যেরা চারিদিক্ হইতে তাহাকে ঠেলিতে থাকে, তাহাকে কাণামাছি খেলা বলে।

(৭)

ছি ছি রে! মানব! তুই লয়ে হাঁড়ি কুঁড়ি
সময়-বেলাতে বসি কতই খেলিবি?
না দেখি সিন্ধুর শোভা, বিজ্ঞানের ঝুড়ি
লয়ে শুধু এটী ওটী কত কুড়াইবি?
আপনি আগুন জ্বালি সে অনলে পুড়ি,
অবোধ শিশুর মত কতই কাঁদিবি?
কাঁদ মুখে হাত দিয়ে, অট্ট অট্ট হাসি
ওদিকে অনন্ত সিন্ধু লয় সব গ্রাসি।

(৮)

মুখে থুথু দিয়ে দূর কর সে বিজ্ঞানে,
দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-সীমা যে লঙ্ঘিতে নারে,
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ মাত্রে সার জানে,
বোতোলে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড চায় পুরিবারে!
কে গো শক্তি! বেদে যারে অরূপ বাখানে,
দে গো দেখা। অজ্ঞতার এই কারাগারে
বন্দী হয়ে ডাকি তোরে। নয়নের ঠুলি
খুলে দে মা অনন্তের শোভা দেখে ভুলি।

(৯)

দূর কর! কি দেখিতে আসি কিবা করি!
সুরেন্দ্র-বিনোদ-শোকে যে দাগ পড়েছে,
ক্রমে ক্রমে লোকে তাহা যাইছে পাসরি;
তাদের সে নাম দেখি গ্রামেতে ডুবেছে,
মাঝে মাঝে দুই এক জনে শুধু স্মরি,

হায় হায় করে; বলে, দেশ ছেড়ে গেছে,
আছে কি মরেছে তারা কেহ নাহি জানে,
দশেতে উঠিলে কথা চরিত্র বাখানে।

(১০)

এদিকে উঠেছে বঙ্গে ঘোর হাহাকার;
পড়েছে অকাল দেশে; ক্ষেতে শস্য নাই;
গোলাতে নাহিক ধান; বিন্দু বারি-ধার
পড়ে নাই কত কাল; যে দিকেতে যাই
এক কথা, এক দৃশ্য, অস্থি-মাত্র-সার
শত শত নর নারী, করি খাই খাই,
ছুটিছে উন্মত্ত-মত নগরে নগরে;
জমিছে ধনির দ্বারে দেয় দূর ক'রে।

(১১)

কোথা বা দরিদ্র জন, শ্রমে, অনাহারে,
জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন; না পারে খাটিতে,
না খাটিলে নয়, সব মরে একেবারে,
খাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িছে মাটিতে;
তবু গোঁয়াইয়ে উঠি চায় খাটিবারে!
পায়ে পা জড়ায়ে পড়ে, পারে না হাঁটিতে!
সঙ্গেতে তিনটী শিশু, অস্থির পঞ্জর,
পিতাকে ধরিয়া তোলে ক্ষুধায় কাতর।

(১২)

কোথা বা পেটের দায়ে দরিদ্র-সন্তান
গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরে ভিক্ষা মাগি;

এঁটো পাত ফেলে যদি, কুক্কুর-সমান
মারামারি তদুপরি করে তার লাগি !
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রমে হইয়ে অজ্ঞান
ঘুরে ঘুরে পড়ে পথে ; জননী অভাগী
খুঁজে খুঁজে আসি তথা কাঁদে পথে বসে
কপোল-কঙ্কাল তার অশ্রুজলে ভাসে।

(১৩)

হায় রে ! নারীর লজ্জা রয় না এবার !
তুলি তুলি বস্ত্র গুলি, কোন দিক ঢাকে,
লজ্জায় যুবতী তাই টানে বার বার !
অনাহারে যায় প্রাণ, লজ্জা কি রে থাকে,
সকাতরে যোড়করে পথেতে সবার
চরণে পড়িয়া কাঁদে ; ঘৃণা করি তাকে
ভদ্র-লোক যায় সরি ছুঁমূনি বলিয়া ;
পাগলিনী মত নারী বেড়ায় বুলিয়া।

(১৪)

শুকায়েছে স্তনে দুগ্ধ, মনে তার স্নেহ ;
কোলের শিশুটা ঘোর ভার বোঝা লাগে ;
যারে তারে দিতে পারে যদি লয় কেহ ;
কোথা বা শিশুরে ফেলে মাতা তার ভাগে
প্রাণ-দায়ে, কেঁদে কেঁদে অবসন্ন-দেহ,
মরণ-গ্যাঙ্গানি তার কণ্ঠে শুধু জাগে ;
চৌদিকে দারিদ্র্য-অগ্নি কে কোথা নিবারে !
দেখিছে অনেকে, কেহ নাহি লয় তারে।

(১৫)

নরের অখাদ্য যত পাতা লতা মূল
তাই খাদ্য ; তারি তরে কত মারামারি !
শূকর সমান খোঁড়ে, ক্ষুধাতে আকুল,
যাহা পায় তাহা খায়, লাগে মহামারি !
যে বাঁচে অকালে. রোগে সে হয় নির্ম্মূল ;
ছুটা-ছুটী চারিদিকে রাজ-কর্ম্মচারি,
বাঁচাও বাঁচাও রব উঠিয়াছে দেশে,
শুনিনু বিদেশ হতে শস্য না কি আসে।

(১৬)

একি রে দারুণ দুঃখ ! হা শস্য-শালিনি !
জন্ম-ভূমি ! মাগো তোরে স্বর্ণ-ভূমি ব'লে
কত যে বাড়ায় লোকে ! হায় অভাগিনি !
এই কি মা স্বর্ণ-ভূমি ? ক্ষুধার অনলে
পুড়ে পুত্র কন্যা তোর, দিবস যামিনী
কেঁদে কেঁদে বুলে;—মাগো ! ভাসি নেত্র-জলে
এ দৃশ্য সহে না প্রাণে , এই হাহাকার
যথা যাই প্রাণ-মাঝে জাগে অনিবার !

(১৭)

বিনোদের ভয়ে ভেগে অগ্নি-কাণ্ডে প'ড়ে
কবির যাতনা হলো ! হৃদয়-বিদারি
এ দৃশ্য সহেনা আর ; প্রাণ ধড়ফড়ে
যাইতে সে গিরি-কুঞ্জে; এ বিপত্তি ভারি !
দেখি যদি তারে যাই প্রেম-কূপে পড়ে,

না দেখিলে বহুকাল রহিতেও নারি!
সাধে কি রে ভাল বাসি ওই নারী-ধনে,
হৃদয় উন্নত যার পবিত্র দর্শনে।

(১৮)

চাইত সে প্রেম যাহে চিত্ত সমুন্নত ;
দহে কুবাসনা, স্বার্থ দেয় ভুলাইয়া ;
নীচ-রুচি কবি যত, শূকরের মত
প্রেমে অপকৃষ্ট বস্তু বেড়াক্ খুঁজিয়া।
বিনোদ! পবিত্র মুখ তোমার নিয়ত
ফুটে থাক ভ্রাতৃ-পাশে ঘর আলোকিয়া—
সে কি নারী-মূর্ত্তি? কবি মনে মনে বলে
পুণ্যালোক এক খণ্ড পড়েছে ভূতলে।

(১৯)

কে পারে বর্ণিতে প্রেমে, পার্থিব কুয়াসা
মাঝে পড়ি, ধরাতলে যেই ভেক বসে,
সে কি বোঝে, কোন সুখে, পেয়ে কোন আশা,
সুদূর আকাশে পাখী মনের হ[illegible] ,
তরল তপনালোকে সাঁতারিয়া ভাসে?
জ্ঞানীর জ্ঞানের সুখ বোঝে কিরে চাষা?
সেরূপ কি প্রেম-শৃঙ্গে নারীর আলয়,
কুরুচি কবির তাহা বোঝা সাধ্য নয়।

(২০)

মহা-পঙ্কে গজ-রাজ পড়িয়ে যেমতি
পায়ে দলে, বড় বড় পূতি-গন্ধ-ময়!

অনেক কবির প্রেম দেখি রে তেমতি,
ইন্দ্রিয়-বিকার-গন্ধে যেন বমি হয় !
তাহাদের হাতে কোন পড়িলে যুবতি,
কি দুর্দ্দশা ! যেই প্রেম পবিত্রতা-ময়
তাহারে ডোবায় পাঁকে ; তাহে তুচ্ছ জানি
রক্ত-মাংস লয়ে শুধু করে টানাটানি।

(২১)

ইন্দ্রিয়-বিকার-রোগ জন্মেছে যাহার,
তার যদি মহৌষধ কেহ মোরে চায় ;
আমি বলি—খুঁজে লও নারী এ প্রকার.
পার্থিব পাপের কালি স্পর্শেনি যাহায়"
লাবণ্যে কলঙ্ক-রেখা হয়নি সঞ্চার,
নারী যদি পাও হেন, গিয়ে তার পায়
আপনারে ফেলে রাখ, সাধুতা-বাতাসে
ইন্দ্রিয়-বিকার-রোগ পলাবে তরাসে।

(২২)

রাজহংসী পদ্ম-বনে, নির্ম্মল সলিলে,
ডোবায়ে কোমল অঙ্গ যথা ভেসে যায়,
তেমনি যে নারী-রত্ন, পুণ্যের অনিলে
বিস্তারি প্রেমের পাখা খেলিয়া বেড়ায়,
দেখি প্রতি-বিম্ব তার যেন স্বচ্ছ জলে !
সে রত্নে যদি রে ! কবি একবার পায়,
তবে বুঝি সিংহাসনে বসায়ে তাহারে
নর-কুলে দেবী বলে পুজিবারে পারে।

(২৩)

ওই যা ! আখ্যাতি রাষ্ট্র হ'লো যে জগতে,
রমণী-পুজক বলে দিবে টিট্‌কারি।
দি'ক্ দি'ক্। ওগো নারি! ঈশ্বর-কৃপাতে
সে সত্য পুরুষে যদি পরাণ আমারি
নাহি পেত ; নাহি কিছু সংশয় ইহাতে,
এ কবি পূজিত বসে চরণে তোমারি !
প্রকৃতির শোভা তুমি, স্বর্গের সুঘ্রাণ,
নয়নের জ্যোৎস্না তুমি জুড়াইতে প্রাণ।

(২৪)

প্রেমে প্রেম চেনে, দেখে পুণ্যবানে পুণ্য।
নব-উষা যবে দেখা দেয় পূর্ব্বাচলে,
গো-মেষ দেখিলে তাহা দেখে শুধু শূন্য,
ভাবুক ভাবেতে ভোলে ভাসে নেত্র জলে ;
সে রূপ তোমার শোভা দেখে সেই ধন্য,
যে জানে তোমার গুণ ; জড়-বুদ্ধি হা [illegible]
তোমার রূপের ফাঁদে বাঁধা পড়ি [illegible]হ ;
[illegible]বে কি অধ্যাত্মে, আঁখি খুলিবার নহে।

(২৫)

দূর হোক যাই তথা। গিয়ে দেখি তারা
উঠেছে দুজনে দূরে পাহাড় উপরে।
কি সুরম্য স্থান সেটী ! দুটী জল-ধারা
ঝরিছে দুপাশ দিয়ে ঝর ঝর ঝরে ;
শাখে শাখে মিশি শিরে চন্দ্রাতপ-পারা !

অথচ সম্মুখে দৃষ্টি রোধ নাহি করে।
তথা বসি ওই দূরে অসীম বিস্তৃত
সমতলে, গ্রাম নদী হইছে লক্ষিত।

(২৬)

আজিকে দেশের কথা প্রাণে জাগিয়াছে ;
সেই কথা ভাই-বোনে একান্তে বসিয়া
একি নর-দ্বেষ দেখি ঘুচিয়া গিয়াছে,
মানবের দিকে প্রেম চলেছে ছুটিয়া ;
দেশের দুর্গতি-চিন্তা প্রাণে উঠিয়াছে ;
নরেন্দ্র বর্ণন করে ; সে মুখ চাহিয়া
বিনোদ শুনিছে বসি, মাঝে মাঝে তার
সুন্দর কপোল বেয়ে বহে অশ্রুধার।

(২৭)

"সমতল ক্ষেত্র বোন ! ওই যে প্রসার
দেখেছত কি উর্ব্বরা ! এমনি ভারতে
সর্ব্বত্র দেখিবে ক্ষেত্র ; তবু হাহাকার
অর্থাভাবে ! স্বর্ণ-ভূমি বাখানে জগতে
যেই ভূমে, তারি দশা আজ এ প্রকার।
থাকিলে এ ধন-ধান্য প্রজাদের হাতে,
আয় ব্যয় বাণিজ্যেতে থাকিলে প্রভুত্ব,
থাকিত না দরিদ্রতা লভিত মহত্ত্ব।

(২৮)

দারিদ্র্যে প্রজারা মগ্ন, রাজ্যেশ্বর যারা
পরদেশে, পরভূমে, স্বার্থের কারণে

কিছুকাল তরে হেথা আসে যায় তারা ;
মরিলে দেশের প্রজা তাদের পরাণে
লাগে না ভগিনি ! তাই দেখে অশ্রুধারা
নাহি জাগে ; লুটে লয় যে পারে যেমনে !
এ নূতন জাতি বোন ! জেতা ও বিজিত ;
তাড়িত দেশের লোক চরণে দলিত।

(২৯)

সাশ্রু-নেত্রে বলে বালা ;—“শুনি পুরাকালে
হিন্দুর পৌরুষ কথা ; এমনি কি হীন
হ’য়ে গেল ? ডুবিল কি এমনি পাতালে ?
পরিতে দাসত্ব গলে মুখ কি মলিন
হইল না ? যবনেরা আসিল যে কালে
থাকিলে পৌরুষ এরা দিত না সে দিন
পরাইতে এ শৃঙ্খল। দাদা ! বন-পাখী,
তারে যদি ধরে কেউ সেও মারে না কি ?

(৩০)

ভাই বলে,—“তাতো বটে, [illegible] ইহারা
নিল যে দাসত্ব-পাশ, তাতেই প্রমাণ,
শৌর্য্য বীর্য্য যাহা কিছু এক কালে তারা
পেয়েছিল, কালে সব হ’লো অন্তর্ধান।
এ হ’তে দুঃখের কথাঃ—দারিদ্র্যে যাহারা
পিষে যায়, তারা দেখ মেষের সমান !
দিশাহারা ! যেন এক খোঁয়াড়ে পুরেছে ;
যাহ’লে বাঁচিতে পারে তাহা না করিছে।

(৩১)

বিনোদ জিজ্ঞাসে—"দাদা ! বিদেশিরা চ'লে
যায় যদি, তাহ'লে কি দেশবাসিগণ
আপনা শাসিতে পারে ?" ভাই হে'সে বলে
"ভাবনা কি তাহা হ'লে, বল দেখি, ধন
উপার্জ্জিতে জানে, কিন্তু তাহা কি কৌশলে
রাখিতে খাটাতে হয় জানে না যে জন,
তার ধন লাভ কি লো বিড়ম্বনা নয় ?
স্বাধীনতা-ধন তথা জানিও নিশ্চয়।

(৩২)

স্বাধীনতা বড় সুখ, কিন্তু লো রাখিতে
না জানিলে, স্বাধীনতা ঘোর বিড়ম্বনা।
রাজারা ফিরুক পৃষ্ঠ জাতিতে জাতিতে
মারামারি কাটাকাটি, বাড়িবে যাতনা,
বর্গীর হাঙ্গাম পুন হবে বা সহিতে,
আবার বাজিবে ঘোর সমর বাজনা,
হিন্দু ও যবন পুন হ'বে অগ্নিময় ;
মানব-রুধিরে দেশ ডুবাবে নিশ্চয়।

(৩৩)

কোথা বোন ! সে একতা, সে আত্মসংযম,
যাহা বিনা স্বাধীনতা উগরে গরল,'
যাহা বিনা মহানর্থ ঘটেলো বিষম ;
যাহা বিনা ডুবে দেশ যায় রসাতল।
ভারতে বিভিন্ন জাতি ভাবে শত্রুসম

পরস্পরে, এই ভাব থাকিতে সুফল
ফলিবে না সেই বৃক্ষে। প্রেমের বিস্তার
দেশে না হইলে গতি দেখিনা লো আর!"

(৩৪)

বলে বালা,—"দাদা! তুমি মহামূল্য সত্য
প্রকাশিলে কথা-মাঝে। আপনা-শাসনে
যে অক্ষম, সুনিশ্চিত এই সার তত্ত্ব
সে যদি স্বাধীন হয়, স্বাধীনতা-ধনে
তাহারে দরিদ্র করে, ঘুচায় মহত্ত্ব;
পশুর অধম করে ইন্দ্রিয় সেবনে।
আমি বলি যেই নারী আপনা শাসিতে
নাহি জানে, এ দুর্দ্দশা তা[illegible]থিবীতে।"

(৩৫)

নরেন্দ্র পুলকে হৃদে চাপিয়া [illegible]
বলে,—"বোন! বেঁচে থাক। [illegible] একবার
জাতিভেদে কি করেছে! খণ্ড[illegible] করে
ভারত-সমাজে। বিষ ঢালিয়া [illegible]র,
দিয়াছে আগুন-জ্বালি; যুগ যুগান্তরে
সে আগুন নিবিল না; ভাই ভাই আর
ভাই ভাই নাহি জানে; ঘৃণা করি ঠেলে,
এক জাতি অন্যে যেন কত দূরে ফেলে।

(৩৬)

বিষাক্ত লতার ফল পড়ি যথা বনে
শতেক লতিকা জন্মে, সে রূপ ভগিনি!

এই বিষ বৃক্ষ হ'তে ভারত-কাননে,
বিষ-বৃক্ষ শত শত জন্মি সুহাসিনি!
হরেছে মনের শান্তি, ভবনে ভবনে
ঢালিয়াছে বিষ; জন্ম-ভূমি অভাগিনী
পড়েছে এমনি বাঁধা অধীনতা-জালে,
জানি না সরলে! রক্ষা পাবে কত কালে।

(৩৭)

হাত পা এমনি বাঁধা এজাতি-শৃঙ্খলে,
পৌরুষ-বিহীন লোক, প্রতিভা, মহত্ত্ব,
সব লুপ্ত, দশ জনে, এক-জন-গলে
পা দিয়ে চাপিয়া রাখে; নাহি মনুষ্যত্ব;
দল ভয়ে ভীত সবে; প্রাণ যাহা বলে
তাহা না করিতে পারে। শুন সার তত্ত্ব
পৌরুষ-বিহীন যারা, তাদের দুর্গতি
কে নিবারে? সে রোগের সেই পরিণতি।

(৩৮)

নারীর দুর্গতি দেখ; এই মহাপাপে
ভুগেছে অনেক সাজা মূঢ় দেশ-বাসি!
প্রেমের প্রতিমা নারী, যদি মনস্তাপে
ফেলে অশ্রু, দুঃখানল ত্বরা ক'রি গ্রাসি,
পোড়ায় তাহার শান্তি। পদতলে চাপে
নারী-কুলে, জ্ঞান-জ্যোতি তাদের বিনাশি,
রাখিয়াছে অন্ধকারে, এই সাজা তার
ডুবিছে পাপের পঙ্কে দেশ অনিবার।

(৩৯)

ক্ষুদ্রাশয়, নীচ, অজ্ঞ, থাকিলে রমণী,
তার সনে পাপ-কূপে পুরুষ ডুবিবে,
বুঝ কি লো? নারী প্রেম-পবিত্রতা-খনি,
নারী পুণ্য-স্থিতি রক্ষা জগতে করিবে,
সে নারী পঙ্কেতে যদি ফেলে লো ভগিনি!
কে বাঁচায় সেই দেশে? কে আর তুলিবে
দুরন্ত পুরুষে বোন! এক গর্ত্তে যাবে;
আপনি ডুবিয়া নারী পুরুষে ডুবাবে।

(৪০)

তাই দেখ, রমণীকে রাখিয়ে আঁধারে
পাপ-পঙ্কে ডুবি মোরা, প্রাণের বিনোদ!
তুমি বোন! শিখায়েছ এ তত্ত্ব আমারে;
রমণীর মূল্য কি যে হইয়াছে বোধ
তোমার আলোকে থেকে।" বালা লজ্জা-ভারে
নত-মুখ। ভাই বলে,—এ ঋণের শোধ
নাই লো ভগিনি! আমি তো[illegible]র কৃপায়
নূতন জীবন যেন পেয়েছি ধরায়"।

(৪১)

বলি শুন, "আমি ভাবি, ও পবিত্র মুখ
হে'রে মোর অন্তরাত্মা যেরূপ উন্নত,
যদি ঘরে ঘরে লোক পায় এই সুখ,
জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রেমে নারী যদি সমুন্নত
হয় এ প্রকার, তবে পুরুষ বিমুখ

হ'য়ে কি ডুবিতে পারে পাপে অবিরত ?
নারী-প্রেমে সুরক্ষিত হইয়া, পুরুষ
জ্ঞানে ধর্ম্মে বাড়ে বোন ! পায় লো পৌরুষ !

(৪২)

বিনোদিনি ! কি বলিব, বহু স্থান ঘুরে
ভারত-নারীর বোন ! যে দশা দেখেছি,
প্রাণেতে বেজেছে শেল, শোকের অক্ষরে
সে কথা হৃদয়-পটে লিখিয়া রেখেছি।
অবলা পাইয়া তাকে কাপুরুষ নরে
কাঁদাইছে দিন রাতি ! পরাণে মেখেছি
সেই অশ্রু ! আজি বোন ! কথায় কথায়
কে যেন সে দুঃখ-চিত্র খুলিয়া দেখায়।

(৪৩)

বঙ্গের নারীর দশা কি বলিব আর !
পিঞ্জরের পাখী তারা, যে নারীর মুখ
সংসার-পথের জ্যোৎস্না, প্রেমাংশু যাহার
পরশে পবিত্র করে, হরে সর্ব্ব-দুখ,
সে মুখ লুকায়ে রাখে, সংসার আঁধার
হ'য়ে থাকে, গৃহবাসে হইয়া বিমুখ
পুরুষ সুখের আশে যায় স্থানান্তরে,
তাহাতে সমাজ-নীতি কলুষিত করে।

(৪৪

অধিক কি, পোড়া দেশে ভ্রাতা ও ভগিনী
কত দূর পরস্পর ! ছিলাম তো ঘরে

তুমিতো নিকটে ছিলে, বিনোদিনি !
স্বর্গের এ সুখ বোন ! দিনেকের তরে
মিলে নাই ; প্রাণ খুলে এমন ভগিনি !
হয় নাই কথা ; যেন অন্তরে অন্তরে
বেড়াতাম ; বিধি কৃপা করিয়ে দুজনে,
দিলেন অমূল্য শিক্ষা আনিয়া নির্জ্জনে।

(৪৫)

নীতির অবস্থা ভাবি হৃদয় শুকায় !
বেশী কথা কি বলিব, সত্যটা বলিতে,—
হ'য়েছি এমনি হীন—বলে না কুলায় !
কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি, সে কাজ করিতে
শক্তি নাই ; লোক-ভয়ে সবে জড় প্রায় !
কপটতা নিত্য কার্য্য ; ছলিতে ছলিতে
পৌরুষ-বিহীন লোক, দুর্ব্বল, অসার !
সত্যকে করিতে প্রীতি শক্তি নাহি আর !

(৪৬)

আরো প্রবেশিয়া দেখ, গভীর স্ম তে
বসেছে রোগের বীজ। সেই প্রাণাধার,
সেই সত্য, সেই জ্যোতি, যাঁহার ধ্যানেতে
জীবনের উৎস খোলে, অমৃত-সঞ্চার
হয় প্রাণে, ভুলে তাঁরে ধরম জ্ঞানেতে
অসারে সেবিছে লোক ; ক্রিয়া-মাত্র সার
করে আছে ; নাহি জানে, অন্ধের সমান
করিয়া অসত্য-সেবা খোয়াইছে প্রাণ !

(৪৭)

ধর্ম্ম কি জানে না তারা, অমৃতের খনি
ফেলে, তৃষ্ণানল তারা নিবারিতে চায়
পচা জলে। বিনোদিনি! দেখে মনে গণি,
দুর্ভিক্ষে অভাগী নারী যবে ম'রে যায়,
শিশু তার বক্ষোপরে হাতাড়ে যেমনি
করিবারে স্তন পান, তেমনি কি হায়!
লক্ষ লক্ষ নর নারী মৃত-দেহোপরে
হাতাড়িছে বৃথা তৃষ্ণা মিটাবার তরে।

(৪৮)

ওই দেখ তরু-রাজি পল্লব-ভূষণে
সাজিয়াছে, সাজে যথা উৎসবের কালে
গ্রাম-বাসি, শ্যাম-কান্তি জুড়ায় নয়নে।
প্রতিবারে নব রূপ, সুবসন্ত হ'লে
দেয় বিভু ওই বৃক্ষে; পরের সদনে
হয় না করিতে ধার; মেঘ জল ঢালে,
ধরণী যোগায় রস, সুখাদ্য পবন,
শিশির সুস্নিগ্ধ বারি, উত্তাপ তপন।

(৪৯)

প্রাণের ভগিনি! বাড়ে দেখ বনস্পতি,
ঈশ্বরের ভৃত্য-দলে বাঁচায় উহারে।
তবে কি লো এই আত্মা, অনন্ত শকতি,
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা বোন! দিয়ে এ প্রকারে
যারে গড়েছেন প্রভু, সেই আত্মা-প্রতি

নাহি কি লো দৃষ্টি তাঁর? বাঁচাইতে তারে
নাহি কি ব্যবস্থা কিছু? তাঁহার উদ্যানে
সকলে বাড়িবে এটী শুকাইবে প্রাণে!

(৫০)

না না দেব-নিন্দা হবে এ কথা ভাবিলে।
আছে আছে সেই উৎস, যার জল-রাশি
নিত্য-স্নিগ্ধ, যার পাড়ে বারেক রোপিলে
এ জীবনে, নিত্য নব সৌন্দর্য্য বিকাশি
বাড়িবে বাড়িবে; তাহা বারেক পাইলে
পুন দেহে পাবে প্রাণ মৃত দেশ-বাসি।
হায় রে এ উৎস ফেলে, কি লইয়া আছে!
বিকায় অমর আত্মা কুহকের কাছে!

(৫১)

পচিলে জীবের দেহ, কৃমি কীট তাতে
জন্মে যথা, বজ্ বজ্ গলিছে খসিছে!
তেমনি ভুলিয়া সত্যে মৃতের সেবা...
মরেছে অধ্যাত্ম-ভাব, তাহাতে বসিছে
যেন লো অগণ্য কৃমি; পাপের ক্রিয়াতে
গুরুরা ডুবায় শিষ্যে; দুর্নীতি পশিছে
হাড়ে হাড়ে; পূতি-গন্ধ সমাজ-শরীরে;
অথচ ধর্ম্মের ঠাট রহেছে বাহিরে।

(৫২)

মানবের মনুষ্যত্ব গিয়াছে মরিয়া;
ঘোর ভ্রান্তি, ঘোর মোহে, মগ্ন নর নারী;

কি যে করে, কেন করে, বারেক ভাবিয়া
নাহি দেখে ; চিন্তা-শক্তি আবরি সবারি
রাখিয়াছে কুসংস্কারে ; শিরেতে ধরিয়া
শাস্ত্রাদেশ, লোকাচার, সবে সারি সারি
গড্ডলিকা-প্রবাহবৎ এক কূপে ডোবে ;
মনে ভাবে পরকালে তাতে শান্তি পাবে।

(৫৩)

ভগিনি ! ধর্ম্মের তত্ত্ব এই মাত্র জানি ;—
সত্য যিনি তাঁরে পাব ; সত্যের জ্যোতিতে
আনন্দে করিব বাস ; সত্যে শ্রেষ্ঠ মানি
সমগ্র হৃদয় মন তাঁহারি প্রীতিতে
নিয়োজিব ; সত্য অন্নে বাঁচিবে পরাণি।
সত্য গৃহ, সত্য বস্ত্র লজ্জা নিবারিতে ;
সত্যালোক পায় যেই সেই ত স্বাধীন,
নব শক্তি নব আশা ফুটে দিন দিন।

(৫৪)

এই শক্তি, এই আশা, এই স্বাধীনতা,
পাইতে হৃদয়ে আশ। সুনীল গগণে
আনন্দে বিহগ খেলে উষালোকে যথা,
তেমনি বাসনা খেলি সে সত্য-তপনে ;
সে আগুণে পাপাসক্তি পোড়াই সর্ব্বথা !
বুঝেছি বুঝেছি বোন ! না পেলে সে ধনে,
আত্মার অস্থির কালি যাবে না যাবে না,
আসক্তি-উত্তাপ টুকু কভু নিবিবে না।

(৫৫)

এই শক্তি, স্বাধীনতা পা'ক দেশ-বাসি,
দেখি তারা জাগে কি না ? নিশার আঁধার
যায় চলি, পূর্ব্বাচলে সুষমা প্রকাশি,
যবে উষা দেয় দেখা ! পাপ অত্যাচার,
কুরীতি, কুনীতি, সব সেই রূপ নাশি,
করিবে লো মৃত-দেহে চেতনা সঞ্চার,
পাইবে পৌরুষ সবে, আসিবে মহত্ব,
আপনি পড়িবে খসি সকল দাসত্ব।"

(৫৬)

শুনিয়া বিনোদ বলে, "এই দুঃখার্ণবে
মগ্ন দেশ, আমরা কি বসিয়া নির্জ্জনে,
কেবল স্মরিব দশা ? চিত্রিলে কি হবে
ও দুর্দ্দশা ? হেন ইচ্ছা হইতেছে মনে,
ছুটে যাই, এই দেহে যত দিন রবে
প্রাণ-বায়ু, দিবানিশি খাটি প্রাণ-প...
নরের দুঃখের বোঝা যা কমাতে পারি ;
সেই সমুচিত দাদা ! সেবা যে তাঁহারি !

(৫৭)

ডুবিয়া আপন সুখে রহেছি আমরা ;
জগতের দুঃখে কর্ণ করেছি বধির !
আজ যেন শোকে পূর্ণ দেখিতেছি ধরা,
কি এক ক্রন্দন-ধ্বনি করিছে অস্থির
আজ প্রাণে। 'স্বার্থ-পর বড়ই তোমরা'

কে যেন বলিছে কাণে! যেন নেত্র-নীর
ফেলে কেহ ডাকিতেছে! শুনিয়া তোমার
শোকের কাহিনী প্রাণ বসে না যে আর।

(৫৮)

এমনি কি হবে, এই ঘোর দুঃখানলে
পুড়ে পুড়ে দেশ-বাসি ধূলিতে মিশিবে,
নাই কি উদ্ধার দাদা! যাঁর কৃপাবলে
পাইয়াছি নব-জন্ম, সে প্রভু দেখিবে
এ দুর্দ্দশা? তবে তাঁর নাম ধরাতলে
কে করিবে? না না এই দেহে কি হইবে,
যদি এ দুর্গতি-ভার, এ ঘোর আঁধার
ঘুচাইতে রক্ত-মাংস না যায় ইহার।

(৫৯)

দাদা গো! এই যে বেগে ছোটে নির্ঝরিণী,
ইহার উৎপত্তি হ'লো উন্নত অচলে;
কিন্তু দেখ শৃঙ্গে শৃঙ্গে নামি প্রবাহিণী
ধাইছে আনন্দে কেন? ছোটে সমতলে
কার তরে? কেন নদী, এ-গিরি-নন্দিনী,
না রহিল চিরদিন জনকের কোলে?
জীবের কল্যাণ-তরে ওই নেমে যায়,
কুলু কুলু কুলু কুলু যায় আর গায়।

(৬০)

স্বর্গের দুহিতা কোন গাইতে গাইতে,
পবিত্র প্রেমের উৎস ঢালিয়া ঢালিয়া,

পুণ্যধাম হ'তে যথা নামে অবনীতে,
তেমনি নামিছে নদী! দাদা গো! দেখিয়া
বড়ই বাসনা আজ হইতেছে চিতে,
সখী হ'য়ে ওর সনে যাই-গো নামিয়া ;
লয়ে যাই প্রেম, পুণ্য, শান্তি, উর্ব্বরতা,
সন্তাপ-দারিদ্র্য-দুঃখে মগ্ন লোক যথা।"

(৬১)

নরেন্দ্র চুম্বিয়া বলে, "ভগিনি আমার!
তটিনীর সখী হবে? প্রেম-কল্লোলিনি!
তাইতো তোমারে সাজে। হৃদয় তোমার
যে প্রেমের উৎস বোন! হেথা একাকিনী
কেমনে রহিবে বাঁধা! সামালিতে আর
যখন পারে না নদী, হয় প্রবাহিনী।
উঠেছে তোমার প্রেম আজ উছলিয়া,
মানব-সংসার-পানে চলেছে ছুটিয়া।

(৬২)

তাই হবে প্রেম-নদি! স্বার্থ-পর হ' ,
এ ক্ষুদ্র পল্বলে বাঁধি আর রাখিব না,
যাও ছুটি, শান্তি-জল লয়ে যাও ব'য়ে।
আমি কি কঠিন এত? আমি কি দিব না
এই প্রাণ তব কাজে? একই আলয়ে
দুটী ধারা জন্মিয়াছে, কেন মিশাব না
ও জীবনে এ জীবন? চল দুই জনে
এ দুই ধারার মত নামি লো ভুবনে।

(৬৩)

যদি আমি সেইরূপ আজ স্বার্থ-পর
থাকিতাম, তবু তুমি এমনি পরাণে
মিশেছ পশেছ বোন! ও মুখ সুন্দর
না দেখে কিরূপে আমি এ বন-শ্মশানে
থাকিতাম? কৃপা করি আমারে ঈশ্বর
দিয়াছেন নব-চক্ষু; বুঝেছি এখানে,
এই মর্ত্ত্যে, পর-সেবা যেবা করে সার,
সেই সুখী, সেই ধন্য, সে হয় উদ্ধার।

(৬৪)

আমি যাব প্রেম-নদি! তব পাশে পাশে।
এ অধমে স্বর্গ-কন্যে! যেও না ফেলিয়া।"
বলিয়া নরেন্দ্র কাঁদে! অশ্রুজলে ভাসে
মুখ-পদ্ম, ভ্রাতৃ-হস্ত বিনোদ ধরিয়া
বলে,—"দাদা! ওই মুখ দেখিবার আশে
এসেছি গহনে; আজ তোমারে ফেলিয়া
যাব আমি! শুধু ভাই নও তো আমার;
তুমি যে জীবন-দাতা বন্ধু এ আত্মার!

(৬৫)

জন্মিয়া অভাগা দেশে ছিলাম আঁধারে,
তুমি যে প্রাণের ভাই! কত ভালবেসে
দিলে জ্ঞান, দিলে প্রাণ; ভাঙ্গি কারাগারে
হাত ধরি ছেড়ে দিলে পুণ্যের বাতাসে;
ডুবায়ে পবিত্র প্রেমে তুলিলে আমারে

কোন শৃঙ্গে ! ধর্ম্ম-গুরু হ'য়ে অবশেষে
হাতে ধরি আত্ম-ধামে, নির্জ্জনে, লইয়া,
জীবনের উৎস মোরে দিলে দেখাইয়া ।

(৬৬)

দেখেছি অপূর্ব্ব জ্যোতি, পাইয়াছি আশা
হইবে ধর্ম্মের জয় ! পাইবে উদ্ধার
পাপী তাপী ; তাই প্রাণে বেড়েছে পিপাসা ;
এই দেহ, এই অস্থি, এই মাংস-ভার
দিব তাঁর কার্য্যে দাদা ! ওই ভালবাসা
যা পেয়ে বেঁচেছি আমি, দিব একবার
বাঁটিয়া জগত জনে ।" মুদিত-নয়নে,
নরেন্দ্র ও দিকে ওই ডুবে গেল ধ্যানে ! !

(৬৭)

হায় রে বিনোদ ! আজ কি ভাব পরাণে
উথলিয়া উঠে ! আজ স্পন্দহীন হয়ে,
চেয়ে চেয়ে সেই মুখে, যেন কোন খানে
ডুবে যায় ! নেত্র দুটী তারো নিমীলি য়
গেল ; বালা কর যুড়ি, সুমধুর তানে
ধরে গান ; দুই কণ্ঠ একত্র মিলিয়ে
কি এক অপূর্ব্ব ধ্বনি জাগায়ে তুলিল ;
পাহাড়ে পাহাড়ে রব ঘুরিতে লাগিল ।

(৬৮)

গাইছে আচ্ছন্ন হ'য়ে, শুনি বন-পাখী
উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে, মস্তক উপরে

বসিছে সে বৃক্ষ-শাখে ; বনে বনে থাকি,
পাহাড়িয়া কাজ ফেলি ডুবে সে সুস্বরে !
প্রাণ-ধন প্রজাপতি-ধরা ফেলে রাখি,
এক-দৃষ্টে দুজনের দেখে নেত্রনীরে।
এ হেন সুন্দর ভাবে, সে সুন্দর স্থানে,
আত্মোৎসর্গ-মন্ত্র-দীক্ষা লইল দুজনে।

(৬৯)

জ্বলেছে দুর্ভিক্ষ-অগ্নি শুনিল স্বদেশে,
বালক-বালিকা-শত কাঁদে নিরাশ্রয়ে।
প্রার্থনার পরে, স্থির করে অবশেষে,
ভাই-বোনে পুনরায় গিয়ে লোকালয়ে,
কুড়ায়ে সে সব শিশু, রাখি ভালবেসে,
জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে মিলিয়া উভয়ে।
সে কারণে পুন তারা দেশে ফিরি যায় ;
মানবের প্রতি প্রেম উথলিয়া ধায় !

(৭০)

রহিল সে গিরি-কুঞ্জ, সেই নির্ঝরিণী,
সেই শান্তি-ময় স্থান, প্রত্যেক প্রস্তর,
প্রতি বৃক্ষ-লতা যার, আজ বিনোদিনী
ছাড়িতে আকুল কাঁদি ; গ্রথিত অন্তর
তার সনে ; কত চিন্তা করেছে কামিনী
বসি তথা, তাই প্রীতি তাদের উপর
এত দূর, বাঁধা তারা জীবনের সনে ;
না ফেলিয়া অশ্রু আজ ছাড়ে বা কেমনে।

(৭১)

শ্রীদয়াল! আজ তুমি কেন রে আকুল?
সমীপে না আসে, দেখি আড়ালে আড়ালে
ফেলে অশ্রু; প্রাণে তার সংগ্রাম তুমুল!
একবার ভাবে, যাই নাকি [illegible]তলে,
এই সহবাসে রব; ভাব প্রতি-[illegible]
পুন আসে, যবে চিন্তে পরিজন দলে;
বিনোদ ডাকিয়া কাছে মুখ-পানে চায়;
অমনি দুইটী ধারা দুচক্ষে গড়ায়!

(৭২)

গৃহের সামগ্রী কত দিল বালা তারে,
ভগিনীকে দিও বলি, দিল উপহার।
বিদায় লইয়া চলে। সে কুঞ্জ আঁধারে
ডুবিল রে! সে বিচ্ছেদে শোকের সঞ্চার
সর্ব্ব-জীবে! আর পাখী তেমন সুস্বরে
আজিকে ডাকে না যেন! বন প[illegible]ার
না দেখি সে মুখ যেন দাঁড়াইয়া [illegible]ব!
পশেছে বিষাদ যেন তাদেরো স্বভাবে।

চতুর্থ-দল।

নর-সেবা।

তাহারা ফিরিল দেশে। ফিরিয়া প্রথমে
নিজ-গ্রামে গেল, আজ বহুদিন পরে

কি আনন্দ ঘরে ঘরে এই সমাগমে !
সদা আসে যায় লোক ; প্রসন্ন-অন্তরে
সকলে সম্ভাষে যুবা ; বাড়ায় সম্ভ্রমে
গুরু-জনে ; বন্ধু যারা, বাঁধি সে সবারে
আলিঙ্গনে, প্রেমে যেন দেয় মাখাইয়া ;
বাল বৃদ্ধ সবে তৃপ্ত সে প্রেম পাইয়া।

(২)

রহেছে সেই সে বাটী, সেই সে উদ্যান,
সবে করে হায় হায় ! কিন্তু তার প্রাণে
নাহি বিন্দুমাত্র ক্লেশ ; করে তুচ্ছ জ্ঞান
সে সকলে ; জ্ঞাতি-গৃহে আনন্দে দুজনে
করে বাস , উচ্চ-নীচে করি প্রেম দান,
সবার হৃদয় কাড়ে ; নির্জ্জনে কেমনে
গেল কাল, ভেঙ্গে বলে ; কথা শুনিবারে
আত্মীয়-স্বজন-মিত্র ঘেরে চারি ধারে।

(৩)

উথলে আনন্দ-প্রেম কি এক হৃদয়ে !
হাসি-রাশি প্রেমালাপে পড়ে উছলিয়া।
যে আসে নিকটে, সেই নবভাব পেয়ে,
যতক্ষণ থাকে পাশে, যায় পাসরিয়া
পাপ তাপ ; কেহ যেন মন গুলি লয়ে
গালিয়া সে সুধা-রসে দেয় ফিরাইয়া !
কি এক অপূর্ব্ব শক্তি সেই আবির্ভাবে,
দুদণ্ড থাকিলে পাশে ফুটায় স্বভাবে !

(৪)

বিস্ময়ে সকলে বলে, এই কি সে জন?
এই কি নরেন! যার হৃদয় ভাঙ্গিয়া
গিয়াছিল, অভিমানে যে কভু ভবন
ছাড়িত না, প্রাণ যার গরলে পুড়িয়া
হ'য়েছিল জর জর, কীটের মতন
হেরে নরে, ঘৃণা ভরে গেল যে ছাড়িয়া?
এই কি নরেন! একি ভাবের সঞ্চার?
পেয়েছে কি ধন যা'তে আনন্দ অপার?"

(৫)

ও দিকে বিনোদ দেখ প্রেম-ফুল-ডালা
সাজায়ে এনেছে দেশে; নিষ্কলঙ্ক মুখ
প্রেমেতে ফাটিয়া পড়ে; প্রেমালোকে বালা
ঢল ঢল করিতেছে; অন্তরের সুখ
হাসিতে উছলে পড়ে; পেয়ে শত জ্বালা
বাল্যের সঙ্গিনী তার আজ ম্লান-মুখ
কাছে এলে, অশ্রুজলে অশ্রু মিশা[illegible]
অর্দ্ধেক যাতনা যেন দেয় জুড়াইয়া।

(৬)

পবিত্র বসন ভূষা, পবিত্র ব্যভার,
বিনোদিনী নয় সেই ধনীর দুহিতা।
প্রসন্ন, বিনীত, শান্ত, যৌবনে তাহার
আজ যোগিনীর ভাব! হয় হরষিতা
নারীগণ তারে দেখি, করে বার বার

কতই প্রশংসা, লাজে যেন নিমীলিতা
বিনোদিনী, কৌশলেতে অন্য কথা আনে ;
প্রেমালাপে তোষে প্রাণে, বাড়ায় সম্মানে।

(৭)

সাধিল গ্রামের লোক;—"ঘর কর দেশে,"
তা কি পারে ? এসেছে যে দিতে প্রাণ-মন
নরের কল্যাণ-ব্রতে ; তাই অবশেষে
লইয়া বিদায় উভে করিল গমন,
যে প্রদেশে নর-নারী দুর্ভিক্ষের গ্রাসে
পড়িয়া তরাসে কাঁদে, যথা শিশুগণ
পিতৃ-মাতৃ-হীন হ'য়ে পথের ভিখারী,
অনাহারে শুষ্ক-মুখ নেত্রে বহে বারি।

(৮)

কুড়াইল ভাই-বোনে সে সব সন্তানে ;
লয়ে যায়, সহরের অদূরে, যথায়
প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গা, সুমন্দ গমনে,
প্রবাহিত, বাঁধি তথা গৃহ দুজনায়
শিশুগুলি লয়ে বসে। একই ভবনে
দুই খণ্ড ; এক খণ্ডে বালক সবায়
লইয়া নরেন্দ্র থাকে ; অন্যে বিনোদিনী
লইয়া বালিকা-দলে থাকয়ে কামিনী।

(৯)

দুই-খণ্ড-মাঝে গৃহ বিশাল সুন্দর,
পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত, সেখানে দিবসে

শিশুরা সকলে পড়ে। উভে নিরন্তর
তাদিগে লইয়া ব্যস্ত ; প্রাণের হরষে
করে সেবা ; শ্রমে কভু না হয় কাতর ;
অশনে, শয়নে, কার্য্যে, রজনী-দিবসে
সদা সঙ্গী ; প্রতিদিন তাহাদের সনে
খাটিয়া, খাটিতে সবে শিখায় দুজনে।

(১০)

মা হয়েছে বিনোদিনী, মাতুল নরেন।
সে কি দৃশ্য ! চারিদিকে তাহারা যখন
ঘেরে আসি মা মা বলে, আনন্দেতে যেন
স্বরগ সে হাতে পায় ! সুমিষ্ট বচন
বরষে অমৃত ধারা। ভালবাসা হেন
দেখি নাই ! যবে বালা হইয়া মগন
নিজ কাজে বসি রহে গৃহের উদ্যানে,
খেলে আর এসে তারা চুম্বে সে বদনে।

(১১)

পতিত জঙ্গল-পূর্ণ আছিল যে স্থ ,
শ্রম-গুণে ছবিখানি ! প্রাতে পূর্ব্বাচলে
উষা না খুলিতে দ্বার, নরেন্দ্র আহ্বান
করেন বালক-দলে, আনন্দে সকলে
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য, সুললিত গান
করিতে করিতে নামে সেই ক্ষেত্রতলে ;
কেহ বা কাটয়ে মাটি, কেহ বহে জল,
কেহ বা বপয়ে বীজ, কেহ তোলে ফল।

(১২)

শ্রম-ভরে ঘর্ম্ম ঝরে, তবু শ্রান্তি নাই,
খাটে আর গান গায় মনের উল্লাসে ;
কে কত খাটিতে পারে ইহারি লড়াই ;
নরেন্দ্র শ্রমেতে পটু, বড় ভাল বাসে
পালিতে সে তরু লতা, ভুলিয়াছে তাই
ধন-গর্ব্ব, ফল ফুল যে কালে যা আসে,
সকলি ফলায় তথা ; সে বিচিত্র স্থান
এমনি সুন্দর, দেখি মুগ্ধ হয় প্রাণ।

(১৩)

শ্রমে সুস্থ, দৃঢ়-দেহ দিন দিন সবে ;
প্রসন্নতা মুখে যেন সতত ফুটিয়া ;
এ উহারে ভাল বাসে ; শ্রম অন্তে যবে
পাঠে বসে, কি উৎসাহ, নরেন্দ্র বসিয়া
দেখেন সবার পাঠ ; কভু বা বিজনে
একাকী বসিয়া, পাঠে মগন হইয়া,
চিন্তাতে গভীর রত ; জ্ঞানের পিপাসা
হৃদয়ে অনন্ত তাঁর পূরেনাক আশা।

(১৪)

হইলে স্নানের বেলা, দল-বদ্ধ হ'য়ে
সাঁতারে সে গঙ্গা-জলে ; নরেন্দ্র সাঁতার
দেন নিজে ; কত খেলা ! কে কা'রে ছাড়ায়ে
যেতে পারে, তোলপাড় সেই জলভার !
হাস্য-পরিহাসে সবে প্রফুল্ল-হৃদয়ে,

উঠে আসে। ওদিকেতে সময় পূজার;
বিনোদ বালিকা-দলে লইয়া সে ঘরে,
ওই যে ধ'রেছে গান সুমধুর-স্বরে !

(১৫)

শিশু সনে দুই জনে কণ্ঠ মিলাইয়া,
মরি রে কি গান গায় ! ভক্তি-অশ্রু-ধার
গড়ায় দোহাঁর মুখে ; সে অশ্রু দেখিয়া
শিশুরা অবাক্, ভক্তি-রসের সঞ্চার !
ভক্তিভাবে বিনোদিনী ! দুকর যুড়িয়া,
যখন প্রার্থনা করে, পারেনাক আর
রাখিতে নেত্রের জল, কাঁদে সবে মিলে ;
সবারি পরাণ ডোবে প্রেমের সলিলে।

(১৬)

লইয়া বালিকা-দলে আপনি রন্ধন
বিনোদ করেন নিত্য ; প্রেমগুণে তাঁর
সকলে খাটিতে চায় ; জল আনয়ন
করে কেহ, কেহ বাটে, যে কার্য্যেতে যার
শক্তি আছে, সে তা করে ; প্রসন্ন বদন
এমনি সে, নাহি দেখি বিরক্তি-সঞ্চার
দিনেকের তরে তথা ; সে মুখ দেখিয়া
প্রাণ পেয়ে শিশু-দলে কি সুখী খাটিয়া।

(১৭)

দ্বিপ্রহরে পাঠ-গৃহে সবে সমাগত ;
ভাই-বোনে শিক্ষকতা ; জ্ঞান-বিতরণে

কি উৎসাহ ! মুখে মুখে শিখায় নিয়ত
কত তত্ত্ব ! এত মগ্ন, নাহি থাকে মনে
কিরূপে সময় যায় ; ক্রমে দিন গত,
আবার গৃহের কার্য্যে শিশুদের সনে
রত উভে ; এই ভাবে দিন কেটে যায়
উভয়ে পাইছে প্রাণ পরের সেবায়।'

(১৮)

মুখে যা শিখায় উভে, গ্রন্থে যা পড়ায়,
সেতো তুচ্ছ, শিখে যাহা নয়নে নয়নে,
প্রত্যেক কথাতে, কাজে, সবে সে শিক্ষায়
গড়িছে সুন্দর ক'রে , পবিত্র পবনে
থাকিয়া বাড়িছে তারা ; চক্ষু খুলে যায়
সে আলোকে ; পুণ্যানল প্রাণে জ্ব'লে উঠে ;
জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা-পিয়াস এমনি,
যত বাড়ে তত চায় না নিবে আগুনি।

(১৯)

বিনোদের এ কি শক্তি ! সাধুতার প্রতি
এমনি গভীর প্রেম ! তাঁহার বাতাসে
থাকি তারা বিষ-সম পাপে পায় ভীতি ;
অসাধু কামনা যদি কভু প্রাণে আসে,
জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে দিলে যেই গতি
হয় নরে, সেইরূপ ছুঁড়ে ফেলে ত্রাসে ;
বিনয়ে, লজ্জায়, ক্ষোভে, অশ্রুজলে ভাসি,
একান্তে মায়েরে কয় সকলি প্রকাশি।

(২০)

গোপন না থাকে কিছু ; বন্ধু হিতকারী
সে জননী ! কি আশ্চর্য্য একদিন তরে
একটী কর্কশ বাণী বদনে তাঁহারি
শুনে নাই, তবু দেখ, পাপ দেখি ডরে ;
হাসি হাসি মুখখানি যদি হয় ভারি,
তা হ'তে শাণিত খড়্গ যদি রে অন্তরে
পুতে দেয়, তাও ভাল ! সে মুখ আঁধার
হইলে তারাও সবে দেখে অন্ধকার।

(২১)

প্রেমে তো ফুটায় প্রেমে ; পিঞ্জর-তিমিরে
বন্দী পাখী, জড়-প্রায় দুরন্ত শীতেতে,
নিশা-অন্তে নব-রবি-কর সে কুটীরে
প্রবেশি হরিয়া তম, যবে পিঞ্জরেতে
পশে ধীরে, সে উষ্ণতা পাইয়া শরীরে
ডাকে সে বিহঙ্গ যথা, প্রেম পরশেতে
তেমনি মানব প্রাণে চেতনা সঞ্চার !
তেমনি অপূর্ব্ব গীতি উঠে অনিবার !

(২২)

বিনোদের প্রেমে তারা সবে সঞ্জীবিত ;
জানেনা যে দিন দিন সাধুতা ফুটিছে ;
জ্ঞান-লাভে, সাধু-কার্য্য, সবে আনন্দিত ;
সেই প্রেমে প্রেম-ধারা সবার ছুটিছে ;
পরস্পরে সেবি তারা কত হরষিত !

সকলে এমনি বশ, চরণে লুঠিছে
মন গুলি যেন তাঁর ; লয়ে সে সংসার
বিনোদ সার্থক জন্ম ভাবে আপনার।

(২৩)

দেখিয়া দোঁহার কাণ্ড গ্রাম-বাসি জন
সবে মুগ্ধ ; সেই কথা হয় ঘরে ঘরে ;
সবাই বাখানে, আসি করে দরশন
সে কুটীর ; সদালাপে সবার অন্তরে
বাড়য়ে অপূর্ব্ব প্রীতি ; দুই এক জন
এমনি আকৃষ্ট, শুধু আহারের তরে
গৃহে যায়, দিবানিশি নতুবা সেখানে
পড়ে থাকে, সহায়তা করে শিক্ষা-দানে !

(২৪)

বিনোদে সাধিয়া লোকে নিজ-গৃহে ডাকে ;
কত স্নেহ ! হাসি হাসি সেই মুখ-খানি
যে দেখে সে ভুলে যায় ; কোথা রাখে তাকে
যেন না ভাবিয়া পায় ; করি টানাটানি
নারী-গণ লয়ে যায়, বসায়ে তাহাকে
নিজ-ঘরে, কত কথা ! ভাল গ্রন্থ আনি
বিনোদ যোগান সবে ; উৎসাহে তাঁহার
দিন দিন জ্ঞানে রুচি বাড়িছে সবার।

(২৫)

নিত্য নিত্য উপহার পুষ্প মূল ফল
আসে কত বাড়ী হতে ; যে যা ভাল পায়,

অমনি পাঠায় কিছু ; নিত্য শিশুদল
পায় প্রেম-উপহার ; দশদিকে ধায়
এ বারতা ; কভু দেখি করিয়া কৌশল
না দিয়ে দাতার নাম, কেহ বা পাঠায়
বহু অর্থ ; দিন চলে কেমনে না জানে ;
একান্তে বিধির কৃপা উভয়ে বাখানে।

(২৬)

প্রেমের আবর্ত্ত এক খুলেছে সেখানে ;
যে আসে ঘুরায় তারে ! যেন রে কি থানা
আছে তথা, প্রাণ মন টানিয়া সে টানে
অমনি ডুবায় ! ক্রমে যুবক দুজনা
এমনি মিশিল আসি তাঁহাদের সনে,
থাকে, খায়, খাটে সুখে ; গ্রাম-বাসি মানা
করে কত, নীচ-জাতি শিশুদিগে লয়ে
খেয়ে, শুয়ে,জাতি-ভ্রষ্ট তাহারা উভয়ে।

(২৭)

বারণ কে শুনে ? প্রাণ পেয়েছে [illegible]ারা
সহ-বাসে , প্রাণ-মন ঢালি সে কারণে
মিশিয়াছে ; প্রেম-স্পর্শে প্রেমের ফোয়ারা
খুলে গেছে ; নব-রাজ্য দেখেছে নয়নে ;
সে সত্য-পুরুষে দেখি আজি প্রেম-ধারা
ছুটেছে তাঁহারি পানে ; দুর্জ্জয় গমনে
ধায় নদী, শৃঙ্খলিতে কেবা তারে পারে ?
সে টানে পড়িলে প্রাণ কে রোধে তাহারে ?

(২৮)

ক্রমেতে বিধবা দুটী আসিয়া জুটিল ;
দিল প্রাণ সেই কাজে ; একই অনল
জ্বলিল সবার প্রাণে , তাহাতে পুড়িল
সুখাসক্তি, মন-প্রাণ ঢালিয়া কেবল
করে সেবা ; প্রাণ-গুলি এমনি মিশিল,
আহারে, বিহারে, পাঠে, সুখ নিরমল
পায় তারা ; তিন ভাই তিনটী ভগিনী;
তার মধ্যে মধ্য-মণি যেন বিনোদিনী ।

(২৯)

পাঠে, শ্রমে, গৃহ-কার্য্যে ছয়টী হৃদয়
ক্লান্ত নয় । কি বৈরাগ্য দেখি সে ভবনে !
ঈশ্বরে সঁপিলে প্রাণ এমনি কি হয় ?
এমনি কি পুণ্য, শান্তি, বিরাজে জীবনে !
এমনি কি মুখ চির-প্রসন্নতা-ময় ?
হাসে, খেলে, মিশে সুখে , কাহারো বদনে
ইন্দ্রিয়-বিকার-রেখা না দেখি সঞ্চার ;
আপনা পাসরি সেবা করে অনিবার ।

(৩০)

ক্রমে পাড়া ব'সে যায় ! কত পরিবার
ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হ'তে আসিয়া বসিছে !
কোন গূঢ় আকর্ষণে ? দুজনেতে আর
বিজনে না করে পূজা ; এখন পুরিছে
লোকে গৃহ ; কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া সবার

মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি সন্ধ্যাতে উঠিছে ;
তা শুনি পথিক-দল চিত্রার্পিত-প্রায় !
দাঁড়-হস্তে মাল্লাগণ বহা ভুলে যায় !

(৩১)

মাঝে মাঝে ভাই-বোনে তরি-আরোহণে,
সহরেতে গিয়া, গ্রন্থ বাছিয়া বাছিয়া
কিনে আনে ; গ্রন্থাবলী বাড়ে দিনে দিনে ;
সে গ্রন্থ ছড়ায় গ্রামে ; গৃহেতে বসিয়া
কুল-নারী-গণ পড়ে ; তাঁদের যতনে
নূতন জীবন যেন পড়িছে ব্যাপিয়া
সেই গ্রামে ; সদুৎসাহে সবে অগ্রসর ;
যে থাকে দু দিন গ্রামে জুড়ায় অন্তর।

(৩২)

নর-সেবা-ব্রতে তারা দেহ-মন-প্রাণ
যত দেয়, তত ডোবে, ততই হৃদয়ে
পুণ্যানল জ্বলে উঠে, হয় অন্তর্দ্ধান
কু-বাসনা, বিভু-প্রেম তত গাঢ় [illegible]
প্রাণে বসে, তত করে সেই সুধা-পান,
সে প্রেমে সবারে গড়ে, সে প্রেম-প্রভাবে
কি এক স্বর্গের ছায়া পড়িল স্বভাবে।

(৩৩)

ফিরিল দেহের কান্তি, নয়নের জ্যোতি ;
ঔদ্ধত্য, উষ্ণতা, গর্ব্ব, হরিল সে প্রেমে ;
উৎসাহে উজ্জ্বল মুখ, তাহে স্নিগ্ধ প্রীতি,

সোহাগা পড়িল যেন সে পবিত্র হেমে !
যে দেখিবে সে ভাবিবে, নাহি আর ভীতি,
নাহিক সংশয় প্রাণে, যথা চির-ক্ষেমে
থাকে নর, সেই পথ পেয়ে পূর্ণ আশ ;
প্রীতি-পবিত্রতা-শান্তি তাই বার মাস।

(৩৪)

নিত্য নিত্য নবোৎসাহ, নব নব কাজ ;
গ্রামে গ্রামে ফিরে তারা ; পাপাচারী জনে
ফিরায় সে পথ হ'তে ; ছাড়ি লোক-লাজ
সামান্য দীনের বেশে, ভবনে ভবনে,
নিজে যায় ; লোকে বলে কি বৈরাগ্য আজ
দেখি ইহাদের প্রাণে ! সবাই বাখানে।
তারা ত জানে না তাহা, নর-সেবা-সুখে
এমনি ডুবেছে, নাহি গণে নিজ-দুখে।

(৩৫)

পানাসক্ত, পাপাচারী, কত শত জনে
ফিরাইল ; কত নারী নয়ন-আসারে
ভাসিত, তাদেরি গুণে পেয়ে স্বামী-ধনে,
প্রাণ খুলি শুভাশীষ করে সে সবারে।
ছিল যারা মগ্ন-প্রায় বিষয়-সেবনে
নিদ্রাসক্ত, শুনি কথা চমকি অন্তরে,
তারাও জাগিয়া উঠে ; অপূর্ব্ব সে কথা !
একি শক্তি ! যথা পড়ে জ্বলে যেন তথা।

(৩৬)

তুমুল সে আন্দোলন ! ধর্ম্মের চর্চ্চাতে
রত লোকে ; শাস্ত্রে রুচি ; যেখানে সেখানে
সেই কথা ; সে বিচার পাড়াতে পাড়াতে
স্বপক্ষ-বিপক্ষ-দলে ; এ দিকে উদ্যানে
স্বরগ খুলেছে তারা ! হৃদয় জুড়াতে
যে আসে, কি যেন শক্তি আছে রে সেখানে !
আপনা পাসরি ডোবে ; মক্ষিকা যেমন
পড়িয়া মধুর হ্রদে হারায় চেতন।

(৩৭)

আত্ম-পর নাহি তথা, ভিন্ন ভিন্ন ধন
নাহি আর, যেবা যাহা সঙ্গে এনেছিল
সব দিয়ে, এক ধন, এক প্রাণ মন,
এক লক্ষ্য, এক আশা, হইয়া মিশিল
ধনে প্রাণে ; সুনির্ম্মিত খিলানে যেমন
ইষ্টকে ইষ্টক জমে, এমনি বাঁধিল !
একটী ধরিয়া টান, কভু পারিবে না,
সমগ্র আসিবে খসি এক খসিবে না।

(৩৮)

নাহি করে ভিক্ষা, চাঁদা নাহি মাগে দশে,
ধনে ধন মিশাইয়া শ্রমেতে খাটায়
কৃষি-কার্য্যে, শিল্প-জাতে ; শ্রমের পরশে
চৌদিকে ফলিছে সোণা ; বাজারে বিকায়
কত দ্রব্য, নানা রূপে, কত অর্থ আসে !

ছুতার-কামার-কাজ সকলি শিখায়
শিশু-দলে, কারু-কার্য্যে বালিকা-সকলে
পরিপক্ক; কত দ্রব্য যায় কত স্থলে।

(৩৯)

সন্ধ্যাতে ভজন-অন্তে, সবে এক ঘরে
বসে আসি; নানা কথা সেখানে বসিয়া;
হাসে গায় মন-সুখে; প্রীতি পরস্পরে।
বালক বালিকা কভু দু-দল হইয়া
সারি গায়; কি সম্ভ্রম এক অন্যে করে!
নর নারী এক সনে প্রেমেতে মিশিয়া
উভয়ে উন্নত হয়; নিত্য বাড়ে প্রীতি;
হৃদয় পবিত্র করে, প্রাণে জাগে নীতি।

(৪০)

কভু বা সকলে মিলি তরি-আরোহণে
নদীতে বেড়াতে যায়! পূর্ণিমা শর্ব্বরী
শোভে যবে, তরি-পৃষ্ঠে সঙ্গীত-নিঃস্বনে
পূরি দিক্, নদী-বক্ষে গায় তারা সারি।
অপূর্ব্ব-আনন্দ-সুধা তাদের ভবনে
নিরন্তর বহে। ধর্ম্ম কি দেয় মাধুরী
দেখিতে বাসনা যদি সেই গৃহে যাও;
গিয়ে আর পালটিতে বুঝি বা না চাও।

(৪১)

বালক বালিকা বাড়ে। প্রণয়-সঞ্চার
হয় যদি, সে দুজনে দাম্পত্য-বন্ধনে

বেঁধে দেয়; কি আনন্দ সে দিন সবার!
বিবাহ-উৎসব গৃহে। তাহারা দুজনে
নিকটে বাঁধিয়া ঘর, নব পরিবার
হ'য়ে বসে; নিজ শ্রমে উন্নতি জীবনে।
যত দূর যায় তারা, প্রাণে লয়ে যায়
সে আলোক; সেই যশ দশ দিকে গায়।

(৪২)

দু'টী প্রাণ এই রূপে মিশিয়া খাটিছে!
কৃষি-দলে মিশি মিশি সে ভাব প্রচার
করে তথা; এ কি শক্তি! তাহারা ছাড়িছে
পানাসক্তি, বর্ব্বরতা, শঠ, মিথ্যাচার;
দেখিয়া অবাক্ লোকে; বাজারে যাইছে
দেখে সত্যবাদী তারা! দেখে পূর্ব্বকার
মত প্রবঞ্চনা নাই! দেখিয়া বিস্ময়ে
ডোবে লোকে; পরস্পর কথা তাহা ল'য়ে।

(৪৩)

যৌবন হ'য়েছে গত, ক্রমে বিনোদনী
প্রৌঢ়-দশা-প্রাপ্ত। আজ সে পবিত্র মুখে
গাম্ভীর্য্য-মাধুরী কিবা! আজিকে কামিনী
বিশ্বাস-বিনয়-প্রেম-পবিত্রতা-সুখে
এত সুখী, ঢল ঢল দিবস যামিনী
মুখ-খানি; সে কি ভাব! দেখিলে সে মুখে
অপূর্ব্ব সম্ভ্রম-ভক্তি-রসের সঞ্চার!
লাজে লুকাইয়া যায় ইন্দ্রিয়-বিকার!

(৪৪)

নরেন্দ্র প্রাচীন-প্রায় ; ভক্তিতে উজ্জ্বল
মুখ তাঁর ; গভীরতা সে মুখে বিরাজে।
বিভু-নাম শুনি মাত্র ধারা অবিরল
বহে নেত্রে, মধু-সম বাসে তাঁর কাজে ;
সুকবি, সংগীত তাঁর গায় শিশু-দল ;
শুনিলে পাষাণ গলে ! সেজন-সমাজে
চৌদিকে ছাড়ায়ে গেছে ; হাট করি যায়
কৃষিগণ, উচ্চস্বরে সেই গীত গায়।

(৪৫)

জ্ঞান ভক্তি-কর্ম্মে কিবা অপূর্ব্ব মিলন !
একি রাজ্য খুলি য়াছে। মানব-পরাণ
এমনি কি জয় হয় ? কি সে ছয় জন
এসংযমে যাপে দিন ? তাহার সন্ধান
জান কি মানব ! সেবা করে সমর্পণ
দেহ মন বিভু-পদে, করে বলিদান
স্বার্থ-আশা, বিভু তারে আপন করিয়া,
নিজ বলে বলী করি লয় বাঁচাইয়া।

(৪৬)

সে প্রেমে যে মজে,প্রেম রক্ষী হয় তার।
বৈরাগ্য-অনল জ্বালি, বাসনা দহিয়া,
নব-জন্ম দিয়ে তারে, প্রাণ মন তার
ফেলিয়া সে ইচ্ছা-স্রোতে লয় ভাসাইয়া।
রিপুকুল পরাজিত ; অথচ তাহার

থাকে না গৌরব তাহে ; অপরে দেখিয়া
হয় ত বিস্ময়ে ডোবে ; কিন্তু তার প্রাণে
আশ্চর্য্য না লাগে,শুধু ভেসে যায় টানে।

(৪৭)

দুরন্ত প্রবৃত্তি-কুলে, উচ্ছৃঙ্খল মনে,
কেবা পারে শৃঙ্খলিতে বিনা শক্তি তাঁর ?
যে দেয় তাঁহারে প্রাণ, সে বিভু সে জনে
নূতন করিয়া গড়ে ; হরিয়ে তাহার
কু-বাসনা, নবালোকে উজলি নয়নে,
প্রাণ-মাঝে শক্তি-রূপে করেন বিহার !
বীরের বীরত্ব-দর্প চূর্ণ যার পাশে,
হাসিয়া খেদায় তারে সে যে অনায়াসে।

(৪৮)

দশ দিকে ছুটে রব, স্বর্গের ব্যাপার
খুলেছে সে গঙ্গাতীরে ; কত পান্থ জন
যাইতে যাইতে তরি ধরি একবার
দেখে যায় ; ফিরে গিয়ে সে শো[illegible]-কীর্ত্তন
করে দশে ; মুখে মুখে সে রব বিস্তার !
দোকানি, পসারি, চাষা বুঝি কোন জন
শুনিতে নাহি রে বাকি ! হুল স্থুল দেশে !
পাপী তাপী দলে দলে শান্তি পায় এসে।

(৪৯)

এক দিন রাত্রিযোগে, তরি-আরোহণে
কে আসিল ? বৃদ্ধা দাসী উঠি একজন

আসিয়া বিনোদে ডাকে বিনয় বচনে ;
তরিতে কে নারী আছে, বড় আকিঞ্চন
বিনোদে দেখিতে তার ; যদি কৃপাগুণে
দেন দেখা, ক্রীত হয় জন্মের মতন।
এ কে নারী ? কেন ডাকে ? হায় বিনোদিনি !
কি দৃশ্য দেখিবে তুমি জান না কামিনি !

(৫০)

গিয়ে না দাঁড়াতে কূলে, দেখে বস্ত্রাঞ্চলে
ঝাঁপি মুখ, কাঁদে নারী, সামালিতে নারে।
"হাত খোলো কে গো তুমি ?" তার ক্ষুদ্র বলে
সে হাত খুলিতে নারে ; নয়ন-আসারে
তিতিল অঞ্চল, তবু কাঁদে ফুলে ফুলে ;
বিনোদ দাঁড়ায়ে ভাবে, কথা নাহি সরে
আর মুখে ;—হায় ! হায় ! একোন দুখিনী ?
কি শোক উথলে প্রাণে ? কাহার কামিনী ?

(৫১)

"কেঁদনা কেঁদনা"—হায় ! সে অমৃত-বাণী
কর্ণে যত পড়ে, তত আকুল কাঁদিয়া !
অবশেষে হাত খুলি দেখে বিনোদিনী
সে নারী তো অন্য নয়, উঠে চমকিয়া,
এই তো বৌদিদী তার। সেই অভাগিনী
কঠিন-হৃদয়া হ'য়ে, কুলে কালি দিয়া,
যে পলাল। হায় ! হায় বিনোদ ! বিনোদ
কাঁদ কেন ? কেন কণ্ঠ হয়ে গেল রোধ ?

(৫২)

কণ্ঠ-রোধ, স্পন্দহীন, ধরণী-উপরে
নেত্র স্থির, শুধু দেখি দর-দর-ধার
সুন্দর কপোল দিয়া অশ্রুধারা ঝরে !
হাতখানি ধরে তাঁর নারী বার বার
ঠেলিতেছে, হুঁস নাই ! তাঁহার অন্তরে
পূর্ব্বাপর কথা জাগে ; সিন্ধু যে প্রকার
পবন-তাড়নে দোলে, সে রূপ হৃদয়
ভাবের তরঙ্গে প'ড়ে আন্দোলিত হয়।

(৫৩)

"বিনোদ ! বিনোদ !"—আহা ! পারে না বলিতে
প্রাণ বুঝি ফাটে !—"বোন ! চিনিতে কি পার ?"
বলিয়া আকুল নারী ! নারে সামালিতে !
বিনোদ মুছিয়া আঁখি বলে "এ প্রকার
দশা কেন ?" হায় হায় ! একথা বলিতে
কণ্ঠ-রোধ হয়ে আসে—"কি জন্যে আবার
দেখা দিলে ? আমাদিগে পারনি ভু[illegible]তে ?"
গভীর আবেগে ওই হারায়ে চেতনা,
মূর্চ্ছিত হইল নারী ; ধরিছে দুজনা।

(৫৪)

জেগে বলে—"বিনোদিনি ! ভাল যে বাসিতে,
ডাকিতে যে দিদি ব'লে, আজ কৃপাগুণে
ক্ষমা কর, সাহসী যে হয়েছি আসিতে,
করো না বিরাগ তাতে ; পাপের আগুনে

পুড়িয়া হ'য়েছি খাক ; আপনা নাশিতে,
সঁপিয়া পাপের হাতে নিজে জেনে শুনে,
দেহ-মন, কি যে শাস্তি পেয়েছি জীবনে,
বলিব সকলি বোন ! তোমার সদনে !"

(৫৫)

"এখন প্রার্থনা, মোরে লও কৃপা করি,
দাস্য-বৃত্তি দিয়ে রাখ ; শুনি লোক-মুখে,
দেবত্ব পেয়েছ দোঁহে ; বহু নর-নারী
পেয়েছে উদ্ধার নাকি, শুনি স্বর্গ-সুখে
আছ সবে, ভাবিলাম যাই পায়ে ধরি
মাগি ক্ষমা, পাপে, তাপে ঘোর মনোদুখে
গেল দিন, তাঁরি পদে মরি অবসানে ;
হেনেছি বিষাদ-শেল যাঁহার পরাণে।"

(৫৬)

শুনি বহু পাপাচারী গিয়াছে তরিয়া
সহবাসে ; পাপীয়সী আমার সমান
আর ত পাবে না বোন ! করুণা করিয়া
আমাকে তরাও ; মোরে দেও দেও স্থান।
ক'রেছি যে পাপ আমি, জনম ধরিয়া
দাস্য-বৃত্তি করি যদি, যদি এই প্রাণ
যায় কারাদণ্ডে, তবু প্রায়শ্চিত্ত তার
হয় না বিনোদ ! হবে কি গতি আমার !

(৫৭)

আবার ফুলিয়া কাঁদে ; বিনোদের প্রাণ
সহজে কোমল ; তাতে বাল্যাবধি যারে

কতই বেসেছে ভাল, ভিখারী-সমান
আজ সে মাগিছে কৃপা, থাকিতে কি পারে!
অঞ্চলে মুছায়ে আঁখি, করি আশা দান,
বলে হৌক মহাপাপী, ঈশ্বরের দ্বারে
আছে প্রবেশের পথ,—হও আশ্বাসিত,—
যে কাঁদে পাপেতে পড়ি সে পাবে নিশ্চিত।

(৫৮)

"বৌ দিদি!"—শুনিয়া সেই পুরাতন নামে
কাঁদিয়া উঠিল নারী,—"এ ক্ষুদ্র আলয়ে
হ'তে পারে স্থান, কিন্তু তোমারে এ ধামে
লইতে, লাগে বা ব্যথা দাদার হৃদয়ে
তাই ভাবি; যে যাতনা তাঁহার মরমে
লেগেছিল, বহু-কষ্টে যদি পাসরিয়ে
গিয়াছেন, পুন পাছে প্রাণে তাহা জাগে,
সেই চিন্তা, অন্য বাধা কিছু নাহি লাগে।"

(৫৯)

চল যাই একবার ডাকিয়া বিজনে
বলি তাঁকে। পূর্ব্ব-ভাব নাহিক তাঁহার;
হয়ত আনন্দ হবে তোমার জীবনে
দেখি অনুতাপ-অগ্নি; কিন্তু যে প্রকার
আছি আমি, আছে নারী অপর দুজনে
যে সংযমে, ভেবে দেখ মনে আপনার,
পারিবে কি চির-দিন সে ব্রত রাখিতে?
ঘুচেছে দাম্পত্য-সুখ এই পৃথিবীতে।

(৬০)

"দিও না যাতনা বোন !" বলিলা কামিনী
"পোড়ায়েছি এ অনলে সে সব বাসনা ;
মিটেছে পাপের ক্ষুধা ; আমি অভাগিনী
সহেছি অনেক শাস্তি, নরক যন্ত্রণা ;
এখন আকাঙ্ক্ষা এই, প্রিয় বিনোদিনি !
চরণে মাগিয়া লই তাঁহার মার্জ্জনা ;
থাকি কাছে যদি তাঁর পাই অনুমতি ;
দাস্য-বৃত্তি ক'রে মরি, পাই লো সদ্গতি।

(৬১)

বিনোদ লইয়া নিজ শয়নের ঘরে
বসাইল ; ডাকি আনে দাদাকে গোপনে।
নরেন্দ্র প্রবেশে যেই, পদ-যুগে ধ'রে
কাঁদে নারী, লুকাইয়ে মুখ সে চরণে ;
নরেন্দ্র টানিয়া তোলে ; ঝাঁপি দুই করে
পাপ-মুখ, ফুলে কাঁদে ; সুমিষ্ট-বচনে,
কেঁদনা কেঁদনা বলি নরেন্দ্র নিবারে ;
নিজেরো উথলে শোক রুধিতে না পারে।

(৬২)

সাধে কিরে সে আবেগে উথলে হৃদয় !
বিস্মৃতি-পাষাণ-চাপা আছিল যে কথা,
উঠে তা কবর হ'তে ; সুখ-দুঃখ-ময়
ভূত কাল জেগে উঠে ; তাই তো রে ব্যথা
সহসা লাগিল প্রাণে ; সেই সমুদয়

সেই গৃহ, সে ঐশ্বর্য্য, বন-বাস-কথা
সকলি চকিতে দেখে! সে প্রিয় বদনে
অশ্রু-জল দেখে আজ ধারা দু-নয়নে।

(৬৩)

ডানি হস্তে বাম হস্ত ধরিয়া তাহার,
বাম হস্তে মুছে আঁখি ; দু-হস্তে অঞ্চলে
মুখ ঢেকে কাঁদিছে সে ; দুটী অশ্রুধার
বিনোদের মুখে ঝরে ; চাহিয়া ভূতলে
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে। ছবি এ প্রকার
কে দেখেছে কবে? পূন সমতলে
যে দিন নামিল তারা জানিত কি তবে,
জীবনে এমন দিন এক দিন হবে?

(৬৪)

পায় অনুমতি, ধন্য ভাবে আপনারে ;
লাজে দুঃখে মুখ-খানি সতত মুদিয়া,
দাসীর অধিক খাটে ; আহারে বিহারে
উদাসীন ; ধরাসনে রাত্রিতে পড়ি
বাহু-যুগ করে আর্দ্র নয়ন-আসারে ;
স্মরিয়া পাপের কথা হৃদয় ফাটিয়া
যায় যেন! নরেন্দ্রে সে দেব-সম জানে
তাকা'তে সাহসী নয় তাই মুখ-পানে।

(৬৫)

কি বিনীত! না ডাকিলে নাহি যায় পাশে ;
সেই ঘোর মনস্তাপ দেখিয়া নরেন

সর্ব্বদা ডাকেন কাছে ; বিবিধ আশ্বাসে
বলেন আশার কথা ; বুঝিবে সে কেন,
যতই সাধুতা দেখে ততই হুতাশে
পোড়ে প্রাণ ! হায় আমি এই প্রাণে কেন
দিয়েছি দারুণ ব্যথা ! এ প্রশ্ন অন্তরে
জেগে উঠে , দাঁড়াতে না পারে সেই ঘরে।

(৬৬)

বিনোদ ভুলাতে তারে কত মিষ্ট-ভাষে
আশ্বাসিছে ! অবশেষে আনি নিজ ঘরে
শয্যা পাতি পাশে থাকে; যবে নেত্র ভাসে
ক্ষোভে তার, আলিঙ্গিয়ে,মুছি নেত্র-ধারে,
শুনায় বিধির কৃপা ; কভু উঠি ব'সে,
মধুর সঙ্গীত করি জুড়ান অন্তরে।
বিশ্বাস-বৈরাগ্য-প্রেমে জীবন সে পায় ;
নিরাশ-দুর্দ্দিন যেন ক্রমে কেটে যায়।

(৬৭)

এ কি রে ! এই না সেই ধনির দুহিতা !
ঈর্ষ্যা-ময়ী, বিলাসিনী, কর্কশ-ভাষিণী ?
এই না সে নরেন্দ্রের নির্দ্দয়া বনিতা ?
একি হলো ? কার ভারে ভাঙ্গিয়া কামিনী
পড়িয়াছে ? কোন্ দুঃখে আজ নিমীলিতা ?
প্রভু হে ! তোমারি স্পর্শে আজ অভাগিনী
পাইয়াছে নব-জন্ম ! আঁখি খুলিয়াছে ;
অসার-অসত্য-মাঝে সত্য চিনিয়াছে।

(৬৮)

সকলিতো হ'লো! সেই পতি সদাশয়,
বাড়ী ঘর, লোক জন, সেই ননদিনী,
সব আছে; কিছু নাই! চায় না হৃদয়
আর তো পার্থিব সুখ; ডুবিছে কামিনী
বিভু-প্রেমে; ভাঙ্গা প্রাণে প্রভু দয়াময়
শুনেছি বাসেন ভাল, তাই অভাগিনী
নিত্য নিত্য তাঁর কৃপা জীবনে পাইছে;
দেখিতে দেখিতে যেন উঠিয়া যাইছে।

(৬৯)

আছে ঘর, গৃহস্থতা গিয়াছে চলিয়া;
আছে পতি, সে দাম্পত্য জনমের মত
ঘুচিয়াছে; আছে জন, গেছে ফুরাইয়া
সে প্রভুত্ব; আছে দেহ, রক্ত মাংস যত
হয়েছে আত্মার দাস; গিয়াছে দহিয়া
রিপু-কুল; এখন সে দেখ অবিরত
চেয়ে আছে তাঁরি পানে, যিনি প্রাণাধার;
সুখ দুঃখ সম দুই, দুই তুচ্ছ তার।

(৭০)

"রাখ রাখ লও লও প্রভু হে! তোমার
দাসী আমি।"—এই মন্ত্র এবে সে ধরেছে।
এই মন্ত্র সাধে সদা; ভব-দুঃখ আর
দুঃখ ব'লে নাহি গণে; আশ্রয় করেছে
সেই কৃপা; মৃত্যু-ভয়ে অন্তরে তাহার

আর না লাগিছে ডর; আজ সে পরেছে
সুদৃঢ় বিশ্বাস-বর্ম্ম; জেনেছে উদ্ধার,
পেয়েছে পেয়েছে সত্য কৃপায় তাঁহার!

(৭১)

প্রাণ পেয়ে নারী ক্রমে কলঙ্কিনী-দলে
বলে সে মুক্তির বার্ত্তা। আরো কত প্রাণে
সে আগুন জ্ব'লে উঠে! পুড়ি সে অনলে
পতিতা রমণী কত ক্রমে সে উদ্যানে
পায় স্থান; বিনোদিনী লয়ে সে সকলে
জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা দেয় বিবিধ-বিধানে।
এক-তরু-ফলে শত তরু জন্মে যথা,
কার্য্য হ'তে কার্য্য-সৃষ্টি হইতেছে তথা।

(৭২)

ছ-জন আছিল তারা ছয় শত জন
আশে পাশে; কত শিশু মানুষ হইয়া
আজ প্রৌঢ়-দশা-প্রাপ্ত; সকলে এখন
করে সেবা ভাই-বোনে; নিজেরা খাটিয়া
খাটিতে না দেয় দোঁহে; তাঁহারা এখন
আত্ম-চিন্তা, উপাসনা, ধ্যানেতে ডুবিয়া
আনন্দে হরেন কাল; প্রগাঢ় বিশ্বাসে
উজ্জ্বল সে মুখ সদা ভক্তি-জলে ভাসে।

(৭৩)

ক্রমে তো বার্দ্ধক্য এল; পলিত-স্থবির
হ'লো তারা; আয়ু রবি যায় অস্তাচলে!

জীবনের সন্ধ্যাকালে, সেনাপতি বীর
পুত্র-কন্যা-স্কন্ধে ভর করি যথা চলে,
জীবন-সংগ্রাম-অন্তে, আজ ধীর স্থির
সেরূপ চলেছে দোঁহে! ধরিয়া সকলে
ধীরে ধীরে নামাইছে যেন মৃত্যু-পানে ;
শেষ-শয্যা সুখ-শয্যা করিছে যতনে।

(৭৪)

মরি রে বিচিত্র প্রেম! যদি ক্রোধ করি
বকে কভু, যারে বকে সেই ছুটে আসি
চুম্বে মুখে ; মিষ্ট-ভাষে সে বিরক্তি হরি
অমনি সে কাজ করে ; সে উদ্যান-বাসি
রাখিয়াছে সে উভয়ে যেন প্রাণে পূরি ?
বসায়ে দু-জনে মাঝে আনন্দেতে ভাসি,
হাসে খেলে, ফুল তুলে গাঁথি প্রেমহার,
সোহাগে চুম্বিয়া, গলে পরায় দোঁহার!

(৭৫)

আর কি শুনিবে? দিন হয় অবসান,
দিন দিন ভাঁটা পড়ে উভয় জীবনে।
প্রভু হে! এমনি ভাবে, দেহ মন প্রাণ
এমনি সেবাতে দিয়ে, এমনি সাধনে
রত থাকি, এই রূপে প্রেম-সুধা-পান
করি তব, অবসানে বিশ্বাস-নয়নে
ওই সত্য-জ্যোতি হেরি, সন্ধ্যা কি আসিবে?
জীবন তোমারি ক্রোড়ে অন্তে লুকাইবে?

সৌন্দর্য্য।
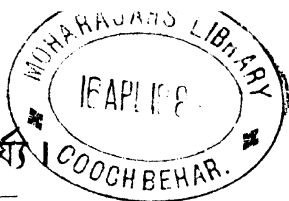
সূচনা।

একদা বিরলে বসি বন্ধু কয়জন
কহে কথা পরস্পরে। মজিয়াছে মন
এমনি সে-কথা-রসে, যাইছে সময়
কোথা দিয়ে বহে, তাহা লক্ষ্য নাহি হয়।
ক্রমেই বাড়িছে রাতি; আট নয় দশ,
বেজে গেল: আজ তারা ফেলি কথা-রস
উঠিতে না পারে, আজ ভুলেছে আহার;
বিচিত্র কথার স্রোতে দিতেছে সাঁতার!
ভ্রমি নানা স্থানে কেবা কি কোথা দেখেছে,
সুন্দর সুরম্য দৃশ্য কি মনে রেখেছে,
বন্ধু-গোষ্ঠী-মাঝে বসি করিছে বর্ণন;
শুনিতে শুনিতে মন সবারি মগন।

প্রথম দল।

অরণ্য।

প্রথম বলিল;—"ভাই! আমি একবার,
আমোদ-নগর হতে, সরস্বতী-পার,
প্রহ্লাদ-পুরেতে যাই; যাইতে তথায়,
অরণ্যের মধ্যে পথ; দেখিনি কোথায়,

এ হেন সুন্দর দৃশ্য ! দেখি বনে পশি,
কি খেলা খেলেছে বিধি সে নির্জ্জনে বসি !
নির্জ্জন গহন কিবা, কিবা তরু-রাজি
অযত্ন-সম্ভূত কত ফল-ফুলে সাজি,
নির্জ্জনে বিস্তারে শোভা ; বায়ু-ভরে দোলে ;
সোহাগে ছড়ায় ফুল প্রকৃতির কোলে।
হেন শান্তি-ময় কুঞ্জ, সকলি সেখানে
চিত্তের উত্তাপ হরে ; সৌরভ-আঘ্রাণে,
প্রফুল্লিত প্রাণ মন ; নেত্র-তৃপ্তি-কর,
চৌদিকে শ্যামল-কান্তি কিবা মনোহর !
বসি থাক তরু-তলে, সর সর সর,
সুমন্দ মলয়ানিল বহে নিরন্তর ;
সে পরশে স্নিগ্ধ দেহ, শ্রান্তি লয় হরি ;
ক্ষণেক বসিলে যেন সংসার পাসরি !
নিস্তব্ধতা, পবিত্রতা, শান্তি ও বিশ্রাম
সতত বিরাজে তথা ; অপূর্ব্ব আরাম
হলো প্রাণে ; সে বাতাসে যেন নির্জ্জনতা,
বহে বহে আসি প্রাণে, হরিল উষ্ণতা !
তরুগুলি পল্লবিত সতেজ সুন্দর !
কোনটী ধরেছে ফুল, ফল মনোহর
কোনটীতে শোভা পায়, লতায় পাতায়
কোনটী এমনি ঘেরা, লুকায়ে তথায়,
কি পাখী দিতেছে শীশ ! চেয়ে চেয়ে দেখি,
উঁকি ঝুঁকি মারি ঝোপে, কিছু না নিরখি।

বহু অন্বেষণে দেখি, সে কুঞ্জ-গভীরে,
সুন্দর বিহঙ্গ দুটী বাঁধিয়া কুটীরে,
আনন্দে করিছে বাস ; মানব যায় নি
ভুলে যেন, কোন দিন দেখিতে পায় নি,
সূর্য্য তারে, চির-শান্তি-ময় সেই স্থান ;
সে কুঞ্জে বসিয়া পাখী করিতেছে গান।
কোন স্থানে দেখি, বায়ু বহিয়া বহিয়া,
কি জানি কাহার লাগি, যেন ঝাড়ু দিয়া
তরুতল রাখিয়াছে ! অজ্ঞ লোকে বলে,
সে সুরম্য বন-কুঞ্জে, সেই তরু-তলে,
যবে জ্যোৎস্নাময়ী হাসে শারদ শর্ব্বরী,
নাচে আর গায় আসি কিন্নর কিন্নরী।
সে বনের মাঝে বিল দূর-প্রসারিত
দেখিলাম ; শত-দল তাহে প্রস্ফুটিত !
এমনি প্রশান্ত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল বারি,
জল পাশে বসি বক, মূরতি তাহারি
দর্পণে পড়েছে যেন, জলেতে ফলিত ;
সুগম্ভীর জলরাশি, চির-বিনিদ্রিত !
একটীও পদ-চিহ্ন নাহি তার ধারে ;
যে যেখানে জন্মিয়াছে, জন্মাবধি তারে
কেহ না ছুঁয়েছে যেন, আছে সেইখানে,
আপনা আপনি বাড়ে, বিবিধ বিধানে
জড়াইয়ে পরস্পর শাখায় শাখায় ;
গর্ব্বিত চরণে নর কভু না মাড়ায়।

সারা-দিন বসি বক কত ঘণ্টা গণে,
কভু না শিহরে তনু কোন রব শুনে।
এ বন সে বন ঘুরে বসি তরু-তলে,
কাননে নয়ন রাখি, নির্জ্জনতা-তলে
ডুবিতেছি, ভাবিতেছি কি জানি কি হেন,
কি যেন হারায়ে গেছে, খুঁজিতেছি যেন,
আধ-জাগা, আধ-ঘুম, আসিছে বাতাসে
কি সুঘ্রাণ! ফিরে দেখি, সেই বন-পাশে
কি জানি কি ফুল সেটী, ফুটেছে নির্জ্জনে;
মধুর নিঃশ্বাস দেয় মাখায়ে পবনে।
সৌরভে আকুল হয়ে দেখি মত্ত-প্রায়
কোথা যেতে অন্ধ অলি যেন কোথা যায়!
এ গাছে ও গাছে পথ জিজ্ঞাসিয়া ঘোরে,
ঘুরিয়া ফিরিতে চায়, ফিরিবারে নারে।
সে ভৃঙ্গের রঙ্গ দেখি ডুবিনু হরষে,
লুকায়ে রাখিনু ফুলে; আসি অবশেষে
পায়ে ধরি হাতে ধরি সাধা-সাধি কত,
গুণ-গুণ-রবে মধু-লোভী মধু-ব্রত।
বসি সেই প্রকৃতির নির্জ্জন মন্দিরে,
কেহ নাহি তবু দেহ উঠিছে শিহরে;
বিশুদ্ধ শান্তির নীরে পরাণ ডুবিল;
মনের দুশ্চিন্তা যত কোথা পলাইল!
দেখেছি অনেক দৃশ্য এমন সুন্দর,
দেখিনি সুরম্য কিছু, অবনী-ভিতর।

দ্বিতীয় দল।

পর্ব্বত।

দ্বিতীয় হাসিয়া বলে,—"তুমি যা বলিলে,
আমি যদি ভেঙ্গে বলি, সে কথা শুনিলে,
কোথায় বনের শোভা লাগে তার কাছে।
দক্ষিণে, সহ্যাদ্রি-শৃঙ্গে স্থান এক আছে;
কি সুন্দর কি বলিব! আগে ভাবিতাম,
না জানি কিরূপ গিরি; এবা করিতাম
কতই কল্পনা মনে; তৎপরে যখন,
অনেক পাহাড় ঘুরে করিনু দর্শন,
প্রাণ পুলকিত হলো; দাঁড়ায়ে শিখরে
দেখিলাম উপত্যকা; পুলক-অন্তরে
যত চাই তত ডুবি আনন্দ-সলিলে;
বসে থাকি সে কান্তারে দুটী চক্ষু ফেলে,
ক্রমে সে সৌন্দর্য্য-হ্রদে ডোবে মন প্রাণ,
কিরূপে সময় কাটে না থাকে সন্ধান!
এ সব সুন্দর বটে, কিন্তু সহ্য-কোলে
দেখেছি যে শোভা ভাই! এই ধরাতলে
তেমন সুন্দর কিছু আছে কি সন্দেহ;
জানি না দেখেছ কি না তার মত কেহ!
আছে এক গিরি-দুর্গ, তিন দিকে তার
অভ্র-ভেদী তুঙ্গ-শৃঙ্গ দুর্জ্জয় প্রাকার;

দক্ষিণে শ্যামল-ক্ষেত্র দূর-প্রসারিত,
কত শত ক্রোশ যেন হইছে লক্ষিত !
সুরম্য সে গিরি-দুর্গে প্রকৃতির শোভা
কি বলিব ! যোগী-মুনি-কবি-মনোলোভা !
বলেছ বনের কথা, সে গিরি কান্তারে,
ঘোরারণ্য জন-শূন্য ! কিবা চারি ধারে
সুগম্ভীর তরুবর মস্তক-উন্নত,
মেঘেতে ঢাকিছে শির ! যেন কত শত
বর্ষ ধরি বসিতেছে শৈবাল তাহাতে ;
আবেষ্টিত লতা-পাশে ; দাড়ালে তলাতে,
সামান্য জীবের মত ভাবিবে আপনা ;
যেন তার গ্রাহ্য নাই তুমি কোন জনা !
জঙ্গলেরি কিবা শোভা ! বিধির তুলিতে
এতই কি বর্ণ ছিল ? সে বৃক্ষ গুলিতে,
কি বিচিত্র কারিগরি ! কেহ শ্বেতবর্ণ-
পত্র-ধারি, কেহ লাল, কোনটীর পর্ণ
যেন মকমলে গড়া ! পাতায় পাতা ,
কত সূক্ষ্ম রেখা, তাহা গণা নাহি যায়।
পথে যেতে, প্রতি পদে অপূর্ব্ব সুবাস,
বহিয়া আসিবে, প্রাণে বাড়িবে উল্লাস।
গম্ভীর পাষাণ-মূর্ত্তি সে কি গিরি-বর !
বলিবার সাধ্য নাই ; কাঁপিবে অন্তর,
চাও যদি মাথা তুলি সে পাষাণ-পানে ;
অপূর্ব্ব সম্ভ্রম এক উপজিবে প্রাণে।

শৃঙ্গ-দেশ মেঘ-জালে আছে লুক্কায়িত;
চিকি মিকি চিকি মিকি বিজলী জৃম্ভিত!
এক দিকে শৃঙ্গ হ'তে ঝরে নির্ঝরিণী,
প্রস্তর-মাঝারে ঘোরে কল-নিনাদিনী,
ধীরে ধীরে, নেমে নেমে, পাথরে পাথরে,
শেষেতে লুকায়ে গেছে জঙ্গল-ভিতরে।
নয়ন চলে না তথা, সুস্বর-লহরী
কুলু কুলু কুলু শুধু দিবস-শর্ব্বরী!
নির্ঝরের চারি পাশে সুরম্য বিপিন,
কত বাদ্য-যন্ত্র তথা বাজে সারাদিন!
গভীর নির্জ্জনে পাখী বসি বসি ডাকে;
ঘুমায় যে প্রতিধ্বনি জাগাইছে তাকে।
দিবাশেষে রবি যবে পশ্চিম অচলে
ঢলে পড়ে, প্রবেশিয়ে দেখ সেই স্থলে,
জলের প্রপাত কি বা পূর্ব্ব-শৃঙ্গ হ'তে
ঝরিতেছে; যেন কেহ রৌপ্য-ময় পাতে
খেলায়ে সে গিরি-শৃঙ্গে পথিকে দেখায়!
সায়াহ্নিক ভানু-কর পড়ি তার গায়,
প্রসবিছে ইন্দ্র-ধনু; ক্ষণে ক্ষণে তার
নব নব ভাব দেখি, নূতন আকার!
কোথা বা প্রকাণ্ড দেখ পর্ব্বত-কন্দর,
কতদূর প্রসারিত, জানে কোন নর!
গিয়ে দেখ, লেখা আছে অতীতের কথা,
শ্রমণ-তাপস-দল বসিতেন তথা;

প্রমাণ তাহার দেখ পাষাণ খুদিয়া,
সুন্দর মন্দির কত রেখেছে নির্ম্মিয়া।
প্রবেশিতে গিরি হ'তে সহস্র ধারায়
ঝরে বারি দিবানিশি ; দাঁড়ায়ে তথায়
কর স্নান, হবে প্রাণ তখনি শীতল।
শিশির-কণিকা জিনি স্বচ্ছ সেই জল।
পশু-পাল নামে যবে সন্ধ্যা-সমাগমে,
গিরি হ'তে, ধীরে ধীরে এক দুই ক্রমে
নেমে যায়, পূরে দিক্ কিঙ্কিণী-নিঃস্বনে ;
শতেক কিঙ্কিণী বাজে, সান্ধ্য সমীরণে
সেই ধ্বনি জাগে কাণে ; যেন নানা-যন্ত্রে
মিশায়ে সুস্বরে বাজে ! যেন যাদু-মন্ত্রে
কি রসে ডুবায়ে প্রাণ কোথা লয়ে যায় !
টুণ্ টুণ্ টুণ্ ধ্বনি চিন্তাতে মিশায় !
সুরম্য গাম্ভীর্য্য তথা আনন্দ বিস্ময়ে
মিশায়ে সৌন্দর্য্য-রসে ডুবায় হৃদয়ে।

তৃতীয় দল।

সাগর।

তৃতীয় বলিল,—"ভাই ! কভু কি সাগরে
গিয়েছিলে ? তাহা হলে সবে সম-স্বরে

বলিতে সিন্ধুর সম সুন্দর জগতে
কিছু নাই। প্রকাশিতে নারি কোন মতে
সে সুন্দর, সে গম্ভীর, সে পবিত্র ভাব;
পরাস্ত কল্পনা ভাই! ভাষার অভাব।
একবার গিয়েছিনু যখন সিংহলে,
এখনো পরাণ জাগে তাহা মনে হ'লে।
যদি হে জাহাজ দেখি, ছুটিয়া উঠিতে
এমনি আবেগ হয়, হয় নিবারিতে
বহু-কষ্টে সেই মনে। সে নীলাম্বু নিধি,
গাম্ভীর্য্যে সৌন্দর্য্যে তারে কি করেছে বিধি,
বাসনা দেখিতে যার, সুদূর সাগরে
যাক্ সে একটী বার; জনমের তরে
ভুলিতে হবে না আর প্রাণে মিশে রবে;
যখনি স্মৃতিতে দেখ সুখোদয় হবে।
অসীম সুনীলে যবে পঁহুছিল তরি,
বাহিরিয়া চারিদিকে দৃষ্টি-পাত করি;
সে কি দৃশ্য! নীল নীল কেবল নীলিম!
জল-রাশি আছে গ্রাসি চৌদিকে অসীম।
এত তো প্রকাণ্ড তরি সহর-সমান,
সে অসীমে পড়ি, হেন হয় অনুমান,
যেন কি জলের পাখী, বুকেতে ঠেলিয়া
জল-রাশি, ভাসি ভাসি বেড়ায় খেলিয়া!
যত যায়, চেয়ে দেখি তরি পিছে পিছে
জল-চারি গল্ পক্ষী সঙ্গেতে আসিছে।

ঘুরিতে তরির ধারে এরা ভালবাসে ;
কভু পাশে, কভু পিছে, কভু বা আকাশে,
কভু সে তরঙ্গোপরি বসিয়া ভাসিছে ;
দোলায় তরঙ্গ তারে, দুলিয়া আসিছে।
ক্রমে দিন গত ; তরি প্রবেশে গভীরে ;
ওই পড়ি রহে বঙ্গ ; মিলাইছে নীরে ;
আর গল্ নাহি আসে, ফিরে ডাঙ্গা-পানে ;
এদিকে অপূর্ব্ব শোভা মোহিছে পরাণে !
ডুবিছে রবির ছবি নীল-জল-পারে ;
অসীমে অসীম মিশি গ্রাসিছে আঁধারে।
নিমেষে নিমেষে যেন খসি পড়ি যায় ;
দেখি দেখি ! সে নীলাম্বু-তলেতে লুকায় !
অনন্ত-জল-প্রান্তরে আসিল গোধূলি ;
আকাশে সাগরে যেন হয় কোলাকুলি !
ওই দূরে অন্ধকার বেয়ে বেয়ে আসে ;
নিমেষে নিমেষে দৃষ্টি তিল তিল গ্রাসে !
না হ'তে আঁধার, ঊর্দ্ধে হাজার হাজার
ফুটিয়া উঠিল ফুল ; তারা এ প্রকার
দেখি নাই কোন দিন ! সে ঘন আঁধারে
সে সুন্দর দৃশ্য প্রাণ ডুবাল পাথারে।
দেখি না নীলাম্বু আর, কাণেতে তখন
শুনিতে বিচিত্র বাজে গভীর গর্জ্জন।
তারালোকে দেখি ফেণা দু-দিকে ছুটিছে,
শত শত বেল যেন একত্র ফুটিছে।

ব’সে আছি সুগম্ভীর ভাবে এ প্রকার,
নাক, মুখ, চোকে যেন পশে অন্ধকার।
প্রশ্বাসে আঁধার গিলি, নিঃশ্বাসে উগারি!
চিন্তা যায় কোন রাজ্যে ধরিতে না পারি!
সপ্তর্ষি-মণ্ডলে ছাড়ি ধ্রুবেতে পশিছে;
ধ্রুবে ছাড়ি ছায়া-পথে শেষেতে মিশিছে!
কাণে বাজে সাঁ। সাঁ। রব, প্রাণে নির্জ্জনতা,
কি গভীরে, পশে মন! এমনি ঘনতা
চারিদিকে! মন তাতে ডুবিয়া ডুবিয়া,
আপনা খুঁজিতে গিয়া যায় হারাইয়া।
প্রভাত হইলে নিশি একি দেখিলাম!
উঠিনু শিহরে ভাই! এমন সুশ্যাম
জলরাশি হতে পারে, কভুতা স্বপনে
ভাবি নাই; কিবা স্বচ্ছ, দেখিনু নয়নে
অতল গভীরে, যথা শৈবাল বিহরে,
তাহাও সুস্পষ্ট দেখি! জলরাশি-পরে,
মৃদু মৃদু সমীরণ ব’হে ব’হে যায়;
কোমল লহরী-মালা এমনি খেলায়,
কে যেন তুলিকা ধরি সূক্ষ্ম রেখা টানে!
যে দেখে মাধুরী তার সবাই বাখানে।
এই ত প্রশান্ত সিন্ধু, প্রবল পবনে
কি মূর্ত্তি সাগর ধরে বর্ণিব কেমনে!
উন্মত্তের মত জল যা পায় আছাড়ে;
তরঙ্গে তরঙ্গ পড়ে কে বা কার ঘাড়ে!

কূলেতে রয়েছে গিরি, অট্ট অট্ট হাসি,
গিরি-দেহে বল-দর্পে তাল ঠোকে আসি ;
আঘাতে তরঙ্গ ভেঙ্গে রেণু রেণু উড়ে ;
শত শত রাম-ধনু খেলে সে পাহাড়ে !
তীরের নিকটে ধায় উলটি পালটি,
কামান দাগিছে কোথা যেন বা শতটী।
তীরে লোটে, ফেণা ফোটে, সদর্পে লাফায় ;
হাসে জল খল খল উন্মত্তের প্রায় !
দেখেছি দাঁড়ায়ে কূলে সে নৃত্য সুন্দর,
শুনেছি দুকাণ ভরে রব মনোহর !
দেখেছি অনেক শোভা সিন্ধু দেখে ভাই,
বুঝেছি এমন দৃশ্য ধরা-ধামে নাই।

চতুর্থ দল।

বাসন্তী পূর্ণিমা।

চতুর্থ হাসিয়া বলে,—“আমার বিষয়
ছোট খাট ; গাম্ভীর্য্যেতে সিন্ধু-সম নয়।
কিন্তু ভাই ! দেখিব না কেবল গাম্ভীর্য্য,
সৌন্দর্য্যে দেখিতে হবে প্রথমে মাধুর্য্য।
বাসন্তী পূর্ণিমা আমি আজ বাখানিব,
কেমন সুন্দর লাগে পরে তা জানিব।

একদা বিদেশে ভাই! পথ হারাইয়া,
প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে বেড়াই ঘুরিয়া;
বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, না পাই সন্ধান,
না পাই দেখিতে গ্রাম কোথা লই স্থান।
হেন কালে সে প্রান্তরে উদ্যান হেরিনু,
চন্দ্রালোকে হাসে যেন; আহ্বান করিনু
দ্বারে গিয়ে; কেহ নাই; পশিনু ভিতরে;
ভাবিনু কাটাব রাত্রি সে সুরম্য ঘরে।
পশিয়া দেখিনু সেই উদ্যান-মাঝারে,
বসিবার আছে স্থান; বসি তদুপরে,
ক্রমে হলো শ্রান্তি দূর; ক্রমে যেন মন
সে সৌন্দর্য্য-নীরে শেষে হইল মগন।
বসন্তের পৌর্ণ-মাসী, কি শোভা ফুটেছে!
সুধার সাগরে যেন তরঙ্গ উঠিছে!
সুনীল আকাশ, নাই একটুকু রেখা;
ডুবেছে নক্ষত্র কোথা নাহি যায় দেখা।
উঠিছে জ্যোৎস্নার ঢেউ কাণায় কাণায়;
না ধরে ব্রহ্মাণ্ডে যেন উছলিয়া যায়!
চন্দ্রের সে হাসি-রাশি, প্রেমের কিরণ,
প্রসুপ্ত ধরার মুখে চন্দ্রের চুম্বন!
এমনি সে নিশি ভাই মধুর-হাসিনী,
এমনি আনন্দ-ময়ী, সন্তাপ-নাশিনী,
প্রাণের আরামে কিম্বা দিবস ভাবিয়া,
তরু-কুঞ্জে থাকি পাখী উঠিছে ডাকিয়া।

ফুটেছে অগণ্য ফুল ; বায়ু মাতোয়ারা ;
খুলিয়া গিয়াছে যেন সুখের ফোয়ারা !
হাসি হাসি তথা আসি, কুসুম-কলিকা,
দুপাশে দাঁড়ায়ে আছে সরল [illegible]কা,
কি যেন বলিছে কাণে ; [illegible] নাচায় ;
সোহাগে চুম্বিছে সবে, চু[illegible] হাসায়।
অঙ্গে লাগে জ্যোৎস্না-রস, [illegible]ত সুঘ্রাণ,
কি অপূর্ব্ব সুধা-রসে ডুবাইছে [illegible] !
এমনি হইল বোধ ডুবিয়া সাঁতার
সেই রসে দেয় মন ! ভব দুঃখ আর
মনে নাই ; সে সৌন্দর্য্যে ডুবিতে ডুবিতে,
কোথায় গেলেম আমি রহিনু মহীতে,
কিম্বা সে চন্দ্রিকা ধরি চন্দ্রেতে উঠিনু,
কিম্বা সে বায়ুর সনে ফুলে মিশাইনু !
কতই হইল রাতি, উড়িয়া বাদুড়,
পড়িছে কলার গাছে করি দুড় দুড়
অদূরে আমের বনে বায়ু সর সর ;
চিকি মিকি খেলে পত্রে সে সুধাংশু-কর ;
মর মর শুষ্ক পত্রে বন-জন্তু যায় ;
স্বপনে ডাকিয়া পাখী আবার ঘুমায়।
ব্রহ্মাণ্ডের সাঁ সাঁ রব বহে আসে কাণে ;
পরাণ ডুবিছে তাহে সে ডোবে পরাণে।
দেখেছি অনেক শোভা তেমনটী আর
দেখিব না ; নাহি দেখি তুলনা তাহার।

পঞ্চম দল।

রমণী।

পঞ্চম বলিল,—'ভাই! গুজরাটে গিয়া,
যা দেখেছি তাহা যদি বলি হে বর্ণিয়া,
জানি না পারিব কি না সে শোভা দেখাতে,
দেখিয়া আমার মন মজেছিল যাতে।
সুরট নগরে বসে, যুবক-দম্পতী
ছ-মাস তাদের ঘরে করি হে বসতি!
দেখেছি অনেক দেশ, বহু পরিবার,
এমন শান্তির কুঞ্জ, প্রেমের আগার,
দেখি নাই; দুটী তারা যেন চকাচকি!
এক সূত্রে বাঁধা দুটী। তোমরা জান কি
নাহি অবরোধ-পীড়া বঙ্গের মতন;
স্বাধীনতা সুখ তথা ভুঞ্জে নারীগণ।
আমি হে অতিথি যাঁর, অতি সদাশয়,
শিক্ষিত, সুজন, নম্র, উদার-হৃদয়,
এমনি সপ্রেম-ভাব, এমনি সততা,
হ'রে লয় পর-ভাব জন্মে আত্মীয়তা।
ভুলিনু বিদেশ-বাস সুমিষ্ট ব্যাভারে;
সেই হলো ঘর, নিজ ভাবি সে দোঁহারে।
কিন্তু সে গৃহের কর্ত্রী যিনি, সে রমণী
কি যে ভাই! কি বলিব? নারী-শিরোমণি,

এ কথা, রমণী-কুলে যদি কারো প্রতি
খাটে, তবে শিরোমণি জানি সে যুবতী।
প্রথমে রূপের কথা কিছু বলি শুন,
বর্ণিব পশ্চাতে তার কি দেখেছি গুণ।
নর-কুলে হেন রূপ হইতে যে পারে,
ভাবি নাই কোন দিন; সত্য, আলো ক'রে
আছে ঘর; রূপে-গুণে নারী নিরুপম;
স্বর্গের উদ্যান-সার গোলাপের সম।
বয়সে পচিশ হ'বে, নাতি-খর্ব্ব-কায়,
নাতি উচ্চ, সুস্থ-দেহ, কি এক আভায়
ঘেরিয়া রেখেছে তারে! যেখানে যাইছে,
যেন সে অপূর্ব্ব জ্যোতি তথা ছড়াইছে।
লজ্জা আবরণ ভিন্ন অন্যে নাহি ঢাকে;
নিস্কলঙ্ক মুখখানি সদা ফুটে থাকে।
দেহের লাবণ্য কি বা! সে বর্ণ সুন্দর,
ঢালিল স্বর্গের রঙ্গে কোন চিত্রকর!
প্রেমে বিকশিত মুখ করে ঢল ঢল,
কি যেন ভাসিছে নেত্রে সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল।
সুবিশাল নেত্র দুটী কে যেন টানিয়া,
বসি বসি চিত্রিয়াছে প্রেম-তুলি দিয়া।
ঘন-নীল পক্ষ্মগুলি কোমল কোমল,
প্রেমের আসন পাতা, যেন মক-মল!
কজ্জল সুরমা আদি যেন মাখাইয়া,
রাখিয়াছে পক্ষ্মগুলি সুস্নিগ্ধ করিয়া!

থাক মুদে, থাক ফুটে, সে দুটী নয়ন
সতত সুন্দর ভাই! গগণে যখন
দিবা-শেষে দৃষ্টি ফেলে সুন্দরী দাঁড়ায়,
কথা কি কহিব প্রাণ দেখে ডুবে যায়।
কি এক সাধুতা সেথা, কি এক স্নিগ্ধতা!
কি এক শীতল জ্যোৎস্না! কি এক মিষ্টতা!
দুটী চোকে ভাব যেন গলায় গলায়,
হাসি হাসি প্রেমে ভাসি দুটীতে খেলায়।
প্রেম পবিত্রতা শান্তি থাকিলে পরাণে,
যে হাসিতে সে বারতা বাহিরে বাখানে,
সেই হাসি বিরাজিত সুপ্রসন্ন মুখে;
দরশনে সুখোদয়, হরে মনো-দুখে;
অধরে ফুটিয়া হাসি তরঙ্গে বহিয়া,
দুকপোল-গিয়া যেন যায় মিলাইয়া।
সুন্দর ললাট! সে কি রক্ত-মাংসময়!
পড়েনি একটী রেখা; দেখে বোধ হয়,
না গড়িল সব নারী এক উপাদানে!
নহে সোণা নহে মাটী, এরি মাঝ-খানে
কি এক কোমল ধাতু, লাবণ্যে মিশ্রিত,
তাহাতে নির্ম্মিল বিধি মুখ অনিন্দিত।
সে ললাটে শোভা-রাশি কি যেন খেলায়,
প্রসন্ন নির্ম্মল স্বচ্ছ অপূর্ব্ব দেখায়।
কুঞ্চিত চাঁচর ঘন চিকুর সুন্দর,
নামিয়াছে দুই স্কন্ধে কিবা থরে থর!

ঢেকেছে দুদিকে পড়ি আধ দু-কপোলে,
ভ্রমরের পাল যথা ঘেরে নবোৎপলে !
প্রেমের তরঙ্গ যেন কপোলে লুঠিছে,
ভিতরে থাকিয়া প্রেম ফুটিয়া [illegible]ছে।
সন্তোষ, লাবণ্য, প্রেম সে মুখ-মণ্ডলে,
দেখা যায় যেন ! দেখে প্রাণ-মন ভোলে।
নধর কপোল দুটী স্বাস্থ্যেতে ফুটিয়া,
বিম্বাধর-প্রান্তে এসে গিয়াছে ডুবিয়া।
ওষ্ঠদ্বয় সুরক্তিম, অস্থূল গঠন,
দুটীতে মগন দুটী অপূর্ব্ব মিলন।
সুগোল সুঠাম বাহু ; সে বাহু চিত্রি
চিত্র-করে বহুক্ষণ হইবে ভাবিতে।
নহে স্থূল, নহে ক্ষীণ, নহে নতানত,
নহে হ্রস্ব, নহে দীর্ঘ, নহে শ্বেত পীত !
এমনি সে দেহ-যষ্টি, ছবি যা দেখে[illegible]
কাব্যে যা পড়েছি কিম্বা মনে যা লি[illegible]ছি,
সেই নারী-মূর্ত্তি যেন দেখিনু সেখানে !
ফুটিয়া রয়েছে সেই সংসার-উদ্যানে।
রূপ সম গুণ বিধি দিয়াছে তাহারে ;
কি যে স্নেহ সর্ব্বজনে, এ পাপ সংসারে,
এমন সৌজন্য ভাই ! আর কি রে হ'বে।
আমিত সামান্য পর, আপনার ভেবে
প্রাণ খুলে কত কথা ! সেই মিষ্ট-বাণী
শুনিলে জুড়ায় কর্ণ জাগয়ে পরাণি।

বিজনে বিরস-মুখে, যদি কোন দিন,
বসিয়াছি, দেখিয়াছি সে মুখ মলিন।
কিসে যে মনের ভার ঘুচিবে আমার,
ভাবিয়া আকুল বালা। এক একবার,
সে পবিত্র প্রেম দেখে কেঁদেছি নির্জ্জনে;
নারীকুলে রত্ন তুমি বলিয়াছি মনে।
বিমল দাম্পত্য-সুখ যা দেখেছি সেথা
জানি না এদেহে আর দেখিব হে কোথা!
কি গভীর শ্রদ্ধা মরি দোঁহাতে দোঁহার,
দেখিলে নয়ন ভোলে, লাগে চমৎকার।
এমনি অপূর্ব্ব প্রেম, যেন পরস্পরে
হেরে হেরে ক্লান্ত নয়; অতৃপ্ত অন্তরে
চাহি চাহি মুখ-পানে, কি আনন্দে ভাসে!
ঢাকিতে না পারে সুখ আপনা প্রকাশে।
দুজনে শিক্ষিত, দুটী চিন্তায় চিন্তায়
কি সুন্দর লয় মরি! সুন্দরী সহায়
সব কাজে; পতি যবে ক্লান্ত-দেহে আসি,
লভেন বিশ্রাম-সুখ, প্রিয়তমা বসি,
দিনের সংবাদ সব পড়িয়া শুনায়;
কভুবা সে পদ্ম-হস্ত চরণে বুলায়।
পতি কার্য্যে ব্যস্ত সদা, সে মুখ সুন্দর
পাশে পাশে ফুটে থাকে; পত্রের উত্তর
কখনো সে নিজে দেয়, কভুবা সুন্দরী,
সংসারে চিন্তায়, কার্য্যে, সদা সহচরী।

এমনি মিশেছে দুটী জীবনে জীবনে,
দুই কিম্বা এক তারা ভাবি মনে মনে।
পতির উৎসাহ, কার্য্য, প্রাণের দৃঢ়তা,
সতীর মাধুর্য্য, প্রেম, স্নেহ, কো[illegible]তা,
মিশে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য খুলে[illegible]থায়,
তটিনী পড়েছে ঢ'লে সাগরের গায়।
তাদের চরণ ফেরে এ নর-[illegible]কেতে,
পরাণ ফিরিছে দুটী কোন অ[illegible]কেতে!
প্রেমে কি এমনি হয়! সংসার-[illegible]না
এমনি কি কেটে দেয়! ইন্দ্রিয়-পি[illegible]সা
এমনি কি দূর করে! পুণ্যের বাতাস
এমনি কি আনে ঘরে! স্বরগ প্রকাশ
এমনি কি মর্ত্ত্যে হয়! আগে তো স্বপনে
জানি নাই, হেন স্বর্গ আছে এ ভুবনে!
কি ছার সৌন্দর্য্য-কথা বলিয়া শুনাও,
ধরার সৌন্দর্য্য-সার দেখিবারে চাও
যাও, গিয়ে একবার দেখ সে সংসারে
স্বর্গের কুসুম দুটী ফুটে কি প্রকারে।

ষষ্ঠ দল।

সাধুতা।

ষষ্ঠ বলে, তরুলতা, ভূধর, সাগর,
বাসন্তী পূর্ণিমা, নারী, সকলি সুন্দর,

তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবি মনে
সাধুর প্রসন্ন মুখে, যখন নির্জ্জনে
যোগ-মগ্ন দেখি তাঁরে, যে সৌন্দর্য্য দেখি,
তার অনুরূপ শোভা কভু না নিরখি।
একবার নানা তীর্থ দেখিয়া বেড়াই
যেখানে জনতা দেখি তারি মাঝে যাই।
দেখিলাম কোন তীর্থে সাধু এক জন,
কহেন ধর্ম্মের কথা প্রসন্ন-বদন।
আরক্ত বিশাল নেত্র, প্রশস্ত ললাট,
অযত্ন-বর্দ্ধিত ঘন কেশ পরিপাট,
পলিতার্দ্ধ শ্মশ্রুরাজি, রেশম সমান,
ব্যাপিয়া বিশাল বক্ষ সদা বিদ্যমান।
গৌর-কান্তি, সুস্থ-দেহ, সবল, সুঠাম,
সংযমে উজ্জ্বল-মূর্ত্তি, নয়নাভিরাম।
অধ্যাত্ম-সংগ্রাম-রেখা নাহিক ললাটে,
বিজিত প্রবৃত্তি-কুল সুখে দিন কাটে।
সন্তোষ-বিশ্বাস-প্রীতি-জড়িত সুন্দর
দৃষ্টি তাঁর, অর্দ্ধ-দণ্ডে জুড়ায় অন্তর।
এমনি সে, দৃষ্টিমাত্রে যেন প্রাণ কাড়ে,
বিশ্বাস উৎপন্ন করে নিরাশা উপাড়ে।
গভীর অধ্যাত্ম-তত্ত্ব হাসি হাসি কয়,
সুমধুর আবির্ভাবে স্থান জ্যোতির্ম্ময়।
কি যে আছে আবির্ভাবে অব্যক্ত শকতি!
কুসুমে ফুটায় যথা দিবাকর-জ্যোতি,

সে রূপে ফুটায় প্রাণে ; সাধুতার আশা
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ; পেয়ে ভাল বাসা,
পাপেতে মলিন চিত্ত আপনা ধিক্কারে,
সন্তাপ অনলে প্রাণ যেন দগ্ধ করে।
দুদণ্ড থাকিয়া সেই সাধুতা পবনে
দৃষ্টি খোলে ; মনুষ্যত্ব হয় যে কেমনে
বুঝি তাহা ; এমনি সে মধুর সমান
সহবাস, একেবারে মজে মন প্রাণ।
প্রথম দাঁড়ায়ে শুনি, বসি না জানিয়া,
সে কথা-রসেতে মজি গেলাম ভুলিয়া
কোথা আছি, আসিয়াছি কি কাজে কোথায়।
কুসুম ভ্রমরে বাঁধে, সে রূপ আমায়
কি এক ভাবেতে বাঁধি যেন বসাইল ;
বসায়ে চিত্তের ক্রমে উদ্বেগ হরিল।
সন্ধ্যা হ'লো প্রাণ ঘরে ফিরিতে না চায় ;
ইচ্ছা হ'লো দিবা-নিশি পড়ে থাকি প[illegible] !
যেতে হলো, পরদিন না যেতে শ[illegible]রা,
এসে দেখি, সে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করি,
স্নানান্তে বিপিন-প্রান্তে, বসি পদ্মাসনে
আছেন মগন যোগে ; আজি সে বদনে
কি জ্যোতি দেখিনু আমি ! দেখিনি নয়নে
মানবের মুখে হেন ; পোহাইলে নিশি
তরল তপন-কর গিরি-শৃঙ্গে আসি,

তুহিন-শিখরে যথা সুমণ্ডিত করে,
দেখিনু সে শোভা যেন সে মুখ-ভিতরে।
ভিতর হইতে আলো আসিছে ফাটিয়া,
তদুপরে অশ্রুজল যায় গড়াইয়া।
ভাবাবেশে প্রস্ফুরিত, পুণ্যে বিকশিত,
আলোক-মণ্ডলে মুখ দেখিনু মণ্ডিত!
গভীর অস্ফুট সুখ জাগিছে পরাণে ;
পড়িয়া তাহারি আভা সে পবিত্র ধ্যানে,
কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি করিছে বিস্তার,
সম্ভ্রমে বিস্ময়ে চিত্ত ডুবিল আমার!
এই কি অধ্যাত্ম-যোগ, ভাবি মনে মনে,
সে সত্য-পুরুষে জীব ধরিলে পরাণে,
এমনি কি প্রাণ-পদ্ম হয় প্রস্ফুটিত!
স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখ এমনি রঞ্জিত!
দেখিনু আচ্ছন্ন হ'য়ে, ভাবিনু একান্তে
বসেছেন ধ্যানে আসি এই বন-প্রান্তে,
অনুচিত থাকা হেথা ; আসিনু সরিয়া ;
ধ্যানান্তে আসিলে ফিরে, বিনয় করিয়া
চাহিনু থাকিতে সঙ্গে, পাই অনুমতি ;
তদবধি থাকি সঙ্গে ; দেখি মোর প্রতি
কি অপূর্ব্ব ভালবাসা! থাকি তাঁর সনে
জ্ঞানের পিপাসা মোর নিত্য বাড়ে মনে।
পড়িলাম কত শাস্ত্র ; এদিকে আবার
হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি সদা দেখি তাঁর।

মাতার বাৎসল্যে, আর সতীর প্রণয়ে,
শিশুর সারল্য-গুণে, সাধুর বিনয়ে,
ঈশ্বরের প্রেম-ছবি, সৌন্দর্য্যের খনি
কথায় কথায় খুলে দেখান এমনি,
হৃদয়ে পবিত্র ভাব এমনি উপজে
ঈশ্বরে নিকটে যেন পাই হে সহজে।
পাপেতে দারুণ ঘৃণা ; অন্যায় শুনিলে
না শুনি কর্কশ ভাষা, কিন্তু হে দেখিলে
বোধ হয় অগ্নি-হ্রদ ছুটিলে অন্তরে
আগ্নেয় পর্ব্বত যথা কাঁপে থর থরে,
সে রূপে সে হৃদি কাঁপে, দেখে লাগে ত্রাস !
ঘোর বেগে বহে যেন পুণ্যের বাতাস।
বিশ্বাসী,সুদৃঢ়-চিত্ত, নির্ভরে সাহসী,
স্থির, ধীর, সুগম্ভীর, জিতেন্দ্রিয় বশী,
পুরুষ-প্রধান সেই ধার্ম্মিক সুজন ;
আজিও স্মরণে হয় সমুন্নত মন।
এ-দিকে যেন হে বজ্র অন্য দিকে ফুল
দীনজন প্রতি তাঁর করুণা অতুল !
মায়ের মতন প্রেমে পালেন আমারে ;
সামান্য অসুখ হ'লে, রেতে বারে বারে,
দেখেন বুলায়ে হাত এ পাপ-শরীরে ;
ভাসেন শুনিলে দুঃখ নয়নের নীরে।
ছিল তাঁর সুতদারা অকালেতে গত ;
লয়েছেন চির-প্রিয় প্রচারের ব্রত।

কিন্তু প্রেমে এমনি সে বাঁধেন সকলে,
ভাই বন্ধু সুত দারা কত ধরাতলে !
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ যে প্রেম জানে না ;
ধনি দরিদ্রের বেড়া সে প্রেম মানে না ;
উদার হৃদয় কিবা ! নরের কল্যাণে
যে যা করে, কেহ যদি বলে তাঁর কাণে,
অমনি আনন্দ-রেখা দেখি সেই মুখে ;
এতই গভীর সুখ অপরের সুখে।
কি গভীর শ্রদ্ধা মরি রমণীর প্রতি,
জীবন্ত-সদ্ভাব-ব'লে জীবিত সে নীতি !
দেখান-বৈরাগ্য নাই ; নারীর বদনে
ফেলিতে পবিত্র আঁখি নাহি ভয় মনে ;
আমাদের মত কত নারী ভাল বাসে ;
তোষেন সদ্ভাবে সবে ; কভু বা উল্লাসে
বয়সে কন্যার মত যে সব যুবতী
দেখান কতই স্নেহ তাহাদের প্রতি !
সোহাগে ধরিয়ে করি মস্তক আঘ্রাণ;
গুণের প্রশংসা করি কতই বাড়ান।
এরূপে ছিলাম সুখে, সহসা তাঁহারে
আসিয়া হরিল মৃত্যু ফেলিয়া আঁধারে।
তদবধি ঘুরিতেছি অবনী-ভিতর
সে চরিত্র সম কিছু না দেখি সুন্দর।
কবি বলে সৌন্দর্য্যের সার কথা যাহা,
সবাই না জেনে ভাই বলিয়াছ তাহা,

যা দেখিলে, যা শুনিলে, প্রাণ সমুন্নত,
নীচ কুবাসনা হয়ে, পশু-ভাব যত
লজ্জা পায়, দেব-ভাব ফুটে ফুটে উঠে ;
স্বর্গীয় সৌরভ যেন প্রাণ-মধ্যে ছুটে,
আমি বলি ধরা-ধামে সেইত সুন্দর ;
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, অরূপ সে রূপ মনোহর।

বিচ্ছেদ।

প্রথম দল।

পুরুষ।

কথায় কথায় আজ বন্ধু দুই-জন
যায় কোথা? পরস্পর কণ্ঠ আলিঙ্গন;
গ্রাম ছাড়ি নামিয়াছে বিশাল প্রান্তরে,
কথায় ভুলিয়া যায় দূর বনান্তরে!
উৎসাহী যুবক দুটী, প্রেমিক সুজন,
সুশিক্ষিত, আজ দোঁহে হয়েছে মগন
দেশহিত-চিন্তা-স্রোতে; তরঙ্গ উঠিছে
কত তাহে, কথা-সূত্রে কি কথা ধুটিছে!
রাজনীতি, সাম্যনীতি, সমাজ চরিত্র,
দুর্নীতি দুর্গতি, ঘোর দারিদ্র্যের চিত্র,
একে একে কত তত্ত্ব আসিছে যাইছে;
চরণ কোথায় যায় টের না পাইছে।
ওদিকে দিবস-শেষ; ওই চরা করি
দলে দলে ধায় পাখী মাঠ পরিহরি!
কোথা বা প্রকাণ্ড কোন বনস্পতি-শিরে,
শত শত পাখী আসি বসে ধীরে ধীরে;
হেলে দুলে গাভীকুল যায় সারি সারি,
রাখাল ধরিছে তান, দূর হতে তারি

ধ্বনি বহে বহে আসে, অপূর্ব্ব শুনায়।
অদূরে চাষার গ্রামে, শিশুরা খেলায়,
অস্ফুট সে কোলাহল ; আসিছে বাতাসে
হাল গরু সনে চাষা গৃহ মুখে আসে।
জলের কলস কাঁকে কৃষক-সুন্দরী
দোলাইয়া বাহু ঘরে যায় ত্বরা করি !
দূরেতে গ্রামের আড়ে লুকাইল রবি ;
গগণে সিন্দুর ছটা, প্রকৃতির ছবি
আধ খোলা আধ ঢাকা গোধুলি আঁধারে,
সে গ্রাম প্রান্তরে সন্ধ্যা আসে এ প্রকারে।
বন্ধু দুটী বন-পার্শ্বে ধরা-স্তূপোপরে
বসিয়াছে ; বসি এক অন্যে প্রশ্ন করে।
শুন সখা ! বহুদিন এ-বাসনা চিতে,
জিজ্ঞাসিব কি কারণে কয় মাস হতে,
তোমারে কিরূপ দেখি ? বিষাদের রেখা
পড়েছে বদনে ; আর নাহি যায় দেখা
সেই সদানন্দ ভাব ; সতত চিন্তিত,
নির্জ্জনতা-প্রিয় তুমি ; হেন লয় চিত,
কি এক দারুণ শেল প্রাণে বাজিয়াছে ;
গভীর অস্ফুট দুঃখ লুকাইয়া আছে।
শুনেছি বিবাহ তরে সাধিছে স্বজনে,
করেছ প্রতিজ্ঞা না কি দাম্পত্য-বন্ধনে
পড়িবে না বাঁধা কভু ; দেশ-হিত-তরে
দিবে প্রাণ ; সে কঠোর প্রতিজ্ঞার ডোরে

বাঁধিয়াছ ; ভব সুখে নাহি আর আশ।
বল সখা ! কি সে এত হইলে হতাশ ?
ওদিকে ছাইয়া এল আঁধার যামিনী।
যুবা বলে শুন ভাই যে দুঃখ-কাহিনী
কব আজ, কর সত্য, না বলিবে কারে,
সকলি ভাঙ্গিয়া বন্ধু ! বলিব তোমারে।
মাতুল-আলয়ে ভাই গত জ্যৈষ্ঠ মাসে
গিয়াছিনু ; তথা গিয়ে, মনের উল্লাসে,
ভাই-বোনে সবে মিলি হাসি খেলি গাই ;
কোলাহলে সেই ঘর আনন্দে জাগাই।
এক দিন নবাগতা আসিল কামিনী,
মাতুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নাম মৃণালিণী।
শুন সখা পক্ষিকুলে যদি হে ময়ূরী
আসি পশে, যে প্রভেদ সবে লক্ষ্য করি,
সে রূপ সে নারী-রত্ন অপূর্ব্ব স্বভাবে
পূরিল সে ঘর এক নব আবির্ভাবে।
বয়সেতে বিংশ বর্ষ, কিন্তু হে সম্ভ্রমে
না পারে ঘেঁষিতে কাছে মন কোন ক্রমে।
দৃষ্টিতে সাধুতা বৃষ্টি, নাহি চপলতা,
বিনয়ে সলজ্জ সদা, প্রেম, কোমলতা,
দিয়ে কি গড়িল বিধি ? প্রেমেতে সবারে
কিনিয়া ফেলিল যেন ! পাইয়া তাহারে
সবে সুখী ; একা বালা সব পরিজনে,
করে সেবা ; পর-দুঃখে তার দু-নয়নে

দেখেছি ঝরিতে অশ্রু। কি যে এক জ্যোতি
ঘিরে আছে! কাছে যাই না হয় শকতি।
সুন্দর সে মুখ-শশী দেখিবারে চাই,
দেখিতে পরাণ-খুলে যেন বা ডরাই।
নধর সে মুখ-খানি, বিশাল নয়নে
কি শোভা ক'রেছে তার! যেন এক সনে
স্বর্গের বিচিত্র রঙ্গ মিশায়ে ঢেলেছে!
প্রেমের অপূর্ব্ব রস দৃষ্টিতে গেলেছে।
নীলোজ্জ্বল নেত্র-দুটী আকর্ণ-বিশ্রান্ত,
দৃষ্টিতে মিলিলে দৃষ্টি মন পথ-ভ্রান্ত!
সুঠাম কপোল দুটী আরক্ত-বরণ,
স্বাস্থ্য প্রস্ফুটিত তথা, দুটীতে মগন
ওষ্ঠ-প্রান্তে; ঘন-নীল কিবা কেশ ভার!
অযত্ন-শোভিত তাহা; কুন্তল তাহার
আপনি পড়েছে আসি দুই নেত্র-কোণে;
করিছে শোভিত মুখে অপূর্ব্ব শোভা।
উজ্জ্বল সু-শ্যাম-কান্তি, কোমল গঠন
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তনু, প্রসন্ন বদন
সদা মধুরতা-ময়! হাসি-রাশি যবে
সে অধরে দেখা দেয়, কি সৌন্দর্য্য তবে
প্রকাশিত, কি বলিব? এই মাত্র জানি
দেখিলে না ভোলা যায় সেই মুখ-খানি।
সরল সে মুখ-খানি যার তার কাছে
ফুটে থাকে। সে মুখের যেন হে কি আছে,

অপূর্ব্ব মোহিনী-মন্ত্র, বিচিত্র চাতুরী,
চুপে চুপে প্রাণে পশি মন করে চুরি!
সে সৌন্দর্য্য-নীরে ভাই ডুবিলে নয়ন
আর না উঠিতে পারে। সারসী যেমন
উঠিতে জলজ-লতা পায়ে টেনে আনে,
সেরূপ সুন্দরী যেন আমার পরাণে
যথা যায় টেনে লয়! রূপ-রাশি তার
হৃদয়ের ছায়া মাত্র! যথা গন্ধ-ভার
ছড়ায় কস্তুরী, তথা সে নারী-রতন,
স্বর্গের সুঘ্রাণ আনি, যেন সে ভবন
পূর্ণ করে! সে বাতাসে পরাণ আমার
দলে দলে ছুটে গেল: অমৃত সঞ্চার
হলো মনে; জীবনের মহিমা বাড়িল;
সুখের স্বপনে চিত্ত যেন ডুবাইল।
শুনেছি নক্ষত্র তারা, গ্রহ, উপগ্রহ,
সৌর-রাজ্য-বাসিগণ, এই ধরা-সহ,
মধ্যবিন্দু রবি-দেহে ডুবিবারে চায়,
কেন্দ্র-বিবর্জ্জিনী গতি ডুবিতে না দেয়,
অনন্ত অম্বরে তাই নিয়ত ঘুরিছে;
সেই মধ্যবিন্দু ফেলে যাইতে নারিছে;
সেরূপ পরাণ চায় ডুবিতে পরাণে,
সম্ভ্রমে বাঁধিয়া রাখি; রাখি মাঝ-খানে
সে আলোকে যেন ঘুরি! দীপালোকে ঘিরে
শলভ চৌদিকে যথা বুলে বুলে ফিরে,

শেষে সে অনলে করে আত্ম-সমর্পণ ;
বাসনা আমিও ঢালি জীবন যৌবন
সে আলোকে ; কিন্তু মন সহসা বসিতে
নাহি পারে ; ঘুরে ঘুরে ফিরে চারি ভিতে,
পরিচয় যত বাড়ে, যে লজ্জা-আড়ালে
ছিল বালা, ক্রমে তাহা খসি পড়ে কালে।
কত কথা দুই জনে, সজনে নির্জ্জনে,
কভু বা পূর্ণিমালোকে, যবে উপবনে
সকলে বেড়াতে যাই, আমরা উভয়ে
বিবিধ প্রসঙ্গে শুধু থাকি মগ্ন হয়ে।
কি উদার, কি পবিত্র, কি সাধুতা-ময়,
সেই চিত্ত ! দিন দিন আলাপে হৃদয়
উচ্চ হয় ; সে আলাপ কত গুণ ধরে,
ফুটায় সদ্ভাব-রাশি, অসাধুতা হরে।
কভু বা আঁধার ছাদে, একান্তে দুজনে,
ফেলি দৃষ্টি তারা-ময় অনন্ত গগণে,
বিশ্বের অনন্ত ভাবে যেন ডুবে যা .
কি বলিব সখা, আমি কভু দেখি নাই
এহেন ঈশ্বর-প্রীতি ; বলিতে বলিতে
কতদিন অশ্রু-বারি দেখেছি ঝরিতে
সেই নেত্রে ; ধর্ম্মতত্ত্ব কতই সুন্দর
শুনাল সে ; জড়-প্রায় আমার অন্তর
ছিল ভাই ! তার স্পর্শে পাইল চেতন ;
জানিনু পরম-তত্ত্ব, পাইনু জীবন।

দিন দিন সদালাপে মন-প্রাণ ভোলে ;
নবালোক দেখি নেত্রে, জ্ঞান-চক্ষু খোলে ।
কি সুখে যে দিন কাটে না হয় বর্ণনা ।
কভু সারা-নিশি জাগি, বসি দুই জনা
করি হে রোগীর সেবা ; করি বিনিময়
ভাবে ভাবে, মনে মনে প্রাণে প্রাণে লয় !
দরশনে আনন্দের কি লহরী উঠে,
হয়ত জানে না বালা, মুখে নাহি ফুটে
প্রাণের সে ভাষা মোর, মুখ-খানি চেয়ে,
কেবল সুধার রসে যাই রে তলায়ে !
আগুণে আগুণ জ্বালে তাই কি ঘটিল ?
প্রাণ মোর কাণে কাণে যেন হে বলিল,
সে যে ভালবাসে ; দেখি তাহারো অন্তরে
সেই অগ্নি জ্বলে ; কথা এত সমাদরে
বলে মোরে, মনে মনে বড় লজ্জা পাই ;
আমি জানি সে পদার্থ এ অধমে নাই ।
দেখিলে আমার মুখ কি যে প্রফুল্লতা
ফুটে উঠে ! দেখি আমি থাকি যথা তথা,
এ কাজ সে কাজ ল'য়ে সেই ঘরে আসে,
ভুলিয়া অপর কাজ থাকে মম পাশে ।
কি যেন মনের ভাষা ফুটিবারে চায়,
ভাবের সমুদ্রে যেন তখনি তলায় ।
কপোলে রক্তের ছটা, শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়,
দেখে বুঝি সেই প্রাণে কিবা ভাবোদয় ।

ইচ্ছা হয় হাত ধরি বসাইয়া পাশে,
জিজ্ঞাসি, কি ভাব তাহা, যাহা প্রাণে আসে,
অথচ না আসে মুখে, সম্ভ্রমে লুকায় ;
বলেছে অনেক কথা, ঘুরিয়া বেড়ায়
কিন্তু সকলের সেরা কি কথা হৃদয়ে,
কপোলে ফুটিয়া যাহা যায় মগ্ন হয়ে ?
কি যেন জানিতে চায়, বলি বলি বলি,
অমনি সে প্রশ্ন তার কোথা যায় চলি !
সম্ভ্রমে ভাঙ্গিতে নারি ; তৃষিত-নয়নে
হেরি শুধু নিষ্কলঙ্ক সুধাংশু-বদনে।
কি দশা হইল মোর ! পদ-শব্দে তার
জাগে প্রাণ ; সর্ব্বাঙ্গেতে অমৃত সঞ্চার,
কাছে এলে ভাব-সিন্ধু উথলে অন্তরে ;
প্রাণ-তন্ত্রী বাজে তার অক্ষরে অক্ষরে !
মনে সে জড়ায়ে গেল, অথবা তাহাতে
যেন হে পশিল মন ; সে আসে চিন্তাতে ;
একা থাকি, সে নির্জ্জন করে সে সজন ;
জাগিলে সে চিন্তা প্রাণে, নিদ্রাতে স্বপন !
চিনি-অণু জল-অণু যথা শরবতে
মিশে রয়, তাহে আমি সে এল আমাতে।
অথচ বাসি যে ভাল, এ কথা বলিতে
সরমে বাঁধিছে মুখে ; হেন লাগে চিতে
বলিলে প্রেমের মূল্য বুঝি বা কমিবে,
সুন্দরী আমারে হীন বুঝি বা গণিবে।

আগুণ কি ঢাকা থাকে বসন অঞ্চলে ?
না জানিতে মোরা যেন জানিল সকলে।
করে তারা কাণাকাণি বুঝিবারে পারি ;
আমি জানি লুকায়েছি, লুকাইতে নারি ;
আধ ঢাকা আধ খোলা লাবণ্যে যেমন,
ঢাকে নারী, আরো খোলে ; সে প্রেম তেমন,
ঢাকার প্রয়াসে ভাই আরো পড়ে ধরা।
এরূপে বিষম ফাঁদে পড়েছি আমরা,
হেনকালে, মামা মোর ডাকি এক দিন,—
উদার প্রেমিক তিনি সুবিজ্ঞ প্রবীণ—
জিজ্ঞাসেন দ্বার দিয়ে ; "কাণাকাণি শুনি,
মিশিছ অন্যায়-ভাবে তুমি মৃণালিনী।"
হয়েছিল বড় লজ্জা ; কিন্তু হে "অন্যায়"
কথাটা গোলার মত প্রাণকে পোড়ায়।
কে দিল সাহস মোরে! বলি,—"মামা আমি
লুকাব না কোন কথা। জানে অন্তর্যামি,
"ভালবাসি" এ-কথাটা বলি নাই তারে।
কিন্তু মামা ! ঘিরিয়াছে কি চিত্ত-বিকারে,
তাহে মগ্ন মন প্রাণ ; নারি ফিরাইতে ;
বলেতে মাতুল মোর যত নিবারিতে
চাহি চিত্তে, আরো যেন পড়ি সে নেশায় ;
আমারে পরের করি যেন কে ডুবায়।
আরো বলি, মৃণালিনী বড়ই পবিত্র,
অতি ধীর, সুসংযত, উদার চরিত্র,

বুঝিয়াছি বাসে ভাল, কিন্তু কোন দিন,
দেখিনি এ হেন ভাব, যাহাতে মলিন
আছে কিছু ; ভয় হয়, উপরে তাহার
অন্যায় সন্দেহ মামা ! জন্মে আপনার।”
বলিলেন মামা,—“আমি চিনি তোমায়,
তোমাতে বিশ্বাস আছে ; তু নেশায়
পড়িয়াছ, নর-নারী প্রথম
পড়ে হেন ; কিন্তু বৎস ! জে খো মনে,
বিধবা সে, পিতা তার সমাজের ;
দিবে না বিবাহ কভু ; একথা প্রক
হইলে মেয়েটী পাবে বিষম যাতনা ;
নিগ্রহ সহিতে হবে অশেষ গঞ্জনা।
ফিরাও হৃদয় ; ধৈর্য্যে বাঁধ আপনারে ;
প্রাণ হ'তে উপাড়িয়ে ফেলে দাও তারে।
গেলেম আপন কাজে ; দেখি তাড়াত ড়ি
যোগাড় করিছে তারে পাঠাইতে ব ।
কি সংগ্রাম দুটী প্রাণে, বিধি তা নিল ;
কেমন প্রসন্ন পদ্ম দেখি শুকাইল !
আর নাহি কথা দোঁহে ; ফেলিয়া ভবনে
বাণ-বিদ্ধ-মৃগ-সম ফিরি বনে বনে ;
ফিরি বটে, মন মোর সেই দিকে ছুটে ;
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রাণ বুঝি টুটে।
আসিল যাবার দিন ; ভাবিলাম মনে,
থাকিব যাবার কালে নিকটে কেমনে ?

অথচ শেষের দিনে দিব না বিদায়,
তাই বা কেমনে হয়? বহু কষ্টে হায়!
বেঁধে প্রাণ সেই দিন রহিনু দাঁড়ায়ে;
অশ্রুকে থামাই, রাখি মনকে বুঝায়ে।
ক্রমে বালা একে একে বিদায় লইল;
অবশেষে অভাগার নিকটে আসিল।
সে এল নিকটে বটে, আমি যে তখন
কোথা ছিনু জানি না তা; সে কোনো বচন
বলিল কি নাহি জানি; মুখ বলে নাই;
নয়ন যা ব'লেছিল, তাই শুনে ভাই,
ধরণী ফাটিয়া যেন গিলিল আমায়!
বলিতে নারিনু কিছু মরিনু লজ্জায়।
আছি হেন, মৃণালিনী পায় পায় চলে;
ঘন ঘন মুছে মুখ বসন-অঞ্চলে।
অবশেষে যানে যবে বসিতেছে গিয়া,
একবার এই মুখে দেখিল চাহিয়া।
ব'লে গেল "মনে রেখ", নয়নে নয়নে।
তদবধি তাই আমি রাখিয়াছি মনে।
এ কি দেশাচার! আমি মামার চরণে
পড়িয়া করিনু ভিক্ষা, যদি এ জীবনে
আর না হইবে দেখা, হয় হোক্ তাই;
পত্রাদি লিখিতে যেন অনুমতি পাই।
শুনিনু জনক তার জানি সে বারতা,
অশেষ নিগ্রহ করি, নিষেধ সর্ব্বথা

করিলেন কোন কথা লিখিতে, শুনিতে,
তদবধি বহু-কষ্টে বাঁধিয়াছি চিতে।
বিষাদে নিরাশ-নীরে, জনম মতন,
আশার প্রতিমা ভাই! করি বিসর্জ্জন,
ভাবি প্রাণ হ'তে চিন্তা ফেলি হে উপাড়ে,
জড়াইয়া থাকে প্রাণে কেন নাহি ছাড়ে?
দুরন্ত বালকে মাতা ঘুম পাড়াইতে
চায় যবে, বলে চাপি তাহারে শয্যাতে,
শিরে করে করাঘাত, কিন্তু সে সন্তান,
বিষম দুরন্ত শিশু, না শুনে সে গান,
জননীর হাত ঠেলি উঠে বার বার;
ভাইরে! আমার মন যেন সে প্রকার,
একাজ সে কাজে ফেলে ঘুম পাড়াইতে
যত চাই, তত যেন জেগে উঠে চিতে
সেই চিন্তা; যথা যাই প্রাণ মাঝে জাগে;
সংসারের সুখ রাশি তাই তিক্ত লাগে
করেছি প্রতিজ্ঞা ভাই, যেই দেশাচ
সরলা নারীর প্রাণ পিষে এ প্রকারে,
তাহার উচ্ছেদ-ব্রতে সঁপিব জীবন;
নিব না এ কণ্ঠে আমি দাম্পত্য-বন্ধন।
যে অনলে জ্বেলে বালা গিয়াছে হৃদয়ে,
নির্জ্জনে স্মৃতির কাষ্ঠ তাহাতে যোগায়ে,
সজাগ রাখিব তারে; সে প্রেমের ধার
সখা হে! শকতি নাই শুধিতে আমার,

তবে যদি দিতে পারি এই মন প্রাণ
তাঁর প্রিয়-কার্য্যে ভাই, যাঁহার সন্ধান
সে শিখাল মোরে, তবে বুঝি লোকান্তরে
পেলেও পাইতে পারি মরণ-অন্তরে।

দ্বিতীয় দল।

রমণী।

শারদ পূর্ণিমা আজ, সহরের দূরে,
বহু দূরে, কোন গ্রামে, গৃহস্থের ঘরে,
দুটী সখী বেড়াইছে গৃহের প্রাঙ্গণে।
গভীর কথাতে মগ্ন, এক অন্য জনে
বাঁধিয়াছে আলিঙ্গনে, বাঁধিয়া জিজ্ঞাসে ;—
"বল সই ! ম্লান প্রাণ কি ঘোর নিরাশে ?
কেন নির্ব্বাসিত হেথা করেছে তোমারে ?
নষ্ট দুষ্ট নও তুমি, তবে এ প্রকারে
কেন লো পাইলে সাজা ! কেন বা তোমার
বদনে কালিমা-রেখা দেখি অনিবার ?
প্রাণ-সই, ওই মুখে মধুময় হাসি
সাজে ভাল, সেই হাসি সদা ভাল বাসি।
বল লো সরলে কেন কঠিন নিগড়ে
বেঁধেছ রসনা তুমি ? দেখি অশ্রু পড়ে
ওই মুখে, একা তুমি বিজনেতে বসি

ভাব যবে ; কিন্তু যদি কারণ জিজ্ঞাসি,
প্রাণ-সই, ধৈর্য্য-বস্ত্রে ঢেকে শোক-রাশি,
এ কথা সে কথা বলি ভুলাইতে চাও,
লুকান বেদনা যেন গভীরে লুকাও।
কি শেল, কি বিষ সেই, যাহা প্রাণে পশি
খাইছে অন্তর খুলে, ম্লান মুখ শশী ?
প্রাণ-সখি ! পায়ে ধরি ফেল না আমারে
এত দূরে। ভেঙ্গে বল, যদি করিবারে
কিছু নাহি পারি, সই ! ওই অশ্রু সনে
মিশাইয়ে অশ্রু পারি কাঁদিতে দুজনে।
সখিলো ! তোমার তা'তে না হোক সান্ত্বনা,
আমার ঘুচিবে সই এ ঘোর যাতনা।
বলিতে সে পদ্ম-নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে,
বিন্দু বিন্দু বহে পড়ে সখী-বাহু-পরে !
মৃণালিনী প্রেম-ভরে বসন-অঞ্চলে
মুছি তার অশ্রু, বলে,—"সই লো সরলে,
জনম-দুঃখিনী আমি, কেন মোর প্রতি
এত স্নেহ ! কি হইবে শুনিয়ে দুর্গতি।
বাড়িবে দুঃখের বোঝা, তাইত বলিনা
দুঃখের কাহিনী মোর ; তোমারে ছলিনা
প্রাণ-সই, পর ভাব নাহি লো তোমাতে।
শুন তবে, পিসী মোর, যাঁর কথা প্রাতে
হয়েছিল, তাঁর গৃহে, গত জ্যৈষ্ঠ-মাসে
গিয়েছিনু। পিসী মোরে বড় ভাল বাসে,

কথা ছিল রব তথা কিছুকাল তরে।
কিন্তু সই! দেখি নর এক মনে করে,
ঘটনা-চক্রেতে বিধি অপর ঘটায়!
সেখানে বিষম ফাঁদে ফেলিল আমায়।
সইলো! বিধবা আমি, জানি তো নিশ্চয়,
বিমল দাম্পত্য-সুখ, পবিত্র প্রণয়,
জীবের কল্যাণ তরে বিধি যা রচিল,
সংসারে করিতে স্বর্গ ধরাতে থুইল,
সে সুখ মোদের নয়; তাই দৃঢ় করি
বেঁধেছিনু প্রাণ মন, জীবনের তরি
চালাইব একা একা, পুরুষের পানে
ফেলিব না সেই দৃষ্টি, কবিরা বাখানে
যে দৃষ্টিতে জন্মে প্রেম; লজ্জা আবরণে
সতত ঢাকিব নিজে; রাখিব চরণে
দূরে দূরে, গুরু-সেবা ভ্রাতৃ-সেবা লয়ে
জীবনের দিন কটা দিব লো কাটায়ে।
আলস্যে কাটিলে দিন পাপে হয় মতি,
তাই সখি আনাইনু যেমন শকতি
নানা গ্রন্থ; ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনা করি,
মহা সুখে কাটে দিন বিভু-গুণ স্মরি।
ভেবেছিনু নিরাপদে জীবনের পথে
এরূপে চলিয়া যাব; আমি কোন মতে
পড়িব না বাঁধা সই! কোন মায়া-জালে;
প্রণয় কাহাকে বলে তাহা কোনোকালে

জানি নাই; শুনিতাম প্রণয় প্রণয়,
শুনিতাম এক প্রাণ অন্যে কাড়ি লয়;
ভাবিতাম, আমি নাহি দিলে মন প্রাণ,
কে পারে লইতে কেড়ে; দুর্ব্বল অজ্ঞান,
ভাবিতাম সেই সবে প্রণয়ের ফাঁদে
পড়ি যারা এ সংসারে শুনিতাম কাঁদে!
সইলো! জানিনি তবে মোর অহঙ্কার,
চূর্ণ হবে, সেই দশা ঘটিবে আমার।
তাই হ'লো; পিসী মোরে নিলেন নিকটে
ভাল ভেবে, কিন্তু সই, এমনি সঙ্কটে
পড়ে গেনু, কেঁদে দেখ শেষে হই সারা,
বুঝেছি বুঝেছি এবে প্রণয় কি-ধারা!
অনেক নূতন লোক মিলিল সেখানে;
সে বাড়ীর ছেলে মেয়ে সবে প্রেম-দানে
তুষিল আমারে, নিল পরম আদরে;
অকপট প্রেম-গুণে ভাবি নিজ ঘরে
কিন্তু সই, তার মাঝে পুরুষ সুন্দর
দেখিলাম এক; দেখে সম্ভ্রমে অন্তর
পূর্ণ হলো; ধীর, স্থির, সুজন, বিনীত,
অথচ প্রসন্ন-চিত্ত সদা প্রফুল্লিত,
পুরুষ-প্রধান সেই, প্রশস্ত ললাট,
আকুঞ্চিত ঘন নীল কেশ পরিপাট
ঢেউ খেলাইয়া তাহে প'ড়েছে দুপাশে;
জ্যোতি-পূর্ণ, আরক্তিম, নেত্র-দুটী ভাসে

যেন প্রেমে ; শুন সই সে দুই নয়ন
সারল্য-সাধুতা-মাখা সুন্দর এমন,
চাহে যদি কারো পানে বুঝি বা জুড়ায়
দেহ তার ; সেই মুখ বুদ্ধির আভায়
এমনি উজ্জ্বল সখি, বারেক দর্শনে
ভুলিতে নারিবে কভু সদা রবে মনে।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন ওষ্ঠেতে বিরাজে ;
দুকপোলে লোমাবলি কি সুন্দর সাজে।
গৌর-কান্তি, বলবান, বিশাল উরস,
আসন পেতেছে তথা যেন লো সাহস।
আকৃতির মত গুণ। সে কি সরলতা,
সে কি উচ্চ-ভাব সখি! নাহি কপটতা
লেশ-মাত্র ; অনুরাগ বিরাগ গণনা
করেনা সে ; সত্য-প্রিয়, নাহি লো সে জনা
এ জগতে, যারে ডরে, কিম্বা যায় তরে
কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করে ; নির্ভীক অন্তরে
করেন সত্যের সেবা ; কাপুরুষ মত
চলেনা সে ; গ্রীবা তার সদা সমুন্নত।
পদভরে কাঁপে ধরা ; ধীর কণ্ঠ-স্বর
নবীন নীরদ জিনি জাগায় অন্তর ;
বীর দর্পে ভরা প্রাণ ; অথচ বিনয়ে,
নারী-পাশে সসম্ভ্রমে থাকে নত হয়ে।
কি সাধুতা মোর প্রতি! সখি লো দেখিয়া
আপনারে দিনু লজ্জা ; বিজনে বসিয়া,

কতই ধিক্কার নিজে দিয়া বলি মনে ;
সাধুতার পাঠ মন লও ও চরণে।
যত পরিচয় বাড়ে, নূতন জগত
দেখি সই ; জ্ঞান-ধর্ম্মে এত সমুন্নত
পুরুষ দেখিনি কভু ; উদার চরিত্র !
হায় সখি, সে হৃদয় এমনি পবিত্র,
যেন স্বার্থ-গন্ধ নাই ; বুঝি অনুমানে
আমাতে গভীর প্রেম ; উভে কত স্থানে
বিজনে হইল কথা, সই কোন দিন
না দেখিনু না শুনিনু কামনা মলিন।
নাই লো নীচতা তাঁ'তে, পুরুষ-প্রধান,
বীরত্বের উচ্চ শৃঙ্গে সদা তাঁর স্থান ।
সখি লো, পড়িনু জালে ; পুরুষ-রতন
যাদু-মন্ত্রে প্রাণ মোর করিল মোহন।
জানিনা কেন যে প্রাণ চায় হেরিবারে
সেই মুখ, দিবানিশি যাই বারে বারে
নানা ছলে তাঁর পাশে ; নিকটে দাঁড়ালে,
এক নব ভাব-সিন্ধু অন্তরে উথলে ;
যতনে সামালি তারে ; দেখি ওষ্ঠদ্বয়
না পারে কহিতে কথা যেন শুষ্ক হয়।
দুরন্ত সংগ্রাম সই বাজিল পরাণে ;
ফিরাইতে চাহি মনে, বারণ না মানে ;
যত রোধি তত বলে সেই দিকে ধায় ;
সে মোহন মূর্ত্তি-পাশে থাকিবারে চায়।

সই লো, বর্ষার দিনে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
ধেয়ে বেগে মহা-সরে পড়ে দ্রুত-গতি,
সে রূপে জীবন মোর দেখি গরজিয়া
তাহাতে মিশিতে যেন যায় লো ছুটিয়া!
যাই যাই, ডুবি ডুবি, সামাল সামাল,
কি আবর্ত্তে পড়ে ঘুরি! যে প্রতিজ্ঞা-জাল
দৃঢ় করি বেঁধেছিনু, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে
কোথা গেল! নব-ভাব জাগিল হৃদয়ে;
প্রাণ সেই-ময় হ'লো; বসিয়া নির্জ্জনে
চমকে চমকে উঠি; যেন আলিঙ্গনে
বাঁধে মোরে সে সহসা, যেন হাসি হাসি,
কি কর মৃণাল বলে জিজ্ঞাসিছে আসি!
চিন্তাতে মিশিল মোর; প্রাণেতে পশিল;
ভাবে জড়াইল সই, হৃদয়ে বসিল।
সখি মোর পূর্ব্বকার যতেক কল্পনা
ঘুচে গেল; একা তরি চালান গেলনা।
চুরি করে প্রাণে পশি, সে তরির শিরে
কে বসিল! নিজ দশা ভাবি অশ্রু-নীরে
ভাসিলাম; যেই আশা কভু পূরিবে না,
কেন তাহে ডোবে মন, কেন শুনিবে না
কঠোর প্রতিজ্ঞা মোর, এই বলি মনে
আবার বাঁধিতে চাই প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে।
সই! সই! নিম্ন-মুখী, দুর্জ্জয়-গামিনী,
বাঁধ ভাঙ্গি ধায় যথা কল-নিনাদিনী,

প্রতিজ্ঞার সেতু মোর কোথায় ভাসায়ে
লয়ে গেল! পারিনু না সে প্রাণ ফিরায়ে
আনিবারে; প্রাণ মন গেল পরহাতে;
সে জনে গেলাম আমি সে এল আমাতে।
তিনি যে সুজন সাধু, সই কত দিন
ভাবিলাম খুলে বলি, কিরূপ কঠিন
সংগ্রামে পড়েছি আমি, কত উপদেশ
পেয়েছিতো, পাই যদি সন্ধান বিশেষ,
যাহে উচ্ছৃঙ্খল মনে শৃঙ্খলিতে পারি,
সে দায়ে বাঁচিয়া যাই কৃপায় তাঁহারি।
কিন্তু তাহা পারি নাই; দাঁড়াইয়া পাশে
বলি বলি মুখে কেন সে কথা না আসে?
ফোটে ফোটে কথা সই সম্ভ্রমে লুকায়;
হৃদয়ের ভাবাবর্ত্তে পুন ডুবে যায়।
এ কথা সে কথা বলি যাই কার্য্যান্তরে,
আন্দোলিত ভাব-সিন্ধু পূরিয়া অন্তরে।
এরূপেতে দিন যায়; বুঝি কাণাকাণি
হলো সই, এক দিন, কেন যে না জানি,
পিসীমা চাহিলা মোরে পাঠাতে স্বদেশে;
লজ্জায় মরিনু সই; আমি বহু-ক্লেশে,
ভেবেছিনু লুকায়েছি সে নব বিকার;
ডুবায়েছি সুগভীরে সংগ্রাম আমার;
কিন্তু তা হলো না সখি, মরি লো সরমে
এই ভেবে, তাঁর প্রতি যদি কোন ক্রমে

অন্যায় সন্দেহ করে, সাধু সদাশয়
শেল-সম সেই প্রাণে বাজিবে নিশ্চয়।
কি করিব পরাধীনা বঙ্গের রমণী
যা করেন বিধি বলে বাধিনু স্বজনি
প্রাণ মন। সখি, আমি সেদিনের ছবি
কিরূপে আঁকিব বল? মোর সুখ-রবি
সেই দিন অস্তে গেল জনম মতন!
নিরাশ সমুদ্রে আমি ভাসানু জীবন।
লইনু বিদায় সবে, দেখি এক পাশে
একাকী দাঁড়ায়ে সাধু চক্ষু জলে ভাসে,
কঠোর প্রতিজ্ঞা বলে রোধি সে আবেগে;
সে হেন প্রসন্ন-মুখ মলিনতা মেঘে
ঘিরিয়াছে; বুঝিলাম কি ব্যথা মরমে।
নিকটে গেলাম শেষে; কিন্তু লো সরমে
কি বলিতে কি বলিনু জানি না সকল;
দেখি নোয়াইলা দৃষ্টি, দুই বিন্দু জল
অমনি পড়িল বক্ষে। সখি লো আমার
হৃদি-পিণ্ডে সুশাণিত যেন তর-বার
কে বসাল! ইচ্ছা হলো পড়ি পদতলে
কেঁদে বলি, যত দিন এই ধরাতলে
রবে দেহ, ও মূরতি যেন হৃদে ধরি,
পবিত্র প্রণয়-ব্রত উদ্যাপন করি।
ইচ্ছা হলো হাত দুটী নিজ হাতে লয়ে
বলি,—"সাধু! অভাগিনী তব পরিচয়ে,

পেয়েছে নূতন জন্ম ; সেই ঋণ তার
থেকে গেল ; দিতে পারে কিবা উপহার
তার মত ? আপনি সে আপনার নয় ;
তাহা হলে দেহ মন সঁপিত নিশ্চয় !
নারিনু বলিতে কিছু ; কাঁদিতে কাঁদিতে
জন্মের মতন সখি উঠিনু গাড়িতে।
বসে শুধু চোকে চোকে হলো একবার ;
যা দেখিনু প্রাণ সই দেখিব না আর !
নীরব সে প্রেম-ভাষা কত কি কহিল !
সে দৃষ্টি পরাণে যেন পুতিয়া রহিল !
তদবধি সহিতেছি অশেষ গঞ্জনা ;
এ দেহে গিয়াছে মোর প্রহার-যাতনা ;
পিতার আক্রোশ ঘোর ; পত্রটী লিখিতে
নাহি বিধি ; লিখি না তা ; কিন্তু লো মহীতে
আছি যত কাল আমি, হৃদয়-আসনে
সে পবিত্র মূর্ত্তি সই বসায়ে যতনে,
পূজিব লো নিরন্তর ; কায়-মন-প্রাণে,
সে আদর্শ প্রাণে রাখি, কঠোর সাধনে
সাধিব সে গুণ-রাশি, সেই পবিত্রতা,
সে ঈশ্বর-প্রীতি বোন, সেই সে সাধুতা ;
তবে যদি মৃত্যু-অন্তে পাই লো সে ধনে,
এই এক মহা লক্ষ্য এখন জীবনে।

বৈধব্য।

একবার বসন্তেতে দুটী পাখী আসিল ;
দুটী পাখী পরম সুন্দর !
কিবা কান্তি ! কিবা ডাক ! সকলেই বলিল
দুটী পাখী বড়ই সুন্দর !

পাখী দুটী ঘন বনে, নির্জ্জনের নির্জ্জনে ;
সূর্য্য-রশ্মি যায় না যথায় ;
যেখানে পাখিরা যবে থাকে সুখ-স্বপনে,
ভুলে নর কভু নাহি যায়।

এ হেন বিজনে তারা বাসা বুঝি বাঁধিল ;
আসে যায় দেখি সারা-দিন।
কুটী কাটী পাতা লতা কত কি যে বহিল ;
ঘর বুঝি বাঁধিল নবীন।

সংসার পাতিল তারা ; প্রফুল্লিত পরাণে
যথা তথা গাইয়া বেড়ায়।
আঁখির আড়াল হ'লে, সুমধুর আহ্বানে
ডেকে বন প্রেমেতে ভাসায়।

পাখীর প্রেমের ডাক একা শুনি বসিয়া ;
কি মধুর কি রূপে বাখানি !
প্রাণ মন ভেসে যায় সেই সনে মিশিয়া ;
কোথা আছি যেন তা না জানি !

বিহগ সোহাগে ডাকে বিহগী তা শুনিয়া,
তদুত্তরে ডাকয়ে নিবিড়ে ;
ডাকের উপর ডাক প্রণয়িনী আসিয়া
অবশেষে উড়ে বসে নীড়ে।

একদা ভাবিনু দেখি কি করিছে দুজনে
দ্বি-প্রহরে রৌদ্রের সময়ে,
গিয়ে দেখি পত্রাবৃত তরু-কুঞ্জ-ভবনে
পাশা-পাশি বসেছে উভয়ে।

এমনি কি প্রেম ! দূর একটুও সয় না,
ঠেকা-ঠেকি পাখায় পাখায়
ধরা-ধামে হেন দৃশ্য আর বুঝি হয় না !
একে বসি অন্য-মুখে চায়।

মাঝে মাঝে প্রেয়সীর পক্ষ দেয় খুঁটিয়া,
প্রণয়িণী যায় তা'তে গলে ;
মনের আনন্দ তাই প্রকাশিছে চুম্বিয়া ;
প্রাণে প্রাণে যেন কথা বলে !

এ-রূপেতে যায় দিন গিয়ে গিয়ে দেখি রে,
দেখি দেখি যেন ডুবে যাই ;
দেখি আর মনে ভাবি ধন্য তোরা পাখি রে
হেন প্রেম নর-রাজ্যে নাই।

এক দিন দেখি তারা বহিতেছে যতনে
মুখে করি শিশুর আধার !
দোঁহে বহে এক ভার, দেখি শোভা নয়নে,
ভাবে মন ডুবিল আমার !

এক দিন বসে আছি কি জানি কি ধেয়ানে
আঁখি রাখি গাছের পাতায় ?
ডুবিতে ডুবিতে মন ডুবে গেল কোথানে
হারাইল গভীর চিন্তায়।

হরেক পাখীর ডাক প্রাণে গেল মিলায়ে,
কাণে আর বাজেনা তখন ;
শুনেও না শুনি যেন, মন যেন ঘুমায়ে
কি দেখিছে সুখের স্বপন !

জাগিয়া ঘুমাই ; ওকি ! সে বিহগে তাড়িয়া
বাজ তরু-কুঞ্জেতে আনিল ;
না নিতে আশ্রয় নীড়ে, নখাঘাতে পাড়িয়া,
তীক্ষ্ণ চঞ্চু বক্ষেতে হানিল।

আস্তে ব্যস্তে ঢিল মারি তাড়াইতে চাহিনু,
সে যে যম বিহগের কুলে !
তাড়াইনু বটে কিন্তু বাঁচাইতে নারিনু,
মৃত পাখী পড়িল ভূতলে।

নাড়ি চাড়ি তুলি রাখি আর সেতো নড়ে না;
রক্তে দেহ যাইছে ভাসিয়া ;
শাখাতে বসাতে যাই, আর সেতো চড়ে না,
ফল-সম পড়িছে খসিয়া।

তার পরে কি দেখিনু বলিব তা কেমনে,
ডাকি ডাকি বিহগী আসিল ,
শোকের ক্রন্দন হেন শুনি নাই শ্রবণে,
শুনে মুখ অশ্রুতে ভাসিল।

বৃশ্চিকে দংশেছে, তাই আর সে তো [illegible] না,
কেঁদে বুলে এ ডালে ও ডা[illegible] ;
শাবক ক্ষুধায় কাঁদে, কুলায়েতে পশে না ;
পাখী-কুল কাঁদে কোলাহলে।

বিহগী রহিল একা সেই কুঞ্জ-ভবনে,
কিন্তু গেল তাহার সুস্বর ;
আর প্রাতে স্বর-সুধা ঢালেনাক শ্রবণে,
বসি থাকে বিরস অন্তর।

গিয়েও যায় না দিন, ছানাগুলি লইয়া,
বসি থাকে বিজন কুলায়ে ;
সুখের দিনের কথা ভাবে শুধু বসিয়া,
বাঁচে শুধু সে স্মৃতি জাগায়ে।

বিহগিনী পলাইলে পলাইতে পারিত,
কিন্তু তা'ত পারিল না আর !
ছাড়িতে সে শূন্য বন প্রাণ তার চাহিত
স্নেহে গতি রোধিত তাহার।

শিশুদের মুখ দেখে, ভবিষ্যত চাহিয়া,
কোনোরূপে প্রাণ ধরি রয় ;
দুজনের ভার একা ম্লান-মুখে বহিয়া
অতি কষ্টে যাপিছে সময়।

দিন যায়, রাত যায়, রোদ বৃষ্টি সকলি,
নীরব সে বনের প্রদেশ !
ভুলাতে পাড়ার পাখী কত করে কাকলী,
নাহি তাহে মনোযোগ লেশ।

একেলা চরিয়া আসে, একাকিনী বিজনে
বসি বসি সতত কি ভাবে ;
দারুণ বৈরাগ্য দেখি আজি তার জীবনে
কে ফিরাল তাহার স্বভাবে ?

একদা বিহগ এক আসি ডালে বসিল ;
প্রেম-ভাষা বসিয়া শুনায় ;
কাণে তার সেই ভাষা বিষসম পশিল ;
ঘৃণা করে দূরে সরে যায়।

বিহগ করিল তার বহু সাধ্য সাধনা,
সকাতরে যাচিল হৃদয় ;
যতই বিহগ সাধে, বাড়ে তার যাতনা
হয় প্রাণ তপ্তাঙ্গার-ময়।

না কহে অধিক কথা, যায় শুধু সরিয়া,
গাম্ভীর্য্যেতে আপনারে ঢাকে ;
বিহগ যখন ডাকে, শুধু ঘৃণা করিয়া,
অন্যদিকে চেয়ে চেয়ে থাকে।

বুঝিল নির্ব্বোধ পাখী পরাণ সে দিবে না,
ভাঙ্গিবেনা সে ব্রত দুষ্কর !
দিলে প্রেম-উপহার কভু তাহা নিবে না ;
ঘৃণা করে দিবে না উত্তর।

হইয়া নিরাশ শেষে পলাল সে উড়িয়া,
একাকিনী রহিল সে বনে ;
শিশুগুলি কোলে করি কুলায়েতে পড়িয়া,
বিষাদেতে যেন দিন গণে।

আছেতো বনের শোভা, আছে ফুল ফুটিয়া,
পাখিদের আছে কোলাহল ;
সজনে নির্জ্জন তার, আপনাতে ডুবিয়া
শোক-সিন্ধু দেখিছে অতল।

দিন যায়, মাস যায়, ছানাগুলি বাড়িল ;
শিখাইল উড়িতে সবারে ;
তারা উড়ে গেল ; সেও সেই বন ছাড়িল ;
কোথা গেল ? কে জানে সংসারে ?

পাখিকুল চরা করি দূর দেশ হতে
আসিতে আসিতে শ্রান্ত ; চারিটী তাহার,
প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখে, বিশ্রাম ল[illegible],
ক্ষণ কাল তরে আসি বসে যে প্রকার,
সেরূপ হে গিরিরাজ ! হিমাদ্রি-সুন্দর !
আমরা চারিটী ভাই, পান্থ চারিজন,
তোমার সুরম্য শৃঙ্গে, জুড়াতে অন্তর
এসেছিনু ; তুমি গিরি হওনি কৃপণ
সুধা-দানে ; বায়ু তব দেহ-তাপ হারি ;
কিন্তু হে সে বায়ু হতে, শ্রেষ্ঠ সে বাতাস,
হৃদয়-কন্দরে যাহা এ শৃঙ্গে সঞ্চারি,
মিলাল আনন্দ শান্তি, ঘুচাল নিরাশ !
চারিটী অতিথি তব আজ নেমে যায় ;
গিরি হে ! থাকিবে মনে ।—বিদায় ! বিদায় !